ফতেহনামা

মুহাম্মদ কাসিমের হিন্দ ও সিন্দ অভিযান

অনুবাদ ॥ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

ফতেহনামা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ফতেহনামা

মুহাম্মদ কাসিমের হিন্দ ও সিন্দ অভিযান

অনুবাদ : মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

স্টুডেন্ট ওয়েজ
বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

প্রকাশনার ছয় দশকে
স্টুডেন্ট ওয়েজ
....

প্রকাশক
মোহাম্মদ লিয়াকতউল্লাহ
স্টুডেন্ট ওয়েজ
৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
দূরাভাষ : ৭১২১ ৫৬৮
ই-মেইল : studentways@hotmail.com
ওয়েব : www.studentways.info

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪১৬ বঙ্গাব্দ
মহররম ১৪৩১ হিজরি

প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন

অনুবাদ স্বত্ব
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

অক্ষর বিন্যাস
সিফাত কম্পিউটার
১১/১ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে
এস আর প্রিন্টার্স
শ্যামা প্রসাদ লেন, ঢাকা

উত্তর আমেরিকায় পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য : একশত পঁচিশ টাকা

ISBN 984 406 607 7
....
FATHANAMA : Advanchare stories of Mohammad Kasem's Hind and Sind in Bengali. Translated by Mohammad Mamunur Rashid. Published by Mohammad Liaquatullah of Student Ways. 9, Bangla Bazar, Dhaka-1100. First Edition : February Two Thousand Ten. Price : Taka one hundred twenty five only.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার স্ত্রী
নাজিয়া তাসনীম (প্রণতি)কে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

মুহাম্মদ কাসিম আমাদের এই পাক-ভারত-বাংলাদেশ অঞ্চলের বিশেষকরে ইতিহাসের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এক অতিপরিচিত নাম। তৎকালে আরবদের কাছে 'হিন্দ ওয়া সিন্দ' অর্থ্যাৎ 'হিন্দ ও সিন্দ' নামে পরিচিত আজকের পাক-ভারত জুড়ে বিস্তৃত এই বিশাল ভূখণ্ডে ৭১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। মাত্র ১৭ বছরের তরুণ (আধুনিক আইনে কিশোর) ছিলেন তিনি। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন আগেই।

রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা থেকে এ অভিযান পরিচালিত হয়নি। আলেকজান্ডারের মত শ্রেফ এডভেঞ্চারিজম বা ভাস্কো-ডা-গামা'র মত লুণ্ঠনও এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলনা। এমনকি হিন্দ ও সিন্দের সনাতন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরকে ধর্মান্তরিত করার কোন উদ্দেশ্যেও আরবরা তাড়িত হয়নি।

রাজা (তৎকালীন ভাষায় 'রাই') দাহিরের রাজ্যের মাকরান অঞ্চলের সীমান্তবর্তী আরব এলাকার একজন বিদ্রোহী গোত্র প্রধান মুহাম্মদ আল্লাফী খলিফার সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধের এক পর্যায়ে এলাকার প্রশাসককে হত্যা করে পালিয়ে দাহিরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। দাহির তার সৈন্যবাহিনীতে আল্লাফী ও তার দলবলকে অর্ন্তভুক্ত করে নেন। আল্লাফীকে বন্দী করে ফেরত দেবার সমস্ত দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়। উপরন্তু দাহিরের কাছে প্রেরিত খলিফার দূত সেনাপতি বুদাইলকে হত্যা করা হয়। এছাড়াও সরন্দ্বীপ তথা আজকের শ্রীলংকায় বসবাসরত বহু আরব বণিকের মধ্যে যারা এক দুর্ঘটনায় জাহাজ ডুবি হয়ে নিহত হয়েছিল তাদের বিধবা স্ত্রী ও এতিম সন্তানদেরকে একটি আরব নৌ কাফেলার সাথে রাজা প্রদত্ত উপহার সামগ্রীসহ আরবে পাঠিয়ে দেবার কালে জাহাজটি দাহিরের লোকজনের দ্বারা দেবল বন্দরের কাছে লুণ্ঠিত হয়। সরন্দ্বীপের রাজা ঐ জাহাজে করে তার মিত্র উমাইয়া খলিফার জন্যও উপহার পাঠাচ্ছিলেন। দাহিরের লোকেরা কেবল লুণ্ঠনই করেনি, নারী ও শিশুদেরকে বন্দীও করেছিল। দাহিরের রাজ্যের সীমান্তবর্তী ইরাক অঞ্চলের শাসনকর্তা (খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ রাজা দাহিরকে লুণ্ঠিত মালামাল এবং বন্দী আরবদেরকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। রাজা দাহির তা তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করেছিলেন। অত:পর দীর্ঘ প্রস্তুতির পর আঁটঘাট বেঁধেই মুহাম্মদ কাসিমকে অভিযানে পাঠানো হয়। যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উদ্ধত রাজা দাহিরকে শায়েস্তা করা।

এই 'ফতেহনামা' গ্রন্থটি মূলত একটি আরবী পাণ্ডুলিপি। মুহাম্মদ কাসিমের অভিযান সম্পন্ন হবার খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে এ পাণ্ডুলিপি লেখা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। তবে পাণ্ডুলিপিতে মূল রচয়িতা তাঁর নাম লিখে যাননি। এটাকে পাণ্ডুলিপি বলা

www.pathagar.com

হচ্ছে একারণে যে, রচয়িতা এটা লিখে গেছেন বটে, তবে গ্রন্থাকারে নিজে প্রকাশ করে গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তবে আরবী ভাষায় এর আরো কিছু কপি হয়ত তিনি করেছিলেন, যেগুলো বিভিন্ন বোদ্ধাজনের হাতে পৌঁছেছিল। এমন ধারণা হবার কারণ হচ্ছে, গ্রন্থটিতে লেখকের নামের উল্লেখ নেই। যদি এটি পাণ্ডুলিপি না হয়ে সত্যিই গ্রন্থ হত তাহলে অবশ্যই মলাটের উপরে বা লেখার শীর্ষে লেখকের নাম উল্লেখ থাকতো। দ্বিতীয়ত: রচনাটির লেখক প্রদত্ত কোন নাম নেই। যদি গ্রন্থ আকারেই তিনি প্রকাশ করে যেতেন তাহলে এর একটি নামও দিতেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক একেক নামে এটাকে চিহ্নিত করেছেন। সেভাবেই এটা 'ফতেহনামা' 'চাচনামা' 'তারিখ-ই হিন্দ ওয়া সিন্দ' এধরনের নানান নামে অভিহিত হয়েছে।

মূল পাণ্ডুলিপি হিজাজী (আরবী) ভাষায় লিখিত। ১২১৬ সালের দিকে হিন্দুস্তানে সুলতান নাসিরুদ্দিন কাবাচা'র শাসনামলে তার এক মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় একপ্রকার অবহেলায় পড়ে থাকা পাণ্ডুলিপিটি প্রথমবারের মত বহুল প্রচারিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও অনূদিত হয় ভিন্ন ভাষায়- ফার্সীতে। মুহাম্মদ আলী বিন হামিদ বিন আবু বকর কুফী ছিলেন এর ফার্সী অনুবাদক। তিনি এটিকে 'ফতেহনামা' হিসাবে উল্লেখ করে তার অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকায় বলে গেছেন যে, তিনি আনন্দ-ফূর্তি, আরাম-আয়েশ ও সুখের মাঝে জীবনের বহুদিন কাটিয়ে দেবার পর হঠাৎ দুর্দশায় পতিত হন। অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়ে যে, তিনি জন্মস্থান ছেড়ে বসবাসের জন্য উচ্ এ চলে আসেন। ৬১৩ হিজরীতে (১২১৬ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর বয়স যখন ৫৮ বছর, তখন তিনি আগে যত ধরনের কাজের সাথে জড়িত ছিলেন সে সবকিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়ে কেবলমাত্র কিছু আনন্দদায়ক পুস্তককে জীবনের মূল সাথী করে নেন। তিনি দেখতে পান যে, বিভিন্ন সময়ের শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী লিখে গেছেন, যার দ্বারা তাঁরা যুগে যুগে সুনামের অধিকারী হচ্ছেন। যেমন, তারা লিখে গেছেন খুরাসান, ইরাক, পারস্য, রুম (রোম) ও সাম (সিরিয়া) বিজয়ের ইতিহাস, যা যুগে যুগে পঠিত হচ্ছে এবং লেখকরা প্রশংসা পাচ্ছেন। ঠিক তেমনি, মুহাম্মদ কাসিম এবং অন্যান্য আরব ও সিরীয়রা হিন্দুস্তান জয় করেছিলেন। সমুদ্রোপকূল থেকে কাশ্মীর ও কণৌজের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই (তৎকালীন) দেশটি জুড়ে তারা মসজিদ এবং ধর্ম প্রচার ও শিক্ষার আলয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই তিনি (ফার্সী অনুবাদক) সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি এই দেশ ও এর বাসিন্দাদের বিবরণ এবং একই সাথে দাহিরের পরাজয় ও হত্যা, অধীনস্ত অঞ্চল গুলোসহ তার রাজ্য মহান অভিজাত, তৎকালীন রাজ্য ও ধর্মের সর্বোত্তম ব্যক্তি মুহাম্মদ কাসিম বিন আকিল সাকিফী- তার উপর আল্লাহ'র রহমত বর্ষিত হোক- এর বিজয়ের কাহিনী গ্রন্থাকারে তিনি লিখে যাবেন।

তথ্য সংগ্রহের জন্য ফার্সী অনুবাদক মুহাম্মদ আলী উচ্ ত্যাগ করে দাহিরের রাজধানী আলোর ও ভাকর যান। সেখানকার ইমাম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা ছিলেন সেই আরব

www.pathagar.com

বিজেতাদেরই বংশধর। মোহাম্মদ আলী তাঁদের কাছ থেকেই তথ্য পাবার আশায় সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে মাওলানা কাজী ইসমাঈল বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মুসা বিন তাঈ বিন ইয়াকুব বিন তাঈ বিন মুসা বিন মুহাম্মদ বিন শাইবান বিন উসমান সাকিফী নামের এক ব্যক্তির দেখা পান। সেই ব্যক্তি ছিলেন খুবই জ্ঞানী ও বিচক্ষণ এবং বিজ্ঞান, ধার্মিকতা ও বাকপটুত্বে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। আরবদের বিজয় সম্পর্কে মুহাম্মদ আলীর সাথে আলাপকালে তিনি জানান যে, তাঁর এক পূর্বপুরুষ এই বিষয়ের উপর আরবী ভাষায় একটি বই লিখে গেছেন, যা বংশপরম্পরায় তাঁরা সংরক্ষণ করে এসেছেন এবং এটি এখন (সে সময়) তাঁর হাতে রয়েছে। তবে এটি হিজাজী (আরবী)তে রচিত হওয়ায় বাজারে কদর পায়নি। কারণ হিন্দুস্তানের লোকের কাছে আরবী ছিল বিদেশী ভাষা।

ফার্সী ভাষার অনুবাদক মুহাম্মদ আলী তাঁর ভূমিকায় আরো জানিয়েছেন যে, বইটি পড়ে তিনি খুবই চমৎকৃত হন। বইটি তার দৃষ্টিতে বিচক্ষণতার অলংকার ও নীতি-নৈতিকতার মুক্তায় সজ্জিত। তাঁর মনে হয়েছে, এতে আরব ও সিরীয়দের বীরত্বের প্রমাণ রয়েছে। এমনসব দুর্গ এই বীরদের করতলগত হয়েছিল যা ইতিপূর্বে কখনো কারো কাছে হার মানেনি। এই বীরদের দ্বারাই এই ভূখণ্ডে পৌত্তলিকতা ও বর্বরতার অমানিশার অবসান হয়েছিল বলে মুহাম্মদ আলী মনে করেন। ভূমিকায় তিনি আরো লিখেন, তাঁদের সেই সাফল্যের কারণেই আজ (১২১৬ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এই দেশে ইসলামী বিশ্বাস ও জ্ঞান বিকশিত হয়ে চলেছে। তিনি ভূমিকায় এটাও জানিয়ে দেন যে, বইটি তিনি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেছেন সুলতান নাসিরুদ্দিন কাবাচা'র মন্ত্রী সদর-ই জাহান, দস্তুর-ই সাহিব-কিরান, আইন-উল মুলক, হোসেইন বিন আবি বকর বিন মুহাম্মদ আল আশা'রী এর পৃষ্ঠপোষকতায়, তাই বইটি তাকেই উৎসর্গ করছেন। মুহাম্মদ আলী আরো বলেছেন, কেবলমাত্র পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই তিনি মন্ত্রীকে বইটি উৎসর্গ করেননি, বরং কাকতালীয়ভাবে মন্ত্রীর একজন পূর্বপুরুষ আবু মুসা আল আশা'রীও মুহাম্মদ কাসিমের মতই একজন বীর ছিলেন বলে বইটি তাকে উৎসর্গ করতে তিনি অধিক অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আবু মুসা আল আশা'রী খোরাসান ও আজম (অন্যান্যদেশ বা পারস্য) জয় করেছিলেন।

গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদক স্যার এইচ এম ইলিয়ট তার ভূমিকায় দু:খ করে বলেছেন যে, ভারতে মুসলমান শাসনের খুবই প্রাথমিক যুগের লোক হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রন্থটির ফার্সী অনুবাদক মুহাম্মদ আলী এতে বর্ণিত বিভিন্নস্থানগুলো চিহ্নিত করার কোন চেষ্টাই করেননি। যার দরুন গ্রন্থটিতে বর্ণিত বহুস্থানের বর্তমান পরিচয় অনেকক্ষেত্রে অনুদঘাটিত এবং কতকক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর রয়েই গেছে। স্যার ইলিয়ট বলছেন, মুহাম্মদ আলী উচ্, আলোর, ভাকর ও সিন্ধুপাড়ের আরো অন্যান্যস্থানেও যাতায়াত করেছেন, তাই তিনি চাইলেই গ্রন্থে বর্ণিত সেখানকার স্থানগুলোর পরিচিতি আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারতেন।

www.pathagar.com

মূল আরবীতে কখন পাণ্ডুলিপিটি (অথবা গ্রন্থটি) লেখা হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট সন-তারিখ বলা সম্ভব নয়। মূল গ্রন্থকার নিজের নাম বা পরিচয় নিজে থেকে কোথাও উল্লেখ করেননি। কখন এ গ্রন্থ লিখেছেন তাও বলেননি। তবে গ্রন্থটির বিভিন্ন বিবরণ লেখার পূর্বে তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক, প্রত্যক্ষদর্শী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রেফারেন্স দিয়েছেন। এমনকি তৎকালীন ব্রাহ্মণদেরকেও রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিছু বিবরণ এমনভাবে দিয়েছেন, যাতে বুঝা যায় যে, তিনি নিজেই ঐসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। গ্রন্থটি পড়ে ধারণা জন্মে যে, মুহাম্মদ কাসিমের হিন্দ ও সিন্দ অবস্থানের শেষদিকেই তিনি এসেছিলেন।

স্যার ইলিয়ট বলছেন, ভাকরে যে মাওলানা সাহেব পাণ্ডুলিপিটি মুহাম্মদ আলীকে দিয়েছিলেন সেই মাওলানা সাহেবের পূর্বপুরুষ নিজেই এর রচয়িতা, নাকি তিনি পাণ্ডুলিপিটির কেবলমাত্র হস্তলিখিত অনুলিপি প্রস্তুতকারী– সেটা মাওলানা সাহেব বলেননি অথবা মুহাম্মদ আলীও জানার প্রয়োজন মনে করেননি।

সেকালে হাতে লিখেই গ্রন্থ প্রকাশ করা হত। হস্তলিখিত অনুলিপি তৈরি বা কপি করার জন্য সে সময় সুন্দর হস্তাক্ষরে খত্ লিখন একটি সম্মানজনক পেশা ছিল। অর্থের বিনিময়ে লিপিকররা লেখকের পাণ্ডুলিপি বা গ্রন্থ কপি করে দিতেন। সেই কপিই গ্রন্থ হিসাবে বিক্রি হত। আমাদের দেশের পুরনো পুঁথির কথা এক্ষেত্রে স্মর্তব্য।

সম্ভবতঃ ফার্সী অনুবাদক এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, উক্ত মাওলানার পূর্বপুরুষই গ্রন্থটির রচয়িতা, কেবলমাত্র লিপিকর নন। তাই তিনি তার ভূমিকায় এ ব্যাপারে ভিন্ন কিছু বলেননি, বা কোন সন্দেহও রাখেননি।

তবে সন্দেহ সত্ত্বেও স্যার ইলিয়ট তাঁর ভুমিকায় এটাও বলেছেন যে, গ্রন্থটিতে মুহাম্মদ কাসিম এর শাসনামলের শেষদিকে নিযুক্ত একজন কাজীর নাম পাওয়া যায়, যার নামের সাথে ভাকরের উক্ত মাওলানার নামের সাথে যুক্ত বংশলতিকার প্রায় হুবহু মিল পাওয়া যায়। যা থেকে শক্তধারণা জন্মে যে, মুহাম্মদ কাসিমের সেই কাজীই (বিচারক) উক্ত মাওলানার পূর্বপুরুষ।

কাজী সাহেবের নাম ছিল মুসা বিন ইয়াকুব বিন তাঈ বিন মুহাম্মদ বিন শাইবান বিন উসমান। আর মাওলানা সাহেবের নাম ইসমাঈল বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মুসা বিন তাঈ বিন ইয়াকুব বিন তাঈ বিন মুসা বিন মুহাম্মদ বিন শাইবান বিন উসমান। অভিন্ন বংশলতিকা লক্ষণীয়। নামের শেষে উভয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে 'উসমান'। স্যার ইলিয়ট বলছেন, 'উসমান' মানে হচ্ছে 'সাকিফী'। অর্থ্যাৎ কাজী এবং মাওলানা উভয়ে একই গোত্র উদ্ভূতও বটে। আরো লক্ষণীয় হচ্ছে, মুহাম্মদ কাসিমও ছিলেন 'সাকিফী'। সে হিসাবে তাঁরা আত্মীয়ও হতে পারেন।

ভাকরের সেই মাওলানা একই সাথে সেখানকার কাজীও ছিলেন। সেকালে এসব পদ বংশপরম্পরায়ও মিল্তো। স্যার ইলিয়ট দেখিয়েছেন, কাজীর যে পদবি সে ক্ষেত্রেও মুহাম্মদ কাসিমের কাজী এবং ১২১৬ সালের সেই মাওলানা-কাজীর প্রায় হুবহু মিল

www.pathagar.com

রয়েছে। মুহাম্মদ কাসিমের সেই কাজীর পদবি ছিল সদর আল ইমামিয়া আল আজাল্ল আল আ'লিম আল বারী কামাল-উল মিল্লাত ওয়া-উদ-দীন। পরবর্তীকালের মাওলানা-কাজীর পদবি ছিল মাওলানা কাজী আল ইমাম আল আজাল্ল আল আ'লীম আল বারী কামাল-উল মিল্লাত ওয়া-উদ-দীন। প্রথম কাজী নিযুক্ত ছিলেন ও বসবাস করতেন আলোরে এবং শেষোক্ত কাজীও বসবাস করছিলেন আলোরের ভাকরে।

অবশেষে সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে স্যার ইলিয়ট বলছেন, মুহাম্মদ কাসিম নিযুক্ত কাজীই এ গ্রন্থের লেখক। তিনি যেহেতু মুহাম্মদ কাসিমের আমলে বর্তমান ছিলেন এবং সে সময়ের বহু ঘটনার সাথে জড়িত ও প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাই এই গ্রন্থের সত্যতা, খাঁটিত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতার গ্যারান্টি রয়েছে। তাছাড়া পাণ্ডুলিপি প্রদানকারী ও পাণ্ডুলিপি রচনাকারীর বংশলতিকার দালিলিক অভিন্নতা ও তাদের সরকারী পদবীর প্রায় হুবহু মিল– এই গ্রন্থের সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

মূল গ্রন্থ রচয়িতা যে, সে সময়ে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন তার বড় প্রমাণ হচ্ছে, তিনি সে সময়ের অনেক ব্যক্তির নাম লিখেছেন আরবীয় উচ্চারণে। বহু স্থানের নামও লিখেছেন আরবীয় রীতিতে। যেমন, সে সময়ের স্থানীয় উচ্চারণ 'বামনওয়াহ'কে তিনি আরবীয় উচ্চারণে ব্রাহ্মণাবাদ বলেছেন। সব ব্যক্তির নামের সাথে আরবীয় রীতিতে 'বিন (ইবনে)' লিখে পিতার নাম বা বংশলতিকা যুক্ত করে দিয়েছেন। সে সময় হিন্দুস্তান জুড়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিস্তার ও প্রভাব ছিল– যা কেবলমাত্র তার লেখায়ই পাওয়া যায়, সমকালীন আর কোন আরব ঐতিহাসিকের লেখায় সেভাবে পাওয়া যায় না। যেমন তার লেখায় বৌদ্ধদেরকে 'সামানি' বলা হয়েছে, যা কেবলমাত্র ঐযুগেরই ভাষা। পরবর্তীতে হিন্দুস্তান থেকে বৌদ্ধদের সংখ্যা ও প্রভাব ক্রমবর্ধমান হারে হ্রাস পায় এবং 'সামানি' শব্দটা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যার ফলে পরবর্তীকালের ইতিহাস রচয়িতাদের সমকালীন লেখায় 'সামানি' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি হিন্দুদের মন্দির ও বৌদ্ধদের মন্দির (প্যাগোডা বা বিহার) এর মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে গুলিয়ে ফেলেছেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও বৌদ্ধ পুরোহিতের মধ্যেও তিনি অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য করতে পারেননি। গ্রন্থটি পড়ে মনে হয় যে, তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধের পার্থক্য ভালোভাবে বুঝেননি। সবই অভিন্ন বলে ধরে নিয়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেননি এমন ব্যক্তির নামের বেলায় তিনি কেবল শোনা কথার উপর নির্ভর করেছেন। যার দরুন নামের ভুল বা নাম নিয়ে বিভ্রান্তি থেকেই গেছে। তিনি যদি প্রত্যক্ষদর্শী বা একেবারে সমসাময়িক না হয়ে অন্যের লেখা থেকে অনুবাদ করতেন বা কেবলমাত্র অন্য অনেকের রচনা থেকে টুকে টুকে এটি লিখতেন তাহলে এইসব দেখা যেত না।

তিনি যত ঘটনা উল্লেখ করেছেন সবই উল্লেখমতই হয়েছিল এমন নাও হতে পারে। যেমন জয়সিয়ার সাথে জানকীর ঘটনা বা মুহাম্মদ কাসিমের মৃত্যুর ঘটনা। ঘটনা সঠিক– এটা বলা গেলেও কার্যকারণ হুবহু তেমনটি ছিল তা হয়ত শতভাগ হ্যাঁ বলা যাবে না। তবে স্যার ইলিয়ট বলেছেন, 'চাচনামা'ই হচ্ছে মৌলিক গ্রন্থ, যা থেকে তথ্য

www.pathagar.com

নিয়ে নিজাম উদ্দিন আহমদ, নূর-উল-হক, ফিরিশতা, মীর মা'ছুম এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকরা তাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও হিন্দুস্তানের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদানের মূল উৎসগুলো 'আবিষ্কারক' স্যার এইচ এম ইলিয়ট। ১৮৭৬ সালে তিনি 'HISTORIANS OF SIND' এর ভলিউমে 'CHACH-NAMA' নাম দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। ইংল্যান্ড থেকে এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এটি থেকেই এই বাংলা অনুবাদ রচিত হয়েছে।

স্যার ইলিয়ট দু:খ প্রকাশ করে বলেছেন যে, গ্রন্থটির মূল আরবী পাণ্ডুলিপি বর্তমান নেই। এটি আর কখনোই পাবার আশা নেই। তবে আরব ঐতিহাসিক আবুল ফিদা, আবুল ফারাজ, ইবনে কুতায়বা এবং আলমাকিন এর লেখায় হুবহু মূল আরবী পাণ্ডুলিপি থেকে খুব সামান্য হলেও উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য ফার্সী মূল অনুবাদটি ইস্ট ইন্ডিয়া লাইব্রেরীতে এক কপি এবং বিবলিওথিক ইম্পেরিয়েলে দুই কপি রয়েছে। এছাড়াও ভারতে 'চাচনামা' নামে গ্রন্থটি পাওয়া যায় বলে ১৮৭৬ সালে স্যার ইলিয়ট উল্লেখ করে গেছেন।

গ্রন্থটিতে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা বিবরণের আলাদা আলাদা উপ-শিরোনাম বা সাব-হেডিং রয়েছে। এরপরই লিপিবদ্ধ রয়েছে বিস্তারিত বিবরণ। তবে মাঝখানে মাঝখানে বেশকিছু সাব-হেডিং রয়েছে যার নিচে ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়নি। ফার্সী অনুবাদক মুহাম্মদ আলী তার অনুদিত গ্রন্থে মূল পাণ্ডুলিপি থেকে শুধু সাব-হেডিং গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ নেননি। তিনি সেই বিবরণগুলোকে আকর্ষণীয় ও প্রয়োজনীয় মনে করেননি। তিনি বিশ্বাস করেছেন যে, ঐসব ঘটনার শুধু সাব-হেডিং উল্লেখ করলেই পাঠকরা বিবরণ সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবেন। এ কারণে ইংরেজী অনুদিত গ্রন্থেও শুধু সাব-হেডিং এসেছে, বিবরণ নেই। একইভাবে এই বাংলা অনুদিত গ্রন্থেও শুধু সাব-হেডিং উল্লেখ করা হয়েছে, বিবরণ দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে সাব-হেডিং পড়লে বিবরণ কি হতে পারে তা বুঝা যায়।

আমাদের দেশে ইতিহাসের, বিশেষকরে ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষার্থীদের জন্য মুহাম্মদ কাসিমের সিন্ধু অভিযান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। টেক্সটবুক গুলোতে উল্লেখিত সামান্য বিবরণ পাঠ করেই তাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমাদের দেশে এর বাইরে মুহাম্মদ কাসিমের অভিযান নিয়ে খুব বেশী ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। মুহাম্মদ কাসিমের সমকালীন গ্রন্থের অনুবাদও নেই। তাই সমকালীন গ্রন্থটির এই বাংলা অনুবাদ শিক্ষার্থীদেরতো বটেই, ইতিহাস গ্রন্থ পড়তে ভালোবাসেন এমন সবশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের কৌতুহলও মিটাবে বলে আশাকরি।

এটি ইতিহাসের কোন কাঠখোট্টা বিবরণ নয়। ঐতিহাসিক ঘটনার সরস বিবরণ। শুধু মারা-কাটার উল্লেখ নয়, এতে রয়েছে সেকালের হিন্দুস্তানের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রকৃত অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শীর চমৎকার বিবরণ।

www.pathagar.com

সাধারণত: ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলো রচিত হত রাজা-বাদশাহ বা মন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাই সে সবে রাজা-বাদশাহদের কর্মকাণ্ডেরই বিবরণের বাহুল্য দেখা যায়। কিন্তু 'ফতেহনামা' কোন রাজা-বাদশাহ বা খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় বা তাদেরকে খুশী করার ইরাদায় রচিত হয়নি। সে সময়ের একজন সরকারী কর্মকর্তা তাঁর দেখা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে শোনা ঘটনাগুলোর বিবরণ ডায়রি লেখার মত করে নিজের তাগিদে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি সাধারণ মানুষের সাথে মিশেছেন, তাদের সাথে কথা বলেছেন, ঘটনাস্থলগুলো যদ্দূর সম্ভব প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তার বিবরণ পড়লে সেকালের মানুষ ও সমাজের প্রকৃত অবস্থা মানসপটে সজীব হয়ে ওঠে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ ও শাব্দিক অনুবাদ বলে পার্থক্য করা হয়। আমি এই অনুবাদের ক্ষেত্রে উভয়ই অনুসরণ করেছি। কারণ, যাতে মূল পাণ্ডুলিপি রচয়িতার ভাব এবং লিখন রীতি হুবহু প্রতিফলিত হয় সে ব্যাপারে আমি খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেছি। পুরোপুরি ভাবানুবাদ করতে গেলে অনেক সময় অনুবাদকের ভাব ও রীতিই প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। আবার পুরোপুরি শাব্দিক অনুবাদ কাঠখোট্টা রচনায় পর্যবসিত হয়। তাই মূল রচয়িতার মূল ভাব ও রীতি অবিকৃত রেখেই আমি শব্দ ও বাক্য গঠন করেছি। তাই অনেকক্ষেত্রে অনুদিত বাক্যগুলো সাবলিল বাংলা বাক্য বলে হয়ত পাঠক-পাঠিকাদের মনে হবে না। তবে সেকালের একজন অপেশাদার লেখকের লেখার রীতি, ভাব প্রকাশের রীতি, মনোভাব, আচার-আচরণ কেমন– তা এই লেখাটি পড়ে যাতে পাঠক-পাঠিকারা উপলব্ধি করতে পারেন সে জন্যই মূল রচয়িতার বাঁকা-ট্যারা, কাঁচা ও অগোছালো বক্তব্যগুলোকে আমি নিজের থেকে কোন ধরনের সম্পাদনা করিনি। মূল রচয়িতার মূল লেখনীর স্বাদ পাঠক-পাঠিকাদেরকে দেবার ব্যাপারে আমি যদ্দূর সম্ভব সতর্ক ছিলাম।

মুহাম্মদ কাসিমকে আমাদের দেশের ইতিহাস পাঠক-পাঠিকারা মুহাম্মদ বিন কাসিম নামে চেনেন। তবে এই পাণ্ডুলিপিতে তাকে মুহাম্মদ কাসিম হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাম্মদ কাসিম এক বিরল প্রতিভা। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি যে দু:সাহস, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, সামরিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক উদারতা ও দক্ষতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা অবাক করে দেয়। মুহাম্মদ কাসিম একজন সহানুভূতিসম্পন্ন ও সহনশীল মানুষ ছিলেন। তরবারী হাতে তিনি হিন্দ ও সিন্দে প্রবেশ করেছিলেন বটে, তবে দেশটি ও তার জনগণের মন জয় করেছিলেন উদারতা ও সহানুভূতি দিয়ে। দেশটি জয় করার ক্ষেত্রে তিনি বারবার তরবারী ব্যবহার না করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি দেশটির সার্বভৌমত্ব হরণ করেছিলেন, তবে জনগণের ধর্ম,কর্মসহ কোন স্বাধীনতাই হরণ করেননি। পরাজিত বিধর্মীদের উপর নিজের ধর্ম জোর করে চাপিয়ে দেয়ার কোন চেষ্টাই তিনি করেননি। বরং পরাজিত সেনাপতিদের অনেককেই নিজের বাহিনীতে

www.pathagar.com

সেনাপতি হিসাবে এবং প্রশাসনে মন্ত্রী ও কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দিয়েছেন। পরাজিত রাজপুত্রদের অনেককেও রাজ্যের প্রধান হিসাবে পুন:বহাল করেছেন। এমনকি ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদেরকে ভাতার ব্যবস্থা করেছেন। সব মিলিয়ে বিধর্মী জনগণের দেশে ইসলামী ব্যবস্থা চালুর এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন মুহাম্মদ কাসিম।

ইতিহাস গ্রন্থ লিখছি জেনে অনেকে উৎসাহ দিয়েছেন। বিশেকরে দেখা হলেই এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতেন ভাগ্নী. ডাক্তার শিরিন সুলতানা মুন এবং ভাগ্নীজামাতা আসিফ আহমেদ। তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই গ্রন্থটি কম্পিউটারে কম্পোজ আমি নিজেই করেছি, প্রুফও আমিই দেখেছি। তথাপি কোন ভুল-ভ্রান্তি থেকে গেলে তা একান্তই আমার ব্যর্থতা। তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে সনামধন্য প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান স্টুডেন্ট ওয়েজএর কর্ণধার লিয়াকত ভাই আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

বইটির কাজ করতে পেরেছি– এটা কেবলই আল্লাহ'র অশেষ মেহেরবানি।

– মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

www.pathagar.com

মুহাম্মদ কাসিমের হিন্দ ও সিন্দ অভিযান

সিলাইজের পুত্র চাচ এবং চাচের পুত্র রাই দাহিরের ইতিহাস ও মুহাম্মদ কাসিম সাকিফী'র হাতে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত বইয়ের শুরু কালানুক্রমিক বিবরণ লেখক ও ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, হিন্দ ও সিন্দ এর রাজধানী আলোর ছিল এক বিশাল নগরী, যা সব ধরনের প্রাসাদ ও বাগানবাড়ী, বাগান ও কুঞ্জবন, জলাধার ও নদী, ঘাস ও ফুল দ্বারা সুশোভিত ছিল। এই নগরীটি সিহুন নদীর তীরে অবস্থিত, নদীকে এখানকার লোকেরা বলে মিহ্‌রান [১]।

এই আনন্দপূর্ণ নগরীতে একজন রাজা ছিলেন, যার নাম সিহারাস, ইনি সাহাসী রাই শাহী'র পুত্র[২]। তিনি ছিলেন বিশাল ধন-সম্পদের অধিকারী। তার ন্যায়পরায়ণতার কথা সর্বব্যাপ্ত এবং উদারতার জন্য তিনি বিশ্বে প্রসিদ্ধ। তাঁর রাজ্যের সীমানা পূর্ব দিকে কাশ্মীর, পশ্চিম দিকে মাকরান, দক্ষিণ দিকে মহাসাগরের উপকূল ও দেবল এবং উত্তরে মাকরান ও কাইকানান পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার রাজ্যে তিনি চার জন মালিক বা শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। প্রথম শাসনকর্তা নিয়োগ দেয়া হয় ব্রাহ্মণাবাদে এবং নিরূন, দেবল, লোহানা, লক্ষা ও সমুদ্রোপকূলের সাম্মা পর্যন্ত দুর্গগুলো এই শাসনকর্তার অধীনে ন্যস্ত ছিল। দ্বিতীয়টি সিস্তান এবং এর শাসনকর্তার অধীনে ছিল বুদ্ধপুর (বুদ্ধিয়া বা বুদ্ধায়া), জানকান ও মাকরানের সীমান্তবর্তী রুকান পর্বতমালার প্রান্ত পর্যন্ত। তৃতীয় শাসনকর্তা ছিলেন আস্কালান্দা ও পাবিয়া দুর্গে। স্থান দু'টি তালওয়ারা এবং চাচপুর নামে পরিচিত। বুদ্ধপুরার সীমান্ত পর্যন্ত যত আশ্রিত এলাকা, সব এই শাসনকর্তার অধীনে ন্যস্ত ছিল।

বিশাল নগরী মুলতান, সিক্কা, ব্রহ্মপুর, কারুর, আশাহার ও কুম্ভসহ কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চল ছিল চতুর্থ শাসনকর্তার অধীন। রাজা নিজে রাজধানী আলোরে বাস করতেন এবং কারদান (বা কারওয়ান), কাইকানান ও বানারস নিজের শাসনাধীনে রেখেছিলেন। তিনি প্রত্যেক রাজপুরুষকে তাদের যুদ্ধসাজ, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বসমূহ সজ্জিত রেখে যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। তাদের প্রতি আরো নির্দেশ ছিল, তারা যেন দেশের নিরাপত্তা, প্রজাদের সন্তুষ্টি বিধান এবং যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দালানকোঠার ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারে মনোযোগী থাকেন, যাতে করে তারা তাদের জেলা ও আশ্রিত এলাকাগুলো নিরাপদ রাখতে পারেন।

তার সুনির্দিষ্ট এ সীমানার বিরুদ্ধে কোন ধরনের কুমতলব চরিতার্থ করার মত কোন বিদ্রোহী তার রাজ্যের মধ্যে ছিলনা। হঠাৎ আল্লাহর হুকুমে নিমরোজের বাদশাহ'র সৈন্যবাহিনী ফার্‌স থেকে মাকরানের দিকে রওনা দেয়। এ খবর শুনে তাকে

www.pathagar.com

মোকাবেলা করার জন্য সিহারাস তার সৈন্য বাহিনীর প্রধান অংশকে সাথে নিয়ে ঔদ্ধত্ব ও তাচ্ছিল্যের সাথে আলোর দুর্গ থেকে অগ্রসর হন। তাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং উভয় পক্ষের অনেক সাহসী লোক ও পরীক্ষিত যোদ্ধা নিহত হবার পর পারস্যের সৈন্য বাহিনী সর্বশক্তিমানের উপর তাদের সমস্ত আস্থা ন্যস্ত করে আঘাত হেনে রাই সিহারাসের সৈন্যবাহিনীকে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। সিহারাস নিজে দৃঢ়প্রত্যয়ের সাথে তার নাম ও মান-সম্মান বাঁচানোর খাতিরে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান। অত:পর ফার্স এর বাদশাহ নিমরোজে ফিরে যান এবং সিহারাসের পুত্র রাই সাহাসি পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজ্যে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পিতার নিয়োগকৃত চার রাজপুরুষ (চার প্রদেশের প্রধান) তার অধীনতা স্বীকার করে সম্মতি জানান, আনুগত্যের সব ধরনের প্রমাণ দেখান, তাদের সম্পদ তার এখতিয়ারে সমর্পণ করেন এবং তাকে সততা ও উদ্যমের সাথে মদদ দেন। এভাবে পুরো দেশ নিরাপদে রাই সাহাসির ক্ষমতাধীনে চলে আসে। তার ন্যায়পরায়ণ ও বৈষম্যহীন শাসনে প্রজারা সুখেই বসবাস করছিল। রাম[৩] ইবনে আবি নামে তার রাজকীয় গৃহস্থালীর একজন তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। রাম ছিলেন একজন বিজ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। রাই সাহাসির রাজ্যের সকল অংশের উপর এ ব্যক্তির পূর্ণ ও সার্বিক কর্তৃত্ব ছিল। তার মাধ্যম ছাড়া কেউই রাজার চাকুরীতে প্রবেশ করতে বা ত্যাগ করতে পারতো না। মুখ্য সচিব (মহাকারণিক) এর দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা হয়েছিল এবং তার লেখনীর পটুত্বের উপর রাই সাহাসির আস্থা ছিল, তিনি তার ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে কখনো সন্দেহ করেননি।

অত:পর–

- **সিলাইজের পুত্র চাচ[৪] তত্ত্বাবধায়ক রামের কাছে যান।**
- **তত্ত্বাবধায়কের দপ্তর চাচের হাতে অর্পিত হল।**
- **রানী[৫] চাচের প্রেমে পড়েন এবং চাচ তাতে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানান।**
- **সাহাসি রাই মৃত্যুবরণ করেন এবং জাহান্নামে চলে যান[৬]।**
- **চাচ তার মালিক সাহাসি রাইয়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।**
- **চাচ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন মহরত (জয়পুর[৭] প্রধান) এবং কৌশলে তাকে হত্যা করেন।**
- **চাচ রানী সুভান দেও[৮] কে বিয়ে করেন।**
- **চাচ তার ভাই চন্দরকে এনে আলোরে অধিষ্ঠিত করেন।**
- **চন্দরকে নিজের প্রতিনিধি (ডেপুটি) হিসাবে ঘোষণা করে চাচ আদেশ জারি করেন।**

(চাচনামা'র ইংরেজী অনূদিত সংস্করণে উপরোক্ত বিষয়গুলোর শুধু এধরনের শিরোনাম দেয়া হয়েছে, বিস্তারিত বলা হয়নি।)

www.pathagar.com

চাচ তার মন্ত্রী বুদ্ধিমানের কাছে সরকার সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব চান

মন্ত্রী বুদ্ধিমান ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার জানিয়ে বললেন, "রাই চাচ সদা সজীব থাকুন। আপনার জ্ঞাতার্থে পেশ করছি যে, এ সরকার সব সময় একজন একচ্ছত্র রাজার অধীনে ছিল এবং তার প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা সব সময় তার অনুগত ছিলেন। দিওয়াইজের পুত্র সিহারাসের শাসনাধীনে থাকাকালে এবং ফারস এর সৈন্যদল তার রাজ্য জয় করে নেয়ার পরবর্তীতে সাহাসি যখন সাম্রাজ্য লাভ করেন তখনও এই ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। একইভাবে তিনিও চার প্রদেশে চারজন শাসক নিয়োগ করেছিলেন, এই আশায় যে, তারা রাজস্ব আদায় এবং দেশ রক্ষায় উদ্যোগী হবেন।"

চাচ আলোরের সীমানা পরিদর্শন ও চিহ্নিতকরণের জন্য অগ্রসর হন

মন্ত্রী বুদ্ধিমানের এসব কথা চাচকে প্রভাবিত করে। তিনি খুবই খুশী হন। তিনি মন্ত্রীর উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। মন্ত্রীর পরামর্শকে তিনি মঙ্গলজনক বলে ধরে নেন। তিনি রাজ্যের সমস্ত অংশের কর্তৃপক্ষগুলোর কাছে ফরমান প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন বিভাগের শাসকদের প্রতি তাকে সহায়তার আহবান জানান। এরপর একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে ঘোষণা দেন যে, তিনি হিন্দুস্তানের সীমানার দিকে যাচ্ছেন– যে সীমানার পাশেই রয়েছে তুর্ক রাজ্য।

জ্যোতিষীরা শুভলক্ষণযুক্ত একটি দিন-ক্ষণ ঠিক করে দেয় এবং তিনি সেই দিনেই বেরিয়ে পড়েন। বহু পথ অতিক্রম করার পর তিনি বিয়াস নদীর দক্ষিণ পাড়ে পাবিয়া দুর্গে পৌছেন। সে স্থানের প্রধান ব্যক্তি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন কিন্তু প্রচণ্ড যুদ্ধ ও রক্তপাতের পর পাবিয়ার সেই রাজা পালিয়ে দুর্গে ঢুকে পড়েন। রাই চাচ বিজয় লাভ করেন এবং তিনি সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই শিবির স্থাপন করে কিছু দিন অবস্থান করেন। দুর্গের মধ্যে যখন রসদের মজুদে টান পড়লো এবং ঘাস, কাঠ ও জ্বালানী– সবই ফুরিয়ে গেল, শত্রুরা তখন বিপর্যস্তকর অবস্থায় দুর্গ ত্যাগ করলো। অন্ধকারের চাদরে পৃথিবী যখন ঢাকা পড়েছিল এবং তারকার রাজা [১] নিজেই সেই অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল– এমনই এক সময়ে দুর্গ থেকে তারা পালিয়ে যায়। পাবিয়ার রাজা পালিয়ে আস্কালান্দা দুর্গের দিকে চলে যান এবং সেই নগরীর কাছেই শিবির স্থাপন করেন। পাবিয়া দুর্গের চেয়ে এই দুর্গটি অধিক শক্তিশালী ছিল। তিনি এই নগরীর কাছাকাছি ময়দানে পৌছার পর গুপ্তচরদেরকে খবর আনার জন্য পাঠিয়ে দেন। তারা ফিরে এসে জানায় যে, চাচ পাবিয়া দুর্গে প্রবেশ করেছেন এবং সেখানে অবস্থান করছেন।

চাচ আস্কালান্দা দুর্গের দিকে রওনা দেন

শত্রু আস্কালান্দায় গেছে শুনে চাচ পাবিয়া দুর্গের দায়িত্ব একজন কর্মকর্তার হাতে দিয়ে ঐ নগরীর দিকে রওনা দেন। সেখানে পৌছে তিনি কাছেই তাঁবু ফেলেন। আস্কালান্দা

www.pathagar.com

দুর্গে চাচের সমর্থক এক মহান ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন, দুর্গের লোকদের উপর তার প্রভাব ছিল। দুর্গের প্রধান ব্যক্তিরা সব সময় তার পরামর্শ নিতেন এবং কখনো তার মতামতের বিপরীত কোন কাজ করতেন না। চাচ তার কাছে একজন লোক পাঠিয়ে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাকে সেই দুর্গের প্রশাসক বানানো হবে। তিনি পাবিয়া দুর্গের পলাতক মালিক (প্রধান) চাতেরাকে হত্যা অথবা বন্দী করবেন- এই শর্তে তাকে আস্কালান্দা দুর্গের প্রশাসক নিযুক্তির একটি ফরমান তৈরির নির্দেশ দেন চাচ। সেই ব্যক্তিকে চাচ আরো জানান যে, পাবিয়া দুর্গও তার হাতে তুলে দেয়া হবে।

সেই ব্যক্তি এইসব শর্ত মেনে নেন। তিনি তার পুত্রকে চাচের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে চাতেরার কাছে কখনো কখনো যাতায়াত শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি চাতেরার এতটা আস্থা অর্জনে সক্ষম হন যে, দিনে বা রাতে যখনই চাতেরার দরবারে যেতেন তাকে বাধা দেয়া হত না। একদিন সুযোগ পেয়ে তিনি চাতেরাকে হত্যা করে তার মাথাটি কেটে চাচের কাছে পাঠিয়ে দেন। রাই চাচ সেই ব্যক্তিকে বিরাট আনুকূল্য ও সম্মান দেখান, আনন্দের বহি:প্রকাশ সরূপ তাকে একটি পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং তাকে সেই দুর্গের স্বাধীন প্রধান (মালিক) হিসাবে নিযুক্ত করেন। নগরীর মহান ও অভিজাত ব্যক্তিগণ তাকে সম্মান জানানোর জন্য যান এবং উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে সম্মান ও মর্যাদা দেন এবং তাদেরকে আনুগত্যের ব্যাপারে বিশ্বস্ত রাখতে সক্ষম হন। তাকে চাচ কিছু বিধি-নিষেধ ও সতর্কীকরণ জানিয়ে রাখেন, যাতে তিনি আনুগত্যের ব্যাপারে সব সময় বিশ্বস্ত থাকেন এবং কখনোই তার আদেশ অমান্য না করেন।

সিক্কা ও মুলতানের দিকে চাচের গমন

আস্কালান্দা অভিযান শেষ করে চাচ সিক্কা ও মুলতানের দিকে অগ্রসর হন। মুলতানের মালিক (প্রধান) এর নাম ছিল বজ্র। সাহাসীর সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। চাচের আগমনের খবর পেয়েই তিনি রাভি নদীর তীরে এসে উপস্থিত হন। তার অধীনে ছিল বিশাল এলাকা এবং তার সক্ষমতাও ছিল বিরাট। তার ভ্রাতুষ্পুত্র সুহেওয়াল সিক্কা দুর্গের শাসক ছিলেন। দুর্গটির অবস্থান পূর্ব দিকে মুলতানের বিপরীতে। আজিন নামে বজ্রের এক চাচাতো ভাইকে সাথে নিয়ে উক্ত সুহেওয়াল এক বিশাল বাহিনীসহ চাচকে মোকাবেলা করার জন্য আসেন। চাচ বিয়াস নদীর অগভীর একটি স্থানের[১০] কাছে তাঁবু ফেলে তিন মাস অবস্থান করেন।

নদীতে পানি আরো কমে যাবার পর তারা তাঁবু সরিয়ে কিছুটা উজানের দিকে একটা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হন, সেখানে নদীতে পানি আরো কম থাকায় পার হওয়া আরো সুবিধাজনক ছিল। চাচ সে পথেই সসৈন্যে নদী পার হয়ে যান। তিনি সিক্কায় পৌছান এবং এখানে সুহেওয়ালের সাথে একটি ছোটখাটো যুদ্ধ বাঁধে।

www.pathagar.com

চাচ কিছু দিনের জন্য দুর্গটি ঘেরাও করে রাখলে শত্রু সাংঘাতিক চাপের মুখে পড়ে। চাচের পক্ষের কিছু লোক নিহত হয় এবং কাফেরদের পক্ষের[১১] অনেক লোককেও জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সুহেওয়াল তখন পালিয়ে মুলতান দুর্গে চলে যান। সেখানে ঢুকে তিনি যুদ্ধের সব ধরনের সরঞ্জামসহ প্রস্তুতি নিয়ে রাভি নদীর তীরে অবস্থান নেন[১২]। ওদিকে চাচ তখন সিক্কা দুর্গের দখল নেন এবং পাঁচ হাজার শত্রু সৈন্য হত্যা করেন, দুর্গের বাসিন্দাদেরকে দাস ও যুদ্ধবন্দীতে পরিণত করেন।

সিক্কা দুর্গের দায়িত্ব আমীর আলী-উদ-দৌলার হাতে অর্পণ করে চাচ মুলতানের পথ ধরেন। সেখানে উভয় সৈন্যদল মুখোমুখি দাঁড়ায়। মালিক বজ্র প্রচণ্ড এক সৈন্যদল, লড়াকু হাতিরপাল এবং রণপোত নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে চাচকে রুখে দাঁড়ান। প্রচন্ড যুদ্ধ চলে এবং উভয় পক্ষে বহুলোক নিহত হয়। এক পর্যায়ে বজ্র দুর্গের ভিতর গিয়ে আশ্রয় নেন এবং কাশ্মীরের শাসকের কাছে পত্র লিখে জানান যে, সিলাইজ নামের এক ব্রাহ্মণের পুত্র চাচ রাজধানী আলোরের প্রধানে পরিণত হয়েছেন। তিনি এক বিশাল বাহিনীসহ এসেছেন এবং বড়-ছোট সব শক্ত ঘাঁটি জয় করে নিয়ে সেগুলোকে সুরক্ষিত করে তুলেছেন। বজ্র আরো লিখেন তিনি চাচের সাথে পেরে উঠেননি এবং তার সাথে যুদ্ধে এ পর্যন্ত কোন প্রধানই জয়ী হতে পারেননি। চাচ এখন মুলতানে পৌছেছেন- এখবর জানিয়ে পত্রে বজ্র আরো আশা করেন যে, কাশ্মীর প্রধান তাকে সাহায্য করবেন এবং সৈন্যবাহিনী পাঠাবেন যাতে তার সুবিধা হয়।

কাশ্মীর থেকে ব্যর্থ হয়ে বার্তা বাহকের প্রত্যাবর্তন

বজ্রের বার্তাবাহক কাশ্মীর পৌছার আগেই সেখানকার রাই মারা যান এবং তার বালকপুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকার হন। মন্ত্রী, উপদেষ্টা, কর্মচারী ও নিরাপত্তাকর্মীরাসহ সেই রাজ্যের বিশিষ্ট ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা পরস্পরের সাথে আলাপ-আলোচনা করে যথোপযুক্ত পন্থায় পত্রের জবাব দেন। তারা বলেন, কাশ্মীরের রাই পরলোক গমন করেছেন এবং তার উত্তরাধিকারী পুত্র এখনো কোমলমতি বালক মাত্র। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে বিদ্রোহ ও গোলযোগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আমাদের এই অঞ্চলের শাসনকার্য ঠিকঠাক মত চলা চাই।

তাই এই সময়ে কোন ধরনের সহায়তা দেয়ার ক্ষমতা তাদের নেই বলে তারা বজ্রকে জানিয়ে দিয়ে পরামর্শ দেন যে, বজ্রকে অবশ্যই তার নিজের সক্ষমতার উপরই নির্ভর করতে হবে।

বার্তাবাহক ফিরে এসে এ খবর জানানোর পর বজ্র কাশ্মীর রাজের কাছ থেকে কোন সহায়তা পাবার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে চাচের কাছে শান্তি স্থাপনের জন্য অনুরোধ সহকারে পত্র পাঠান। চাচকে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন ও আশ্বস্ত করেন। বজ্র জানান, তার নিরাপত্তার ব্যাপারে এবং তার অনুসারী ও পোষ্যদেরকে নিয়ে তিনি একটি নিরাপদ

www.pathagar.com

স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত কেউ তাদের উৎপীড়ন করবেনা মর্মে লিখিত নিশ্চয়তা দেয়া হলে তিনি দুর্গ ত্যাগ করবেন।
চাচ শর্তগুলো মেনে নেন এবং বজ্রকে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। বজ্র তার লোকজন নিয়ে পার্বত্যাঞ্চলের দিকে চলে যান। তখন চাচ দুর্গে প্রবেশ করেন এবং প্রদেশটি তার কর্তৃত্বাধীনে আসে।

চাচ মুলতানে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করে সামনে অগ্রসর হন

মুলতান দুর্গ হস্তগত করার পর চাচ সেখানে একজন ঠাকুরকে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। এরপর চাচ মন্দিরে গিয়ে মূর্তির সামনে আ-ভূমি নত হয়ে প্রণাম করেন এবং বলি দেন। এরপর তিনি সামনে এগিয়ে যাবার প্রস্তুতি নেন। ব্রহ্মপুর, কারুর এবং আশাহার এর শাসকরা তার প্রতি বশ্যতা স্বীকারের কথা জানিয়ে দেন। এইসব স্থান থেকে চাচ কুম্ভ ও কাশ্মীরের সীমান্তের দিকে রওনা দেন। এইসব স্থানের কোন রাজাই তাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেননি।

সর্বশক্তিমান যখন কাউকে মহান করেন তখন তার সমস্ত কাজকর্ম সহজ করে দেন এবং তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন

চাচ যেখানেই গেছেন সব স্থানই তার কব্জায় এসেছে। সবশেষে তিনি কাশ্মীর সীমান্তবর্তী শাকালহা দুর্গে পৌঁছেন। এই উঁচু স্থানটি কুম্ভ নামে পরিচিত। এখানে তিনি এক মাস অবস্থান করেন। এর আশেপাশের এলাকাগুলোর প্রধানদেরকে তিনি শায়েস্তা করেন এবং নিজের অধীনে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। অত:পর তিনি দেশটির ঐ অংশের প্রধান ও শাসকদের সাথে সুদৃঢ় চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তার কর্তৃত্ব নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কাশ্মীর ও তার রাজ্যের সীমানায় পোঁতার জন্য তিনি দুই ধরনের গাছ পাঠান। একটি হচ্ছে 'মাইসির' [১৩] যার পাতার প্রান্তভাগ সাদা এবং অপরটি হচ্ছে 'দেবদারু'– যার পাতাগুলো সুই এর মত কাঁটাযুক্ত। কাশ্মীর পর্বতমালার কাছে, যেখানে অনেকগুলো ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় সেই 'পঞ্চপ্রবাহ'[১৪] নামের স্থানটিতে গাছগুলো পাশাপাশি লাগানোর ব্যবস্থা করেন তিনি। একেকটি গাছের ডাল-পাতা পাশের অপর গাছটির ডাল-পাতার মধ্যে সম্প্রসারিত হয়ে বেড়ে ওঠা (অর্থ্যাৎ ঝোপ সৃষ্টি হওয়া) পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। এরপর তিনি সেগুলোকে চিহ্নিত করে সেটাকেই তার এবং কাশ্মীর রাইয়ের মধ্যকার সীমানাচিহ্ন হিসাবে ঘোষণা করে বলেন যে, তিনি কখনোই এই সীমানা অতিক্রম করবেন না।

কাশ্মীরের সাথে সীমানা চিহ্নিত করার পর চাচের প্রত্যাবর্তন

এই বিজয় গাঁথার বর্ণনাকারী এই পর্যায়ে বলেছেন যে, কাশ্মীরের সাথে সীমানা চিহ্নিত হয়ে যাবার পর চাচ রাজধানী আলোরে ফিরে আসেন। এই সফরের ক্লান্তি দূর করার

www.pathagar.com

জন্য বিশ্রাম নিতে তিনি এক বৎসর রাজধানীতে কাটান। বৎসরান্তে প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর চাচ বলেন, "হে মন্ত্রীগণ! পূর্ব দিকের ব্যাপারে আমার আর কোন ভয় নেই, এখন আমাকে অবশ্যই পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে।" জবাবে মন্ত্রী বলেন, "দেশের সমস্ত বিষয়ে রাজা অবগত থাকবেন এটা সত্যিই প্রশংসারযোগ্য। উপরের দিকের (উজানের দিকে) প্রদেশগুলোতে আপনি পদার্পণ না করার ফলে সেখানকার বিভিন্ন অংশের অভিজাত সম্প্রদায় ও প্রশাসকদের মাঝে ধারণা জন্মাতে পারে যে, সাহাসি রাইয়ের মৃত্যুর পর তাদের কাছ থেকে রাজস্ব চাইবার মত বুঝি কেউ আর নেই- এ ধরনের একটা আশংকা আমি করছি। সে সব এলাকায় অব্যবস্থাপনা ও বিশৃঙ্খলার ঘটনা সত্যিই ঘটছে।" এ কথার পর চাচ এক শুভ লক্ষ্মণযুক্ত সময়ে বুদ্ধপুর ও সিস্তান দুর্গের দিকে রওনা দেন।

সিস্তানের প্রধানের নাম ছিল মাত্তা। সাম্মা এবং আলোরের মধ্যকার সীমানা হিসাবে চিহ্নিত দিহায়াত গ্রামের মধ্য দিয়ে চাচ মিহরান পাড়ি দেন। এখান থেকে তিনি বুদ্ধিয়া (বুদ্ধপুরের আরেক নাম) এর দিকে অগ্রসর হন। সেখানকার প্রধান ছিলেন ভান্ডারগু ভৃগু ইবনে কোটাল বিন। তার রাজধানী ছিল নানারাজ[১৫] এবং বাসিন্দারা বলতো সোইস (sawis)। চাচ আক্রমণ চালিয়ে দুর্গটি দখল করে নেন। কাকা ইবনে কাকা নামে এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে এসে সেস্থানের রাজপুরুষ ও তার অনুসারীদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তারা চাচকে আনুগত্যের নিদর্শন সরূপ কিছু রাজস্ব পেশ করেন এবং বশ্যতা স্বীকার করেন।

সৈন্যবাহিনীর সিস্তানের দিকে রওনা

চাচ বুদ্ধিয়া থেকে সিস্তানের দিকে যান। নিকটবর্তী হতেই সেখানকার প্রধান মাত্তা উদ্বেগাকুল হয়ে এক বিশাল অনুচরবর্গ সহকারে মোকাবেলা করার জন্য অগ্রসর হন। লড়াই হল, চাচ বিজয়ী হলেন। মাত্তা তার সৈন্য বাহিনীসহ পালিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নেন। চাচ দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। এক সপ্তাহ পর অবরুদ্ধ বাহিনী শান্তি প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়। শর্তাবলীর ব্যাপারে সম্মতি পাবার তারা দুর্গের বাইরে এসে চাবিগুলো চাচের কর্মকর্তাদের কাছে সমর্পণ করে। চাচের পক্ষ হতে তাদেরকে সুরক্ষা দেয়া হয় এবং প্রভূত দয়া প্রদর্শন করা হয়। চাচ সেই স্থানের প্রধানের দায়িত্ব মাত্তার হাতেই ফিরিয়ে দেন এবং তার নিজের একজন বিশ্বস্ত কর্মকর্তাকে সেখানে নিয়োগ দেন। চাচ সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং এ সময়ের মধ্যে সেই ভূখন্ড ও নগরীর কাজকর্মে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

চাচ ব্রাহ্মণাবাদের প্রধান আখাম লোহানার কাছে বার্তা বাহক প্রেরণ করেন

সিস্তান অভিযান শেষে চাচ ব্রাহ্মণাবাদের প্রশাসক আখাম লোহানার কাছে পত্র প্রেরণ করেন। আখাম লোহানা লাক্ষা, সাম্মা এবং সিহতারও প্রধান ছিলেন। চাচ তাকে

www.pathagar.com

বশ্যতা স্বীকার করার আহবান জানান। চাচ যখন মাকরান থেকে কয়েকদিনের দূরত্বে অবস্থান করছিলেন, সে সময় সড়কগুলোর উপর মোতায়েনকৃত তার পদাতিক চররা এক ব্যক্তিকে আটক করে– যার কাছে আখামের একটি পত্র পাওয়া যায়। এটা লেখা হয়েছিল সিস্তানের প্রশাসক মাত্তার কাছে। পত্রটি নিম্নরূপ : "আমি সব সময় আপনার সাথে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছি এবং কখনো আপনার প্রতি কোন বিরোধিতা দেখাইনি বা বিবাদও করিনি। আপনি বন্ধুত্বসুলভ যে পত্রটি পাঠিয়েছেন তা পেয়েছি এবং আমি এতে খুবই উল্লসিত হয়েছি। আমাদের বন্ধুত্ব সদা সুদৃঢ় থাকবে এবং কোন ধরনের শত্রুতা সৃষ্টি হবে না। আপনার সকল আদেশ আমি মেনে চলবো। আপনি একজন রাজা এবং রাজপুত্রও বটে। আপনার এবং আমার মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। আজ আপনি যে পরিস্থিতিতে আছেন এ ধরনের অবস্থা অনেকের বেলায় ঘটেছে এবং তারা নিরাপত্তা চাইতে বাধ্য হয়েছে। ব্রাহ্মণাবাদের ভূখণ্ড– যা কিনা দেবল সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, এর যেখানে খুশী আপনি বসবাস করতে পারেন। আর আপনি যদি অন্য কোথাও চলে যেতে চান, তাহলে আপনাকে বাধা দেবার বা নাজেহাল করার কেউ নেই। আপনি যেখানেই যেতে চান, আমি তাতে আপনাকে সহায়তা করবো। আপনাকে সহায়তা দেবার মত শক্তি ও প্রভাব আমার আছে।"

মাত্তা হিন্দ রাজ্যে আশ্রয় নেয়াই তার জন্য সুবিধাজনক মনে করেছিলেন। সেখানকার মালিকের নাম রামাল। তিনি ভাত্তি নামেও পরিচিত ছিলেন।

আখাম লোহানাকে চাচের পত্র

আখাম লোহানাকে একটি পত্র পাঠিয়ে রাই চাচ তাতে বলেন, "আপনি আপনার ক্ষমতা, জৌলুশ ও বংশপরম্পরার কারণে নিজেকে সব সময় শাসক বলে মনে করে এসেছেন। যদিও এই রাজ্য, সার্বভৌমত্ব, সম্পদ, ধন, মর্যাদা ও ক্ষমতা আমার কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে আসেনি, তথাপি এইসব সম্মানজনক অনুগ্রহ ও উচ্চ অবস্থান ঈশ্বরই আমাকে প্রদান করেছেন। আমি আমার সৈন্য বাহিনীর দ্বারা এইসব অর্জন করিনি, বরং একক, অতুলনীয়, বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরই সিলাইজকে অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে এই রাজ্য ও গৌরবজনক অবস্থান দান করেছেন। সর্বাবস্থায় আমি তার সাহায্য পেয়ে থাকি এবং আমি আর কারো মদদের আশায় থাকিনা। তিনি আমাকে আমার সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করার সক্ষমতা দেন এবং আমার সমস্ত কাজে সহায়তা করেন। তিনি আমাকে সব যুদ্ধে ও সব শত্রুর উপরে বিজয়ী করেছেন। তিনি আমাকে উভয় পৃথিবীর[১৬] আশীর্বাদে ধন্য করেছেন। এরপরও যদি মনে করেন, সমস্ত ক্ষমতা আপনি আপনার সাহস, স্পর্ধা, কৃত্বিৎকর্মা ও মহিমার দ্বারা লাভ করেছেন তাহলে আপনি নিশ্চিতভাবে সবই হারাবেন এবং এ অবস্থায় আপনাকে বধ করা আমার জন্য বৈধ।"

www.pathagar.com

চাচের ব্রাহ্মণাবাদ আগমন এবং আখাম লোহানার সাথে যুদ্ধ

চাচ অত:পর আখাম লোহানার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। আখাম ব্রাহ্মণাবাদ থেকে বেরিয়ে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থান করছিলেন। গুপ্তচর মারফত চাচ আসার খবর পেয়ে তিনি রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। রাই চাচ যখন ব্রাহ্মণাবাদ নগরীতে এসে পৌঁছেন আখাম তাকে মোকাবেলা করার জন্য তখন তৈরি।

উভয়পক্ষে বহু যোদ্ধার প্রাণ সংহারের পর আখামের সৈন্যরা পালিয়ে যায় এবং আখাম দুর্গে ঢুকে পড়েন। চাচ দুর্গ অবরোধ করেন। এ অবরোধ চলে এক বছর।

ঐ দিনগুলোতে আখাম হিন্দুস্তান তথা কনৌজের তৎকালীন রাজা সত্যবান[১৭] বিন রাসাল এর কাছে সহায়তা চেয়ে পত্র লিখেন। পত্রের জবাব আসার আগেই আখাম মারা যান। তার পুত্র উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। আখামের এক কাফের (Infidel) সামানি বন্ধু ছিলেন, নাম বুদ্ধ রাকু[১৮] বা বুদ্ধের দ্বারা সুরক্ষিত। 'বুদ্ধ নান বিহার' নামে তার একটি মন্দির এবং একটি দেবমূর্তি ছিল। তিনি সেই মন্দিরের একজন পুরোহিত ছিলেন এবং তিনি ধর্মপরায়ণতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আশেপাশের সমস্ত লোক তার অনুগত ছিল। আখাম ছিলেন তার শিষ্য এবং তিনি এই সামানিকে তার পথপ্রদর্শক (গুরু) হিসাবে শ্রদ্ধা করতেন। আখাম যখন দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন এই সামানি তাকে সহায়তা করেন। সামানি যুদ্ধ করেননি, তবে তার আরাধনা কক্ষে বসে ধর্মপুস্তক থেকে (মন্ত্র) পাঠ করেছেন। আখামের মৃত্যুর পর তার সরকারী পদে তার পুত্র আসীন হলে উক্ত সামানি অপ্রসন্ন হন এবং মন:কষ্ট পান। এ নিয়োগ সঠিক বলে তিনি গণ্য করেননি। কারণ তার হাত থেকে এই রাজ্য, সম্পদ ও ভূসম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করে নেয়া অসঙ্গত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এ অবস্থায় কি করবেন তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। অত:পর তিনি স্থির করেন, চাচ তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হোন বা না হোন, এই রাজ্য অবশ্যই তার হাতেই যাক।

তখন নিদারুণ চাপের মুখে পড়ে সাবেক রাজার সেই পুত্র, তার সৈন্যবাহিনী সবাই যুদ্ধ ত্যাগ করেন এবং দুর্গটি চাচের হাতে তুলে দেয়া হয়। চাচ দুর্গে তার শক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

আখাম ও তার পুত্রের সাথে সেই সামানির সুদৃঢ় সম্পর্কের কথা চাচ অবগত হয়েছিলেন। তাকে আরো জানানো হয়েছিল যে, সেই সামানির যাদুবিদ্যা ও যাদুকরী শক্তির কারণেই এক বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছে। চাচ তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যদি কখনো দুর্গ দখল করতে সক্ষম হন তাহলে সামানিকে ধরবেন, তার চামড়া তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে ঢোল বানানোর নির্দেশ দেবেন এবং মাংশ কেটে টুকরো টুকরো করবেন। চাচের এই শপথের কথা সামানিকে জানানো হলে তিনি হেসে বলেছিলেন, "আমাকে হত্যা করার শক্তি চাচের নেই।"

www.pathagar.com

এর কিছুকাল পর অনেক লড়াই ও প্রাণহানি ঘটলে দুর্গের লোকেরা যুদ্ধ বন্ধ করে অভিজাত ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যস্থতায় সুরক্ষার আকুল আবেদন জানালে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে দুর্গটি সমর্পিত হয়। চাচ দুর্গে প্রবেশ করে তাদেরকে বলেন, তারা চাইলে চলে যেতে পারে, তাদেরকে কেউ বাধা দেবে না এবং চাইলে দুর্গে থাকতেও পারে।

চাচকে দয়ালু হিসাবে দেখতে পেয়ে আখামের পুত্র ও অধীনস্তরা দুর্গেই রয়ে যায়। চাচ কিছুকাল সেই নগরীতে অবস্থান করেন এবং সেখানকার লোকজনের আচার-আচরণ সম্পর্কে জেনে নেন।

চাচ কর্তৃক আখামের স্ত্রীকে গ্রহণ এবং নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের কন্যাকে আখামের পুত্র সারবান্দকে সম্প্রদান

সারবান্দের মায়ের কাছে লোক পাঠিয়ে চাচ তার পাণি প্রার্থনা করেন। মাকে সাথে করে পুত্র এসে উপস্থিত হয়। চাচ তার ভ্রাতুষ্পুত্রের কন্যা ধারসায়াকে আখামের পুত্রের হাতে সম্প্রদান করেন এবং তাকে বর্ণাঢ্য পোশাকে সজ্জিত করেন।

চাচ সেখানে এক বছর অবস্থান করেন এবং রাজস্ব আদায় করার জন্য তার পক্ষ হতে একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। আশেপাশের প্রধানদেরকেও চাচ বশীভূত করেন। সবশেষে তিনি যাদুকর সামানির খোঁজ করেন, যাতে তিনি তার দেখা পান। চাচকে জানানো হয় যে, ঐ সামানি এক মহান ধর্মভক্ত ব্যক্তি, পূজারী পরিবেষ্টিত থাকেন এবং তিনি হিন্দের অন্যতম প্রসিদ্ধ দার্শনিক (জ্ঞানী)। তিনি কান বিহারের[২০] তত্ত্বাবধায়ক, অন্যসব পূজারীর চেয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং উপাসনায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত। যাদু ও বশীকরণ বিদ্যায় তিনি এতটাই দক্ষ যে, পৃথিবীর সবকিছুকে তিনি তার প্রতি অনুগত ও বশীভূত করে রাখেন। তার যখন যা দরকার সবই তিনি তার তুক-তাকের মাধ্যমে হাসিল করতে পারেন। সারবান্দের পিতার সাথে বন্ধুত্বের কারণে তিনি কিছুকাল সারবান্দের প্রতিও বন্ধুভাবাপন্ন হয়েছিলেন। তার যাদুশক্তি ও সুরক্ষার মাধ্যমে ব্রাহ্মণাবাদের সৈন্যবাহিনী এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত যুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

সামানির সাথে চাচের সাক্ষাৎলাভ এবং তার সম্পর্কে অনুসন্ধান

সামানিকে হত্যার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ মন্দির ও কান বিহারের দিকে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এগিয়ে যাবার জন্য চাচ তার দেহরক্ষী ও সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেন। তিনি তার অস্ত্রধারীদেরকে নির্দেশনা দেন যে, তিনি সামানির সাথে সাক্ষাৎকালে যখনই বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অস্ত্রধারীদের দিকে তাকাবেন তখনই তারা তাদের তলোয়ার বের করে যেন সামানির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

www.pathagar.com

মন্দিরে পৌঁছে চাচ দেখেন সামানি একটি আসনে বসে উপাসনায়রত। তার হাত ছিল কাদা মাখা। তিনি কাদা দিয়ে মূর্তি বানাচ্ছিলেন। বুদ্ধের আদলে তার কাছে একটা ছাঁচ ছিল। তাতে কাদামাটি ঢেলে তিনি বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করছিলেন। মূর্তি তৈরি হয়ে গেলে সেটি এক পাশে সরিয়ে রাখেন। চাচ কাছে গিয়েই দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু সেদিকে সামানির ভ্রুক্ষেপও ছিল না।

কিছু সময় পর মূর্তি বানানো শেষ করে সামানি মাথা তুলে বলেন, "সন্নাসী সিলাইজের পুত্র কি এসেছে ?" জবাবে চাচ বলেন, "হ্যাঁ, হে পূজারী।" সামানি বলেন, "তুমি আমার কাছে কিসের জন্য এসেছ।" জবাবে চাচ বলেন, তাকে দেখার ইচ্ছা হল, তাই চলে এসেছেন। চাচকে বসার জন্য নির্দেশ দেন সামানি। চাচ বসে পড়েন। পূজারী একটি সুন্দর কাপড় বিছিয়ে দিয়েছিলেন বসার জন্য। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "হে চাচ ! তুমি কি চাও।" জবাবে চাচ বলেন, "আমার ইচ্ছা, আপনি আমার মিত্র হোন এবং ব্রাহ্মণাবাদে ফিরে চলুন, যাতে আমি আপনার দর্শনকে পার্থিব কর্মকাণ্ডে লাগাতে পারি। আমি আপনাকে বড় বড় দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই। আপনি সারবান্দের সাথে থাকতে পারেন এবং তাকে বুদ্ধি-পরামর্শ ও সহায়তা দিতে পারেন।" পূজারী বলেন, "তোমার রাজ্য পরিচালনায় আমার কোন কাজ নেই, আর সরকারী কাজকর্মে জড়িত হবার কোন ইচ্ছাও আমার নেই। পার্থিব বিষয়ের সাথে জড়িত হওয়া আমার পছন্দ নয়।" চাচ জানতে চান, "তাহলে আপনি কেন ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গের লোকদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন ?" তিনি জবাবে বলেন, "আখাম লোহানার মৃত্যুর পর তার পুত্র যখন শোক করছিল, আমি তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলাম যাতে সে বিলাপ পরিহার করে এবং আমি লড়াইরত দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। পার্থিব সব দায়-দায়িত্ব ও বড়ত্বের চেয়ে বুদ্ধের সেবা করেই আমি ভালো আছি এবং এভাবেই আমি পরকালীন মুক্তি পেতে চাই। তবে তুমি যেহেতু এই দেশের রাজা, তাই তোমার সর্বোচ্চ আদেশ মেনে আমি আমার পরিবার-পরিজন নিয়ে দুর্গের নিকটবর্তী স্থানে থাকার জন্য চলে যাব, যদিও আমি আশংকা করি যে, দুর্গের লোকেরা বুদ্ধের শিক্ষাকে অবজ্ঞা করবে। তুমি এখন এক সৌভাগ্যবান ও বড় মানুষ।" চাচ বলেন, "বুদ্ধের উপাসনাই সবচেয়ে পুণ্যের এবং আজীবন একে সম্মানের সাথে ধারণ করাই সবচেয়ে সঠিক কাজ। তবে আপনার যদি কোন কিছুর দরকার থাকে তাহলে বলুন। আপনার যে কোন চাওয়াকে আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ বলে মনে করবো এবং তা পূরণ করা আমার একান্ত কর্তব্য হবে।" পূজারী জবাবে বলেন, "আমি তোমার কাছে এই পৃথিবীর কোন কিছুই চাই না। ভগবান[২১] যেন নিকটজনদের ব্যাপারে তোমাকে নমনীয় রাখেন।"

www.pathagar.com

চাচ বলেন, "আমি চাই, আমার কর্মফল দ্বারা যেন আমার মুক্তিলাভ (পরজন্মে) হয়। কোথায় কি সহায়তা দরকার আমাকে আদেশ করুন, আমি আপনাকে সহায়তা করবো।" (চাচের পিড়াপিড়িতে) সামানি স্বর উঁচু করে (বিরক্তিসহকারে) বলে ওঠেন, "তুমি যদি এতই দাতব্য ও পুণ্যের কাজ করতে একান্ত আগ্রহী হও তাহলে সোয়ান্দেসিতে 'বুদ্ধ ও নও বিহার' নামে একটি পুরনো মন্দির আছে, যা কালের প্রবাহে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে- সেটি মেরামত প্রয়োজন, এর ভিত্তিপ্রস্তর নতুন করে তৈরীর জন্য তুমি অবশ্যই কিছু অর্থ ব্যয় করতে পারো এবং এর মাধ্যমেই আমি তোমার উপকার পেয়ে যাব।" চাচ বলেন, "সর্বপ্রকারে আমি চেষ্টা করবো, আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, বিদায়।"

চাচের বাহ্মণাবাদ প্রত্যাবর্তন

চাচ সেখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসেন। মন্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে রাজন, আমি এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলাম।" চাচ বলেন, "সেটা কি ?" মন্ত্রী মন্তব্য করলেন, "যাত্রাকালে আপনি সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলেছিলেন, পূজারীকে হত্যার জন্য আমি সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেব কিন্তু তার সামনে যাবার পর আপনি তাকে সন্তুষ্ট এবং তার সব ধরনের চাহিদা মঞ্জুর করার জন্যই যথাসাধ্য আগ্রহ দেখালেন।" চাচ বলেন, "খুবই সত্য, আমি এমন কিছু দেখেছি, যা কোন যাদু বা তন্ত্রমন্ত্র নয়। আমি যখন তার দিকে তাকালাম, তখন আমার সামনে কিছু একটা হাজির হলো এবং আমি তার সামনে বসে পড়লাম। আমি তার মাথার উপর সাংঘাতিক ভয়ানক একটা ভুত দেখতে পেলাম। ভুতটির চোখগুলো আগুনের মত জ্বলছিল এবং তার দাঁতগুলো বর্শার ফলার মত ধারালো। তার হাতে একটা বর্শা ছিল, যেটা হীরার মত জ্বলজ্বল করছিল এবং দেখে মনে হচ্ছিল বর্শাটি দিয়ে সে কারো উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছিল। তাকে দেখেই আমি খুব ভয় পেয়ে যাই এবং তুমি শোনার মত একটা কথাও আমার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল না। আমি তখন আমার প্রাণ বাঁচানোরই চেষ্টায় ছিলাম। সে জন্য আমি সতর্কতার সাথে তার উপর লক্ষ্য রেখেছি এবং সরে এসেছি।"

চাচের ব্রাহ্মণাবাদ অবস্থান এবং রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ

সব মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কাজকর্ম সম্পন্ন করা পর্যন্ত চাচ ব্রাহ্মণাবাদে অবস্থান করেন, রাজস্ব নির্ধারণ এবং প্রজাদেরকে আবারো আশ্বস্ত করেন। তিনি জাট ও লোহানা[২২] দেরকে অপদস্থ এবং তাদের প্রধানদেরকে শায়েস্তা করেন। এইসব প্রধানদের মধ্য থেকে একজনকে তিনি জিম্মি করে ব্রাহ্মণাবাদে আটকে রাখার মাধ্যমে তাদেরকে নিম্নলিখিত শর্তগুলো মেনে নিতে বাধ্য করেন : যে, তারা নকল তরবারী ছাড়া আসল তরবারী কখনো সঙ্গে রাখতে পারবে না। তারা শাল, মখমল বা রেশমের তৈরি কোন

www.pathagar.com

অন্তর্বাস ব্যবহার করতে পারবে না, তবে কেবল লাল বা কালো রঙের রেশমের তৈরী বহির্বাস পরিধান করতে পারবে। তাদের ঘোড়ার উপর কোন জিন ব্যবহার করতে পারবে না। তাদের মাথা ও পা খোলা রাখতে হবে। তারা বাইরে বেরোবার সময় তাদের কুকুরগুলো সাথে রাখতে হবে। ব্রাহ্মণাবাদের প্রধানের রান্নাঘরের জন্য তারা জ্বালানী কাঠ বহন করে আনতে বাধ্য থাকবে। তারা পথপ্রদর্শক ও গুপ্তচর পদের লোকের যোগান দেবে এবং ঐ ধরনের পদে নিয়োগ পাবার পর তারা বিশ্বস্ত থাকবে। তারা আখামের পুত্র সারবান্দের সাথে সৌহার্দপূর্ণভাবে বসবাস করবে এবং যদি কোন শত্রু এই ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে অথবা সারবান্দের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে সে সময়ে সারবান্দকে সহায়তা করা তাদের জন্য অত্যাবশ্যক বলে মনে করতে হবে এবং তার স্বার্থরক্ষায় দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে।

চাচ অত:পর তার পরিশ্রম সম্পন্ন করেন এবং তার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কেউ যদি বিদ্রোহ বা শত্রুতার ভাব দেখায় তাহলে সে শত্রুর সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ একজনকে জিম্মি করা হত এবং শত্রু তার কার্যকলাপ সংশোধন না করা পর্যন্ত জিম্মির উপর দণ্ড চাপানো হত।

চাচের কিরমান গমন এবং মাকরানের সীমানা চিহ্নিতকরণ

সব কাজ শেষ করে চাচ কিরমানের সীমানা চিহ্নিত করার মন:স্থির করেন। স্থানটি হিন্দের প্রধানের অধিকারভুক্ত এলাকার লাগোয়া। এটা হচ্ছে রাসূল (স:) এর ওফাতের দুই বছর পরের কথা।

কিসরা[২৩] বিন হুরমাজ বিন ফার্স এর মৃত্যু ও তৎপরবর্তী সময়ে তার রাজ্যে গোলযোগের পর রাজ্যের কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে অর্পিত হয় এক নারীর উপর। এখবর চাচের কানে পৌঁছলে তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে কিরমান যাবার স্থির সিদ্ধান্ত নেন।

জ্যোতিষীদের দ্বারা নির্ধারিত এক শুভলক্ষণযুক্ত সময়ে তিনি আরমাবেলের দিকে রওনা দেন। সেখানে পৌঁছলে সেখানকার প্রধান তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেন। উক্ত প্রধান ছিলেন একজন বৌদ্ধ পুরোহিত এবং হিন্দের রাজা রাই সিহারাসের আমল থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতিনিধিত্ব করে আসছিলেন। রাই তাকে প্রচুর দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে গড়ে তুলেছিলেন। তবে সময়ের পরিবর্তনে তিনি অবাধ্য হয়ে পড়েন এবং রাজ আনুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেছিলেন। অবশেষে তিনি চাচের সামনে উপস্থিত হন এবং একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে তাদের মধ্যে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। চাচ সেখান থেকে মাকরান রওনা দেন। পথে যত প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, সবাই তার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করেন। মাকরান প্রদেশ ও পার্বত্যাঞ্চল পাড়ি দিয়ে তিনি অন্য একটি জেলায় প্রবেশ করেন। এখানে একটি পুরনো দুর্গ ছিল, যার নাম কানারপুর।

www.pathagar.com

তিনি দুর্গটি পুন:নির্মাণের এবং সকাল ও সন্ধ্যায় হিন্দু রীতি অনুযায়ী পাঁচ ধরনের বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে নহবত বাজানোর আদেশ দেন। আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে তিনি লোক যোগাড় করে দালানটি নির্মাণ সম্পন্ন করেন।

এখান থেকে তিনি মাকরান রওনা হন এবং সেই রাজ্য ও মাকরানের মাঝামাঝি বয়ে যাওয়া একটি নদীর তীরে থামেন। সেখানে তিনি পূর্বাঞ্চলীয় সীমানা নির্ধারণ করেন। সেটাই মাকরান ও কিরমানের মধ্যকার সীমানা। নদীর পাড়ে তিনি অনেকগুলো খেজুর গাছ রোপণ করেন এবং "এটাই চাচ বিন সিলাইজ বিন বাসাবাস[২৪] এর আমলে হিন্দ এর সীমানা"– এই কথাটি লিখে একটি চিহ্ন স্থাপন করে দেন। এখন এ সীমানা আমাদের অধিকারভুক্ত হয়েছে[২৫]।

চাচের আরমাবেল মুখী যাত্রা এবং রাজস্ব নির্ধারণ

সেখান থেকে তিনি আরমাবেল ফিরে আসেন এবং তুরান দেশের মধ্য দিয়ে মরুভূমিতে এসে পড়েন। যুদ্ধ করার জন্য তার সামনে কেউ দাঁড়ায়নি। তিনি আরো অগ্রসর হয়ে কান্ধাবেল[২৬] এসে পৌছেন। সেই মুরুভূমিও পাড়ি দিয়ে তিনি দুর্গের দিকে এগিয়ে যান। সেখানকার লোকজন দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সিনি নদীর তীরে পৌছে চাচ তাঁবু ফেলেন। সেখানকার লোকেরা ব্যাপক চাপের মুখে তাকে বার্ষিক রাজস্ব সরূপ এক লাখ দিরহাম এবং এক শত পাহাড়ী ঘোড়া দিতে সম্মত হয়। একটি চুক্তির পর চাচ রাজধানী আলোরে ফিরে আসেন। এখানেই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কাটান এবং জাহান্নামে চলে যান[২৭]। তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন।

সিলাইজের পুত্র চন্দর এর আলোরের ক্ষমতায় আরোহণ

চাচের মৃত্যুর পর তার ভাই চন্দর বিন সিলাইজ আলোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নাসিক (বৌদ্ধ) দের ধর্ম ও পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাদের ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করতেন। তিনি তরবারীর ভয় দেখিয়ে অনেক লোককে এক জায়গায় জড়ো করে তার ধর্মে[২৮] আসতে বাধ্য করেন। হিন্দের প্রধানদের কাছ থেকে তিনি বহু পত্র পান।

সিস্তানের প্রধান মাত্তা'র সফর

সিস্তানের প্রধান মাত্তা যখন কণৌজের রাজার কাছে গিয়েছিলেন, তখন হিন্দুস্তানের সেই দেশটি সমৃদ্ধশালী অবস্থায় ছিল। কণৌজ ছিল সিহারাস বিন রাসাল[২৯] এর শাসনাধীন। তার কাছে গিয়ে মাত্তা বিবরণ দিয়ে জানান যে, "চাচ বিন সিলাইজ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তার ভাই চন্দর তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। চন্দর একজন পুরোহিত এবং নাসিক। মন্দিরে অন্য যেসব ধর্মীয় ব্যক্তি রয়েছেন তাদের সাথে ধর্মালোচনা ও চর্চা

www.pathagar.com

করেই তার দিন কাটে। তার কাছ থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেয়া সহজ। আপনি যদি তার ভূখণ্ড কব্জা করে নেন এবং তার কর্তৃত্ব আমার হাতে তুলে দেন তাহলে আমি আপনার কোষাগারে রাজস্ব পাঠাবো।"

সিহারাসের জবাব

মাত্তাকে সিহারাস বলেন, "চাচ এক মহান রাজা ছিলেন এবং বিশাল ভূখণ্ডের উপর তার কর্তৃত্ব ছিল। এখন যেহেতু তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, তাই আমি যদি তার এ ভূখণ্ড দখল করি তাহলে তা আমার শাসনাধীনে নিয়ে আসবো। ঐ ভূখণ্ড আমার রাজ্যের এক বিশাল অংশে পরিণত হবে এবং তখন তার একটা অন্যতম বিভাগের দায়িত্বে আমি আপনাকে নিয়োগ দেব।"

সিহারাস তখন তার ভাই বারহাস[৩০] বিন কাসাইস কে সেখানে প্রেরণ করেন। মহান চাচের কন্যার পুত্র– যিনি কাশ্মীর ও রামালে শাসনকর্তা ছিলেন– তিনিও বারহাসের সাথে যোগ দিতে রাজি হন এবং হাসি নদীর তীরে পৌঁছে তাঁবু স্থাপন করা পর্যন্ত তাদের সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। দেও দুর্গে অবস্থানরত চন্দরের প্রতিনিধি ও কর্মচারীরা পালিয়ে যায়। দখলদার বাহিনী তার দখল নেয় এবং আবারো অভিযাত্রা শুরু করে বন্দ্ কাহুয়ায়[৩১] পৌছে। সেখানে তারা এক মাসের যাত্রাবিরতি এবং বুদ্ধের উপাসনা সম্পন্ন করে। তারা একটি পত্রসহ একজন বার্তা বাহক প্রেরণ করে, যাতে চন্দর সেখানে আসতে ইচ্ছুক হন, বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সুরক্ষার আর্জি জানান।

- **চন্দর সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে দুর্গে শক্তিশালী করে তোলেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন**
- **চাচের পুত্র দাহিরের কাছে সিহারাসের দূত প্রেরণ**

চাচের সিংহাসনে চন্দর

চন্দর সরকার পরিচালনার উত্তরাধিকার হন।তার আমলে প্রজারা আরামে দিন কাটাতো। সাত বছর দৃঢ়তার সাথে তিনি রাজ্য শাসন করেন। অষ্টম বছরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং আলোরের সিংহাসনে বসেন দাহির। চন্দরের পুত্র রাজ নিজেকে পিতার উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে ব্রাহ্মণাবাদে অধিষ্ঠিত হন। তবে এক বছরের বেশী সময় সরকার ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। এরপর চাচের পুত্র ধারসায়া ব্রাহ্মণাবাদের দখল নেন। তার বোন বাঈ (আরেক নাম মাঈ)[৩২] তার শুভাকাঙ্ক্ষি ও অনুগত ছিলেন। আখামের কন্যাকে ধারসায়া প্রস্তাব দিয়ে বিয়ে করেন। ব্রাহ্মণাবাদে তিনি পাঁচ বছর কাটান এবং তার কর্তৃত্বের কথা জানিয়ে আশেপাশের প্রধানদের প্রতি আদেশ-নির্দেশ জারি করেন। ধারসায়া কিছুকাল রাওয়ার দুর্গে অবস্থান করেন। চাচ এই দুর্গটির ভিত্তি স্থাপন করলেও এর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া দেখে যেতে পারেননি। ধারসায়া এর নির্মাণ

www.pathagar.com

শেষে আশেপাশের এলাকা থেকে লোকজন এনে সেখানে বসবাসের জন্য বসতি প্রতিষ্ঠা করেন।

বাটিয়ার রাজার সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য বাঈ (মাঈ)কে আলোরে প্রেরণ

একদিন ধারসায়ার নজরে পড়লো যে, তার বোন বিয়ের বয়সে উপনীত হয়েছে। এ সময় রামাল দেশের বাটিয়ার রাজা সুবান এর কাছ থেকে বার্তাবাহকরা এসে জানায়, রাজা এই রাজকুমারীকে বিয়ে করতে চান। ধরাসায়া বড় ভাই[৩৩] হিসাবে রাজকীয় যৌতুক (বরপণ), সাত শত অশ্বারোহী ও পাঁচ শত পদাতিক সমভিব্যহারে বোনকে আরেক ভাই দাহিরের কাছে একটি পত্রসহ পাঠিয়ে সুপারিশ করেন, যেন বোনকে বাটিয়ার রাজার সাথে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পত্রে বলা হয়, বাটিয়ার রাজার সাথে স্থির হয়েছে যে, রাজকুমারীর বিয়ের যৌতুক হিসাবে একটি দুর্গ রাজাকে অবশ্যই দেয়া হবে।

বার্তাবাহকেরা আলোরে গিয়ে এক মাস অবস্থান করে।

(**ইংরেজী অনুবাদকের ফুটনোট** : আরবীয় রচয়িতা এপর্যায়ে দাহির কর্তৃক নিজেই সহোদরা ভগ্নীকে বিয়ে করে ফেলার বর্ণনা দিয়েছেন। জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বাঈকে যিনি বিয়ে করবেন তিনিই হিন্দ ও সিন্দ এর রাজা হবেন। তাই দাহির নিজেই আপন ভগ্নীকে বিয়ে করে নেন। আরো ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভাইদের মধ্যে লড়াই বাঁধবে।)

(বাংলা অনুবাদকের ফুটনোট : এ অংশের ফুটনোট ছাড়া বিস্তারিত বিবরণ ইংরেজী সংস্করণে সংযোজিত হয়নি।)

- **রাই দাহির বোনের বিয়ে ঠিক হবার খবর পান**
- **বোনের ভাগ্য গণনার জন্য রাই দাহির জ্যোতিষীদের কাছে যান**
- **জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী**
- **রাই দাহিরের সাথে মন্ত্রী বুদ্ধিমানের আলোচনা**
- **মন্ত্রী বুদ্ধিমানের অভিনব পরামর্শ**
- **ধারসায়ার কাছে দাহিরের পত্র**
- **ধারসায়ার পত্রপ্রাপ্তি**
- **ধারসায়াকে দাহিরের আরেকটি পত্র**
- **দাহিরকে আটক করার জন্য ধারসায়ার আলোর যাত্রা**
- **দাহিরকে বন্দী করতে ধারসায়ার প্রচেষ্টা**
- **মন্ত্রীদের কাছে দাহিরের পরামর্শ কামনা**
- **একটি হাতির পিঠে চড়ে আলোর দুর্গে ধারসায়ার প্রবেশ**
- **ধারসায়ার মৃত্যুর খবর পান দাহির**
- **ধারসায়ার মৃতদেহ দাহকরণ**

www.pathagar.com

দাহিরের ব্রাহ্মণাবাদ গমন

প্রতিবেশী প্রধানদেরকে দুর্বল করার লক্ষ্যে দাহির এক বছর ব্রাহ্মণাবাদে অবস্থান করেন। তিনি ধারসায়ার পুত্রকে আনিয়ে নেন এবং তার সাথে সদয় ব্যবহার করেন। এরপর তিনি সিস্তান এবং সেখান থেকে রাওয়ার দুর্গে যান। চাচ দুর্গটির কাজ শুরু করে গিয়েছিলেন কিন্তু শেষ করার আগেই মৃত্যুবরণ করেন। দাহির সেখানে কিছুকাল কাটান এবং দুর্গটির কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন[৩৪]। গ্রীষ্মকালের চার মাস তিনি সেখানে কাটান। এটি খুবই আরামদায়ক স্থান এবং এর আবহাওয়া মনোরম। এ কারণে তিনি শীত ও বর্ষাকালের চার মাসও ব্রাহ্মণাবাদেই কাটাতেন। এভাবে তার আট বছর কেটে যায়। এ সময়ের মধ্যে তার ক্ষমতা সুদৃঢ় হয় এবং সিন্দ ও হিন্দস্থ তার রাজ্যে সর্বসাধারণ্যেও তিনি স্বীকৃত হন। রামালের প্রধানরা তার ধন-সম্পদ এবং হাতি– এই উভবিদ সম্পদ সম্পর্কে অবগত হন।

রামালের প্রধানরা রাই দাহিরের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন

প্রধানরা বিশাল ও শক্তিশালী অশ্বারোহী, পদাতিক ও যুদ্ধের হাতির বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। তারা বুদ্ধিয়ার পথ ধরে রাওয়ার এর শহরে (রোস্তা) এসে উপস্থিত হয়ে শহরটি জয় করেন। এরপর সেখান থেকে আলোরের দিকে যান।

মোহাম্মদ আল্লাফী (একজন আরবীয় ভাড়াটে যোদ্ধা) রামালের প্রধানদের মোকাবেলা করতে এগিয়ে যান

বনি আসমতের এক আরবযোদ্ধা মোহাম্মদ আল্লাফী পাঁচশত আরবযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে দাহিরের বাহিনীতে যোগ দেন। এই আল্লাফী ইতিপূর্বে একটি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নরত আব্দুর রহমান বিন আশ'য়াবকে হত্যা করে ফেরার হয়েছিলেন[৩৫]।

আল্লাফী তার পাঁচশত আরব এবং হিন্দের যোদ্ধাদের নিয়ে রামাল সৈন্যদের উপর রাতের বেলা আক্রমণ চালান। চারদিক থেকে ব্যাপক শোর-চিৎকার তুলে তারা শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আশি হাজার যোদ্ধা ও পঞ্চাশটি হাতি হত্যা ও আটক করেন। এছাড়াও অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র তাদের হস্তগত হয়।

দাহির তখন তার ভালো ও বিচক্ষণ মন্ত্রীকে তার কোন চাওয়া থাকলে চাইতে বলেন। জবাবে মন্ত্রী বলেন, "ভবিষ্যৎ বংশধর পর্যন্ত আমার নাম বহন করে নিয়ে যাবার মত কোন পুত্র সন্তান আমার নেই। তাই আমার অনুরোধ, রাজ্যের রৌপ্যমুদ্রার উপর আমার নাম মোহরাংকিত রাখার জন্য নির্দেশ জারি করা হোক। মুদ্রার এক পিঠে থাকবে আমার নাম এবং অপর পিঠে থাকবে রাজার নাম। হিন্দ ও সিন্দের বুকে এটা কখনো বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবেনা।" মন্ত্রীর এ আকাঙ্ক্ষা পূরণে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দাহির নির্দেশ জারি করে দেন।

www.pathagar.com

এরপর

- প্রথম চার খলিফার ইতিহাস
- মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের বৃত্তান্ত
- সান্নান বিন সালমা বিন ঘুর-উল-হিন্দী'র বৃত্তান্ত
- হাক্কাম বিন মুনজিরের বৃত্তান্ত
- আল্লাফীদের বৃত্তান্ত
- মুজা'আ বিন সফর বিন ইয়াজিদ বিন হুজাইকা'র বৃত্তান্ত
- ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের বৃত্তান্ত
- সরন্দীপ[৩৬] থেকে খলিফার কাছে উপহার সামগ্রী প্রেরণের বিবরণ
- কাফের দাহিরের কাছে হাজ্জাজের বার্তাবাহক প্রেরণ[৩৭]
- হাজ্জাজকে রাজধানী ত্যাগের অনুমতি প্রদান
- বুদাইলের শাহাদত বরণ [৩৮]
- ইমাদ-উদ-দীন মুহাম্মদ কাসিম বিন আবি আকিল সাকিফী'র বৃত্তান্ত [৩৯]
- রাজধানী ও সিরিয়ায় হাজ্জাজের পত্র প্রেরণ
- জুমার দিন মসজিদে হাজ্জাজের খুৎবা পাঠ [৪০]
- মুহাম্মদ কাসিমের যাত্রা শুরু
- সিরাজ নামক স্থানে সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি
- মুহাম্মদ কাসিমের মাকরান উপস্থিতি
- মুহাম্মদ কাসিমের সাথে যোগ দেন হারুণ
- আরমাবেল থেকে সৈন্যবাহিনীর পথচলা
- হাজ্জাজের নির্দেশনামা পৌঁছে মুহাম্মদ কাসিমের কাছে
- আরব সৈন্যদের (চূড়ান্ত) প্রস্তুতি এবং হাজ্জাজের আরেকটি নির্দেশনামা হাজির
- একটি গোলার আঘাতে দেবলের মন্দিরের পতাকাদণ্ডের পতন
- মুহাম্মদ কাসিম সকাশে বুদ্ধিমান (মন্ত্রী) এবং কাসিমের কাছ থেকে তার সুরক্ষার আশ্বাস লাভ
- যুদ্ধলব্ধ গোলাম (যুদ্ধবন্দী নর-নারী) এবং মুদ্রার এক পঞ্চমাংশ আলাদা করে (খলিফার জন্য) রাখা হয়
- দেবল (আরবদের দ্বারা) দখল হয়ে যাবার খবর রাই দাহিরের কাছে প্রেরণ
- রাই দাহিরের পত্র (মুহাম্মদ কাসিমকে)
- মুহাম্মদ কাসিম কর্তৃক রাই দাহিরের পত্রের জবাব

দেবল জয়ের পর নিরূনের দিকে মুহাম্মদ কাসিমের অগ্রযাত্রা

বানানা বিন হানজালা কালাবীর বরাতে ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে দেবল জয়ের পর মুহাম্মদ কাসিম গোলা নিক্ষেপের যন্ত্র

www.pathagar.com

(মিনজানীক) নৌকার উপর তোলার নির্দেশ দেন এবং নিরূন দুর্গের দিকে রওনা দেন। নৌযানগুলো সিন্দ সাগর নামক নদীতে গিয়ে পৌঁছে। তবে মুহাম্মদ কাসিম নিজে সড়কপথে সিসাম চলে যান। সেখানে পৌঁছার পর তিনি হাজ্জাজের পত্র পান। এটি ছিল দেবল[৪২] জয়ের খবরসহ প্রেরিত পত্রের জবাব।

- **মুহাম্মদ কাসিমকে হাজ্জাজের জবাব**

হাজ্জাজের কাছ থেকে নিরূণবাসীদের ছাড়পত্র পাবার বিবরণ

ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ কাসিমের সহগামী জা'উবা বিন আকাবা সালামীর বরাত দিয়ে আবু লাইস তামিমি বলেছেন, দেবল দখল করার পর মুহাম্মদ কাসিম নিরূন দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। আরবের সৈন্যদল যেবার পরাজিত হয়েছিল এবং বুদাইল নিহত হয়েছিলেন, সেবার এই নিরূনবাসীরা রাজস্ব দেবার জন্য রাজি হওয়ায় হাজ্জাজের কাছ থেকে নিরাপত্তা লাভের একটি নির্দেশনামা পেয়েছিল। দেবল থেকে ছয়দিনের পথ পঁচিশ যোজন পাড়ি দিয়ে মুহাম্মদ কাসিম নিরূন পৌঁছেন। সপ্তম দিবসে তিনি বলহার নামক স্থানে তাঁবু ফেলেন। স্থানটি তৃণবহুল। যদিও মিহরান (নদী)র জলধারা সেখান পর্যন্ত পৌঁছায়নি। সৈন্যবাহিনী পানির অভাবে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে। মুহাম্মদ বৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করেন। বর্ষণ হল এবং নগরীর আশেপাশের সমস্ত নদী ও হ্রদ পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল।

- **নিরূনে বিশ্বস্ত বার্তাবাহকদের প্রেরণ করেন মুহাম্মদ কাসিম**

মুহাম্মদ কাসিমকে সম্মান জানাতে এবং উপহার দিতে আসেন নিরূনের সামানি প্রশাসক

মুহাম্মদ কাসিম নিরূনে বৌদ্ধ মন্দিরের এলাকায় একটি মসজিদ নির্মাণ করে এবাদতকারীদেরকে ইসলামের আদর্শ প্রচারের নির্দেশ দেন এবং ইমাম নিয়োগ দেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি মিহরানের পশ্চিমে একটি উচ্চস্থানে অবস্থিত সিস্তানের দিকে যাবার প্রস্তুতি নেন। তিনি সে দেশ পুরো জয় করার এবং সিস্তান দখল করার পর নদী অতিক্রম করে দাহিরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার স্থিরসিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। তার এই সংকল্প আল্লাহ্ যেন পূরণ করেন !

সিস্তানে অভিযান

মুহাম্মদ কাসিম নিরূনের কাজকর্ম সমাধার পর তার সৈন্যবাহিনীকে সুসজ্জিত করে সামানির পথনির্দেশনায় সিস্তানের দিকে নিয়ে চললেন। নিয়মিত যাত্রাবিরতির এক পর্যায়ে তিনি নিরূন থেকে ত্রিশ যোজন দূরত্বে বাহরাজ[৪৩] নামকস্থানে এসে পৌঁছেন। সেখানেও বাসিন্দাদের প্রধান হিসাবে ছিলেন একজন সামানি[৪৪]। দুর্গের প্রশাসক

www.pathagar.com

ছিলেন দাহিরের ভাই চন্দরের পুত্র বজ্র। সেখানকার সমস্ত সামানি জড়ো হয়ে বজ্রের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়ে বলেন, "আমরা নাসিক পূজারী। এটি এমন এক ধর্ম যেখানে সন্ধি ও শান্তির কথা বলা হয় এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি ও রক্তক্ষয় নিষেধ করা হয়। আপনি একটি উচ্চস্থানে সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছেন আর আমরা রয়েছি খোলা জায়গায়, যেখানে আপনার প্রজা হবার কারণে আমরা সহজে শত্রুর আগ্রাসন, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকারে পরিণত হই। আমরা জানি, যারাই নিরাপত্তা চাইবে তাদেরকে তা মঞ্জুর করার জন্য হাজ্জাজের কাছ থেকে একটি ফরমান নিয়ে এসেছেন মুহাম্মদ কাসিম। তাই আমরা বিশ্বাস করি, তার সাথে আমাদের সন্ধি প্রতিষ্ঠাকে আপনি যথোপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করবেন, কারণ আরবরা বিশ্বস্ত এবং তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"

বজ্র তাদের বক্তব্য মানতে অস্বীকৃতি জানান। মুহাম্মদ কাসিম গুপ্তচর পাঠিয়ে জানার চেষ্টা করেন যে, ঐ লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সন্ধি চাইছে, নাকি তারা আসলে শত্রুভাবাপন্ন। গুপ্তচররা খবর দেয় যে, দুর্গের বাইরে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় কিছু লোক অবস্থান করছে।

ঐ এলাকার বাইরে যে বালিময় মরুভূমি রয়েছে, দুর্গের সেদিককার দ্বারের সামনে বরাবর মুহাম্মদ কাসিম অবস্থান নেন। সেদিক থেকে তার উপর শত্রুরা হামলা করার কোন সুযোগ ছিলনা। কারণ প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সিন্ধু রাওয়াল নদী ঐ স্থানটির পাশ দিয়ে প্লাবন সহকারে বয়ে যাচ্ছিল।

সিস্তানের যুদ্ধ

মুহাম্মদ কাসিম গোলা বর্ষণের যন্ত্র প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেন এবং যুদ্ধ অত্যাসন্ন হয়ে ওঠে। সামানিরা যুদ্ধ এড়াবার জন্য তাদের প্রধানকে বলে যে, তিনি মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে পরাভূত করতে সক্ষম হবেন না, তাদের ঠেকাতে পারবেন না। তিনি কেবলই তার প্রাণ ও সম্পদ বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন।

এরপরও যখন সেই প্রধান প্রজাদের কথা শুনলেন না, তখন সামানি প্রজারা মুহাম্মদ কাসিমের কাছে বার্তা পাঠিয়ে বলে যে, "কৃষক, কারিগর, বণিক ও নিম্নশ্রেণীর লোকজনসহ সমস্ত প্রজা বজ্রকে ঘৃণা করে এবং তাকে আনুগত্য করেনা। তার এমন কোন বাহিনী নেই যা দিয়ে তিনি আপনার মোকাবেলা বা যুদ্ধ করতে পারেন।" এই বার্তা পেয়ে মুসলমান সৈন্যরা দারুনভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং মুহাম্মদ কাসিমের পাশে দাঁড়িয়ে দিবা-রাত্র লড়াই চালিয়ে যায়। এক সপ্তাহ পর অবরুদ্ধ বজ্র যখন জানতে পারলেন যে, তার দুর্গ পতনোন্মুখ, তখন তারা যুদ্ধ বন্ধ করেন।

পৃথিবী যখন রাতের আঁধারে ঢাকা, তখন বজ্র উত্তর দিকের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে নদী পাড়ি দিয়ে পালিয়ে যান। বুদ্ধিয়ার সীমান্তে পৌছা পর্যন্ত তিনি পালাতে থাকেন। সে সময় বুদ্ধিয়ার শাসক ছিলেন কোটালের পুত্র কাকা। ইনিও একজন সামানি। কুম্ভ নদীর

www.pathagar.com

তীরবর্তী সিসামই ছিল তার শক্ত ঘাঁটি। বুদ্ধিয়ার জনগণ এবং আশেপাশের স্থানের প্রধানরা এগিয়ে এসে বজ্রকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাকে দুর্গের বাইরে নিচের দিকে তাঁবু স্থাপন করার অনুমতি দেন।

মুহাম্মদ কাসিমের সিস্তান জয় এবং বজ্রের পলায়ন

বজ্রের পলায়ন এবং সামানি প্রজাদের বশ্যতা স্বীকারের পর মুহাম্মদ কাসিম সিস্তান দুর্গে প্রবেশ করেন এবং সবার সাথে সদয় ব্যবহার করেন। এই স্থানের বেসামরিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো তার শাসনাধীনে আনার জন্য তিনি সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ দেন। যেখানে যত স্বর্ণ ও রৌপ্য মিলেছে সবই তিনি হস্তগত করেন এবং রৌপ্য, অলংকার ও নগদ অর্থ সবই বাজেয়াপ্ত করেন। তবে তার সাথে সন্ধি স্থাপনকারী সামানিদের কোন কিছুতেই তিনি হাত লাগাননি। তিনি সৈন্যবাহিনীকে তাদের প্রাপ্য অংশ (গণিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ) প্রদান করেন এবং সবকিছুর এক পঞ্চমাংশ হাজ্জাজের জন্য আলাদা করে রাখেন। একইসাথে হাজ্জাজকে বিজয়ের খবর লিখে জানান। তার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও গোলাম (যুদ্ধবন্দী) পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি সিস্তান গিয়ে বিরতি করেন।

হাজ্জাজের জন্য এক পঞ্চমাংশ আলাদা করে নেবার এবং সৈন্যদেরকে তাদের প্রাপ্য বিতরণ করে দেবার দুই বা তিনদিন পর তিনি সিসাম দুর্গের দিকে রওনা হন। বুদ্ধিয়ার জনগণ এবং সিস্তানের প্রধান যুদ্ধ করার জন্য রুখে দাঁড়ায়। মুহাম্মদ কাসিম সিস্তানে নিযুক্ত কর্মকর্তার অধীনস্ত সৈন্যদলকে বাদ দিয়ে বাকী সৈন্যদের নিয়ে রওনা দেন এবং কুম্ভ নদীর তীরে নিলহান[৩৫] নামকস্থানে সৈন্য সমাবেশ করেন। সামনের জনপদের সবাই ছিল কাফের (বিধর্মী)। মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখতে পেয়েই তারা একত্রিত হয় এবং রাতের বেলা আচমকা হামলা চালিয়ে আগ্রাসী বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

কাকার সাথে প্রধানদের সাক্ষাৎকার

বুদ্ধিয়ার প্রধানরা কাকা কোটালের কাছে গমন করেন। বুদ্ধিয়ার রাণারা 'আউ' বংশ থেকে উদ্ভূত। তাদের বংশধারার উৎপত্তি প্রকৃতপক্ষে গঙ্গা তীরবর্তী আউন্ধার[৩৬] নামক স্থান হতে। তারা কাকার সাথে পরামর্শ করেন এবং তাকে বলেন যে, তারা সৈন্য (আরব) দলের উপর রাতের বেলা আচমকা আক্রমণ করবেন বলে মনঃস্থির করেছেন।

কাকার জবাব

কাকা বলেন, "আপনারা যদি তা করতে পারেন তাহলে সেটা খুবই ভালো। কিন্তু গুপ্তরহস্য বর্ণনাকারী ও পুরোহিতরা আমাকে জানিয়েছেন, তাদের জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে মুসলমান সৈন্যবাহিনী এই দেশ জয় করবে।"

www.pathagar.com

পাহান নামে একজন প্রধানকে কাকা তাদের নেতা হিসাবে মনোনীত করে দেন। তিনি সৈন্যদের মাঝে বন্টনের জন্য কিছু উপহারসামগ্রী তার মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। এই প্রধানের অধীনে এক হাজার সাহসী যোদ্ধা ছিল। তারা সবাই তরবারী, ঢাল, বর্শা, তীর ও চাকু দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। রাত নেমে এলে কালো অশ্বারোহী (কালো ঘোড়া ও কালো পোশাকে সজ্জিত আরব বাহিনী) সমেত বিশাল সৈন্যদলের ভয়ে সারাদিন যুদ্ধরত সৈন্যরা পালিয়ে গেলে রাণারা তাদের বাহিনী নিয়ে রাতের বেলা আচমকা আক্রমণ চালানোর লক্ষ্যে এগুতে থাকে। তারা আরব সৈন্যদের অবস্থানের কাছাকাছি পৌছে হঠাৎ পথ হারিয়ে ফেলে। উদভ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যা থেকে সারারাত উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলতেই থাকে, এভাবে সকাল হয়ে যায়। তারা চারভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হয়েছিল, তবে পথ হারিয়ে ফেলায় যারা সবার অগ্রবর্তীদল হিসাবে অগ্রসর হচ্ছিল তারা যেমন পেছন পেছন আসা দলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেনি, তেমনি বাম অংশের সৈন্যদেরকে ডান অংশের সৈন্যরা দেখতে পায়নি। কিন্তু তারা সবাই মরুভূমিতেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঘুরে মরছিল। যখন (সকাল হবার পর) তারা মাথা তুললো, দেখতে পেল তারা সিসাম[৪৭] দুর্গের চারপাশেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

তারকা রাজ (সূর্য) এর আলোয় রাতের আঁধার অপসারিত হলে, সৈন্যরা দুর্গে ফিরে আসে এবং কাকা কোটালকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানায়। কাকা কোটাল সব শুনে তাদেরকে বলেন যে, তাদের চাতুর্যপূর্ণ পরিকল্পনা সফল হয়নি। কাকা বলেন, "আপনারা ভাল করেই জানেন, দৃঢ়তা ও সাহসের জন্য আমার সুনাম রয়েছে। আপনাদের মাথার বিনিময়ে আমি বহু উদ্যোগে সাফল্য পেয়েছি। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোতে জ্যোতিষবিদ্যার হিসাব-নিকাশের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, হিন্দুস্তান মুসলমানদের পদানত হবে এবং আমিও বিশ্বাস করি, এ ঘটনা ঘটবেই।"

হানজালা'র পুত্র বানানাকে সাথে নিয়ে মুহাম্মদ কাসিমের কাছে কাকা কোটালের গমন এবং বশ্যতা স্বীকার

কাকা তার অনুসারী ও বন্ধুদেরকে নিয়ে আরব সৈন্যবাহিনীর কাছে উপস্থিত হন। কাছাকাছি এসে পৌছালে তাকে প্রাথমিকভাবে যাচাই করতে এবং তার সাথে সাক্ষাতের জন্য বানানা বিন হানজালাকে প্রেরণ করেন মুহাম্মদ কাসিম।

মুহাম্মদ কাসিমের সামনে উপস্থিত হবার পর তার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ লাভ করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন কাকা। তিনি মুহাম্মদ কাসিমকে কিছু ভাল পরামর্শ দেন। তিনি আরববাহিনীর বিরুদ্ধে জাটদের রাত্রিকালীন হামলার চিন্তাভাবনাসহ যত ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা রয়েছে সবই মুহাম্মদ কাসিমকে জানিয়ে দেন। তিনি এটাও বলেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জাট আক্রমণকারীদেরকে পথের মাঝে এমন বিভ্রান্ত করেছেন যে, তারা আঁধার ও নৈরাশ্যের মধ্যে রাতভর পথ হারিয়ে দিগ্বিদিক ঘুরপাক খেয়েছে এবং

www.pathagar.com

তার দেশের জ্যোতিষী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা নক্ষত্র গণনা করে দেখতে পেয়েছেন, এই দেশ মুসলমান সৈন্য বাহিনীর পদানত হবে। কাকা বলেন, তিনি ইতিমধ্যে অলৌকিক কাণ্ড যা দেখার দেখে ফেলেছেন। তিনি নিশ্চিত এটা ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হয়েছে এবং চালাকী বা চাতুরী– কোন কিছুই মুসলমানদেরকে ঠেকাতে সক্ষম হবে না। তিনি বলেন, "যে কোন পরিস্থিতিতে অটল থাকুন এবং মনকে শান্ত রাখুন। আপনি তাদেরকে পরাভূত করতে পারবেন। আমি আপনার বশ্যতা স্বীকার করছি এবং আমি আপনার পরামর্শদাতা হব, আমার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে আমি আপনাকে সহায়তা করবো। আপনার শত্রুদের পরাভূত ও বশীভূত করার কাজে আমি আপনাকে পথ দেখাবো।" তার সমস্ত কথা শুনে মুহাম্মদ কাসিম মহান আল্লাহ'র প্রশংসা করেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ে শুকরিয়া আদায় করেন।

কাকা, তার পোষ্য ও অনুসারীদেরকে তিনি আশ্বস্ত করেন এবং সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর কাকার কাছে তিনি জানতে চান, "হে হিন্দের প্রধান, কাউকে সম্মানীত করতে হলে আপনাদের রীতি কি ?" কাকা বলেন, "একটি আসন মঞ্জুর করা, রেশমী পোশাকে সজ্জিত করা এবং মাথায় একটি পাগড়ী বেঁধে দেয়া। এটাই আমাদের পূর্বপুরুষ এবং জাট সামানিদের রীতি।"

কাকা যখন মুহাম্মদ কাসিমকে পোশাক প্রদান করেন, তখন আশেপাশের এলাকার প্রধানরাও বশ্যতা স্বীকারের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। আনুগত্য প্রকাশকারী এবং বশ্যতা স্বীকারের জন্য নিয়ে আসা শত্রুভাবাপন্ন সব ব্যক্তির মন থেকে আরববাহিনী সম্পর্কিত ভীতি দূর করেন মুহাম্মদ কাসিম। তিনি সমস্ত শত্রু ও বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য আব্দুল মালিক বিন কায়স-উদ-দাম্মানীকে সেখানে তার প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করেন।

কাকা এক সম্পদশালী ব্যক্তিকে লুণ্ঠন করে নগদ অর্থ, কাপড়-চোপড়, গবাদি পশু, গোলাম এবং শস্যসহ প্রচুর যুদ্ধলব্ধ মালপত্র নিয়ে আসেন। এতে করে আরব শিবিরে গরুর মাংশের প্রাচুর্য সৃষ্টি হয়।

মুহাম্মদ কাসিম সে স্থান থেকে কুচ করে সিসাম দুর্গের দিকে আসেন। এখানে দুইদিন যুদ্ধ করার পর আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন। কাফেররা পালিয়ে যায় এবং দাহিরের চাচা চন্দরের পুত্র বজ্র, তার অধীনস্ত বহু সেনাকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তাদের মূল্যবান জীবন হারায়। বাকী লোকেরা পালিয়ে কেউ বুদ্ধিয়ার ভূখন্ড পার হয়ে চলে যায় এবং কেউ সালুজ ও কান্দাবেলের মধ্যবর্তী বাহিতলার দুর্গের দিকে গিয়ে সেখান থেকে নিরাপত্তার লিখিত প্রতিশ্রুতির আর্জি জানায়। ঐসব প্রধানরা ছিলেন দাহিরের শত্রু, তাই তাদের কাউকে কাউকে হত্যা করা হয়েছিল, তাই তারা দাহিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে আরবদের কাছে দূত পাঠায় এবং রৌপ্যের ওজনে এক হাজার দিরহাম রাজস্ব দিতে সম্মত হয়। তারা আরব জিম্মি (বন্দী) দেরকেও সিস্তানে ফেরত পাঠায়।

www.pathagar.com

মিহরান অতিক্রম করার জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছ থেকে নির্দেশ প্রাপ্তি এবং দাহিরের সাথে যুদ্ধ

মুহাম্মদ কাসিম ঐসব প্রধানের জন্য বহু রাজস্ব নির্ধারণ করে দিয়ে তাদের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নতুনভাবে চুক্তিও সম্পাদন করেন। তিনি সে সব স্থানের কার্যাবলী দেখাশোনা করার জন্য তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত হামিদ বিন উইদা-উন-নজদী এবং জারূদ পরিবারের আব্দুল কায়েসের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন।

সিসামের কাজকর্ম গুছিয়ে আনার পর হাজ্জাজের কাছ থেকে মুহাম্মদ কাসিম নির্দেশনামা পান। তাতে তাকে নিরূন ফিরে গিয়ে অন্যকোন স্থানের দিকে যাত্রা করার জন্য মিহরান পাড়ি দিতে এবং দাহিরের সাথে যুদ্ধ করতে বলা হয়। সাফল্য ও বিজয় পেতে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার কাছে সাহায্য চাইবার জন্যও তাকে নির্দেশ দেয়া হয়। অভিযানের উদ্দেশ্য সফল হবার পর সারা দেশের সকল দুর্গ ও স্থান শক্তিশালী করার এবং সে সবের একটিও যেন প্রস্তুতিবিহীন অবস্থায় রাখা না হয়– এ আদেশও তাকে দেয়া হয়। মুহাম্মদ কাসিম ফরমানটি পাঠ করে এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তিনি নিরূন আসেন এবং যেখানে যেখানে বার্তা প্রেরণের দরকার দ্রুত পাঠিয়ে দেন।

নিরূনে আরব সৈন্যদলের আগমন

বিভিন্ন পর্যায়ে ঘুরতে ঘুরতে মুহাম্মদ কাসিম নিরূনের পার্বত্যাঞ্চলে অবিস্থিত একটি দুর্গে এসে যাত্রাবিরতি করেন। দুর্গের কাছেই একটি জলাধার, যার পানি প্রেমিকের চোখের চেয়েও নির্মল এবং তৃণক্ষেত্র ইরানের বাগানের চেয়েও মনোরম। তিনি সেখানে নামেন এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পত্র লিখেন।

বিস্তারিত বিবরণসহ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে মুহাম্মদ কাসিমের পত্র

"পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। বিশ্বের সবচেয়ে অভিজাত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ প্রশংসিত দরবার, ধর্মের রাজমুকুট এবং আজম ও হিন্দ এর অভিভাবক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রতি বিনীত সেবক মুহাম্মদ কাসিমের সালাম।" এই ধরনের সম্ভাষণ জানানোর পর পত্রে মুহাম্মদ কাসিম লিখেন, সব কর্মকর্তা, সাজ-সরঞ্জাম, কর্মচারী ও মুসলমান সৈন্যবাহিনীর সব বিভাগসহ সবাইকে নিয়ে তাদের এই বন্ধু কুশলেই রয়েছে, সবকিছু ঠিকঠাক মত চলছে এবং সুখের ধারা অব্যাহত রয়েছে। আপনার সমুজ্জ্বল জ্ঞাতার্থে পেশ করছি যে, মরুভূমিগুলো পাড়ি দিয়ে এবং ভয়ংকর সব যাত্রার মধ্যদিয়ে আমি মিহরান নামে পরিচিত সিহুনের তীরবর্তী সিন্দ ভূখন্ডে এসে পৌছেছি। বুদ্ধিয়ার আশেপাশে এবং মিহরানের বাগরূর (নিরূন) দুর্গের বিপরীত দিকে অবস্থিত ভূখন্ডটি

www.pathagar.com

দখল করেছি। এই দুর্গটি দাহির রাইয়ের আওতাধীন আলোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বাধা দিতে আসা লোকদের কিছু সংখ্যককে বন্দী করা হয়েছে এবং বাকী লোকেরা পালিয়ে গেছে। ফিরে যাবার জন্য আমীর হাজ্জাজের জরুরী আদেশ পাবার পর আমরা রাজধানীর খুবই নিকটবর্তী নিরূনের পার্বত্যাঞ্চলস্থ দুর্গে ফিরে এসেছি। আশাকরছি, ইনশাল্লাহ রাজকীয় আনুকূল্য ও প্রশংসিত রাজপুরুষের[৪৮] সৌভাগ্যের জোরে কাফেরদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গগুলো জয় করা যাবে, নগরীগুলো দখল হবে এবং আমাদের কোষাগার পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সিস্তান ও সিসামের দুর্গগুলো ইতিমধ্যে দখল করেছি। দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র, তার যোদ্ধা এবং প্রধান প্রধান কর্মকর্তাদেরকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছি। কাফেররা ইসলাম ধর্মে দাখিল হয়েছে অথবা ধ্বংস হয়েছে। মূর্তি পূজার মন্দিরের বদলে মসজিদ এবং অন্যান্য ধর্ম-কর্মের স্থাপনা তৈরি করে দিয়েছি, ধর্ম প্রচারের মিম্বর তৈরি করেছি, খুৎবা পাঠের ব্যবস্থা করেছি, আজান চালু করেছি- যাতে নির্ধারিত ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা যায়। প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় তাকবীর ও সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার তসবীহ পাঠ করা হচ্ছে।

- **মুহাম্মদ কাসিম কর্তৃক হাজ্জাজের ফিরতিপত্র প্রাপ্তি**
- **মুহাম্মদ কাসিমের কাছে দাহির রাইয়ের নিরূন যাত্রার খবর**
- **নিরূনের সামানিদেরকে মুহাম্মদ কাসিমের সম্মান প্রদর্শন**
- **মিহরানের তীরে মুহাম্মদ কাসিমের লড়াই**
- **মুহাম্মদ কাসিমের সাথে মোকা বিন বিসায়া'র চুক্তি**

মোকা বিন বিসায়ার কাছে বানানা বিন হানজালা প্রেরিত : মোকা ও তার অনুসারীরা আটক

বানানা বিন হানজালা তার গোত্রের লোকজন এবং একজন দোভাষীকে নিয়ে নির্দেশিত স্থান যান এবং বিসায়া[৪৯]'র পুত্র মোকাকে তার পরিবার ও তার সুপরিচিত বিশজন ঠাকুর[৫০]সহ আটক করেন। বানানা যখন মোকাকে হাজির করেন তখন মুহাম্মদ কাসিম তাকে দয়া ও সম্মান দেখান এবং বাইত[৫১] রাজ্য তার হাতে তুলে দিয়ে লিখিত ফরমান মঞ্জুর করেন। এছাড়াও পুরস্কার সরূপ তাকে এক লাখ দিরহাম, উপরিভাগে পেখমমেলা ময়ূরের মত দেখতে একটি সবুজ ছাতা (ছত্রি), একটি বসার আসন এবং সম্মানসূচক একটি ঢিলেঢালা পোশাক দেয়া হয়। তার সমস্ত ঠাকুরকেও পোশাক এবং জিন সমেত ঘোড়া দিয়ে আনুকূল্য দেখানো হয়।

ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, মুহাম্মদ কাসিমের কাছ থেকে 'রাণাগি' বা গোষ্ঠী প্রধান হিসাবে সর্বপ্রথম ছত্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন মোকা। মুহাম্মদ কাসিম বাইতের

www.pathagar.com

সীমানার মধ্যকার সমস্ত শহর, মাঠঘাট এবং অধীনস্ত সবই মোকার অনুরোধে তার ও তার বংশধরদের অধীনে দিয়ে দেন। এবিষয়ে মোকার সাথে সুদৃঢ় চুক্তিও সম্পাদন করেন এবং এরপর তাকে নৌকা সংগ্রহের নির্দেশ দেন।

- **মুহাম্মদ কাসিম একজন সিরীয় দূত এবং মাওলানা ইসলামীকে দাহিরের কাছে পাঠান**

দাহির সকাশে দূতগণ

দূতগণ দাহিরের সামনে উপস্থিত হবার পর দেবলের বাসিন্দা মাওলানা ইসলামী তাকে কুর্নিশ করেননি এবং প্রণাম-নমস্কারের কোন ইঙ্গিতও দেখাননি। দাহির তার পরিচয় পেয়েছিলেন। মাওলানার কাছে দাহির জানতে চান, কেন তিনি রীতি অনুযায়ী সম্মানসূচক প্রণাম করলেন না, কেউ তাকে এব্যাপারে বাধা দিয়েছে কিনা ? জবাবে দেবলের মাওলানা বলেন, "আমি যখন আপনার প্রজা ছিলাম তখন আপনার আনুগত্যের নিয়ম মেনে চলাই আমার জন্য সঠিক ছিল কিন্তু এখন আমি ধর্মান্তরিত এবং ইসলামের রাজার প্রজা, তাই আমি এখন একজন কাফেরের সামনে মাথা নত করবো এটা আশা করা যায় না।" একথা শুনে দাহির বলেন, "তুমি যদি আজ একজন দূত না হতে তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করে শাস্তি দিতাম।" জবাবে মাওলানা বলেন, "আপনি আমাকে হত্যা করলে আরবদের কোন ক্ষতি হবে না কিন্তু তারা আমার হত্যার প্রতিশোধ নেবে এবং আপনার কাছ থেকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করে ছাড়বে।"

- **সিরীয় দূত কর্তৃক (দাহিরের দরবারে) তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ঘোষণা**
- **মন্ত্রী সিসাকরের সাথে দাহিরের আলোচনা**
- **দাহিরকে আল্লাফী'র উপদেশ**
- **দাহির রাইয়ের জবাব নিয়ে মুহাম্মদ কাসিমের কাছে দূতদের প্রত্যাবর্তন**
- **হাজ্জাজের কাছ থেকে মুহাম্মদ কাসিমের নির্দেশ প্রাপ্তি**
- **হাজ্জাজের নির্দেশ সম্পর্কে সহকর্মীদেরকে জ্ঞাত করলেন মুহাম্মদ কাসিম**
- **মিহরানের কূলে এসে উপস্থিত হন রাই দাহির**
- **একজন সিরীয়কে হত্যা**
- **মুসা'ব কে সিস্তানে পাঠান মুহাম্মদ কাসিম**
- **বাইত দূর্গে দাহিরের পুত্র জায়সিয়ার আগমন**
- **মুহাম্মদ সাকিফী'র কাছে রাই দাহিরের একটি বার্তা প্রেরণ[২]।**
- **মুহাম্মদ কাসিমের কাছ থেকে তাইয়ার ফিরে যান হাজ্জাজের কাছে**
- **মুহম্মদ কাসিমের কাছে হাজ্জাজের দুই হাজার অশ্ব প্রেরণ**

www.pathagar.com

- **মুহাম্মদ কাসিম (প্রধান প্রধান কর্মকর্তাদের সামনে) হাজ্জাজের নির্দেশনামা পড়ে শোনান**
- **মুহাম্মদ কাসিমের কাছে কিছু সিরকা[৫৩] পাঠান হাজ্জাজ**
- **মিহরানের পশ্চিম তীরে অবস্থানকালে মুহাম্মদ কাসিমের কাছে হাজ্জাজের নির্দেশ পৌঁছে**
- **মুহাম্মদ কাসিমের নদী পাড়ি দেয়ার উদ্যোগ নিয়ে সামানি মন্ত্রীর সাথে কথা বলেন রাই দাহির**

মুহাম্মদ কাসিমের সসৈন্যে নদীর পূর্বপাড়ে যাবার প্রস্তুতি

মুহাম্মদ কাসিম নদী পাড়ি দেয়ার মনঃস্থির করেন, যদিও রাই দাহির মিহরানের তীরে সসৈন্যে এসে আরব সৈন্যদের নদী অতিক্রম প্রচেষ্টা প্রতিহত করার চেষ্টা করতে পারেন- এ আশংকা তার ছিল। তিনি সুলায়মান বিন তিহান কুরাইশীকে অত্যন্ত সাহসের সাথে সসৈন্যে দুর্গের[৫৪] বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে বলেন, যাতে পুত্র ফুফি[৫৫] তার পিতা দাহিরের সাথে মিলিত হতে না পারে। নির্দেশ অনুসারে সুলায়মান ছয়শত অশ্বারোহী নিয়ে সেখানে যান। এছাড়াও মুহাম্মদ কাসিম পাঁচশত সৈন্য নিয়ে একটি রাস্তায় পাহারা দিতে ইবনে আতিয়া তিফলীকে বলেন, যাতে আখামকে প্রতিরোধ করা যায়। আখাম সে রাস্তা দিয়ে গান্ধবাকে সুরক্ষা দেবার জন্য অগ্রসর হতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল। মনুষ্য খাদ্য ও পশুর শুষ্ক খাদ্য সরবরাহের রাস্তা নিরুপদ্রব রাখার ব্যবস্থা করার জন্য মুহাম্মদ কাসিম নিরূনের প্রধান হিসাবে যে সামানি নিযুক্ত ছিলেন তাকে নির্দেশ দেন। মুসা'ব বিন আব্দুর রহমানকে অগ্রবর্তী সৈন্যদের নেতৃত্ব দিতে এবং রাস্তাগুলো নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করতে বলা হয়। মুহাম্মদ কাসিম এক হাজার সৈন্যসহ মাঝামাঝি স্থানে থাকার জন্য নামাসা বিন হানজালা কালাবীকে মোতায়েন করেন এবং বাইতের প্রধান মোকা বিসায়ার সাথে দেড় হাজার সৈন্যসহ যোগ দিতে জাকোয়ান বিন উলোয়ান আল বিকরীকে নির্দেশ দেন। বাইতের ঠাকুর এবং গজনীর জাট- যারা আরবদের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করে তাদের চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন, তাদেরকে সাগরা ও বাইত দ্বীপে অবস্থান করতে বলে দেয়া হয়।

- **নদীর কোন অংশ দিয়ে হেঁটে পার হওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখেন মুহাম্মদ কাসিম**
- **মোকা বিসায়ার নৌকা সংগ্রহের কথা জানতে পারেন দাহির**

www.pathagar.com

বাইতের সরকারের দায়িত্ব রাসিলের হাতে দেন দাহির

মুহাম্মদ কাসিম নদী পার হবার জন্য নৌকা দিয়ে সেতু রচনার উদ্দেশ্যে নৌকা জোগাড় করে সেগুলোকে একটির সাথে আরেকটিকে যখন সংযুক্ত করছিলেন, তখন রাসিল তার কর্মকর্তা ও প্রধানদেরকে নিয়ে নদীর অপর পাড়ে এসে সেই সেতুর শেষপ্রান্ত তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করেন। নদীর পশ্চিম পাড় থেকেও অপর পাড়ের দূরত্ব একই রকম ছিল বিধায় মুহাম্মদ কাসিম নৌকাগুলোকে পশ্চিম পাড়ে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে সেতুর মত করে সংযুক্ত করার নির্দেশ দেন। সেতু রচনার কৌশল হিসাবে একটির সাথে আরেকটি গ্রথিত নৌকাগুলোতে সৈন্যদেরকে অস্ত্রশস্ত্রে সম্পূর্ণ সজ্জিত করে তুলে পূর্ব পাড়ের দিকে ভাসিয়ে দেন[৫৬]। সারির প্রথম দিককার নৌকাগুলোকে তীরন্দাজদের দ্বারা বোঝাই করা হয়েছিল। এই পথে পাহারা দেবার জন্য কাফের পক্ষের যারা মোতায়েন ছিল আরব তীরন্দাজরা তীর বর্ষণ করে তাদেরকে হটে যেতে বাধ্য করে। এর ফলে আরবরা অপর পাড়ে পৌছতে সক্ষম হয় এবং সেই পাড়ের মাটিতে খুঁটি স্থাপন করে সেখানে পৌছা প্রথম নৌকাটিকে শক্ত করে বেঁধে দেয়। এতে করে দ্রুত সেতু তৈরি হয়ে যায়। তখন অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যরা নদী পার হয় এবং যুদ্ধ শুরু করে। কাফেররা পালাতে থাকে এবং ঝামের দরওয়াজা পর্যন্ত তাদেরকে ধাওয়া করা হয়।

- **দাহির খবর পান[৫৭] এবং কাফেরদের পলায়ন ও ইসলামের বিজয়ের সংবাদ আনায় তার রাজকীয় গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক (গৃহাধ্যক্ষ)কে হত্যা করেন**

আরব সৈন্যবাহিনীর অগ্রাভিযান

বাইত দুর্গে পৌছা পর্যন্ত আরব সৈন্যদের কুচ চলতে থাকে এবং সমস্ত অশ্বারোহী ছিল লৌহবর্ম পরিহিত। (দুর্গের কাছে পৌছার পর) সবদিকেই প্রহরা চৌকি বসানো হয়েছিল, সেনা শিবিরের চারপাশে একটি গড়খাই (পরিখা) খনন করে সমস্ত মালপত্র সেখানে জমা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

এরপর মুহাম্মদ কাসিম বাইত দুর্গ থেকে রাওয়ারের দিকে এগুতে থাকেন এবং জেওয়ার[৫৮] (জয়পুর) এসে পৌছেন। রাওয়ার ও জেওয়ারের মাঝামাঝি স্থানে একটি হ্রদ রয়েছে, যেখানে দাহির প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য একদল বাছাই করা সৈন্য মোতায়েন রেখেছিলেন।

- **মুহাম্মদ আল্লাফীর ব্যাপারে দাহিরের একটি অনুরোধ**
- **আল্লাফীর জবাব এবং দাহির কর্তৃক তাকে বহিষ্কারকরণ**
- **আল্লাফীকে নিরাপদে চলে যাবার ব্যবস্থা মঞ্জুর করেন মুহাম্মদ কাসিম**
- **আল্লাফীর সাথে দাহিরের আলোচনা**

www.pathagar.com

- **মুহাম্মদ কাসিম ও হাজ্জাজের মধ্যে পত্র বিনিময়**
- **পর্যবেক্ষণের জন্য জয়সিয়াকে প্রেরণ করেন দাহির**
- **অভিশপ্ত দাহিরের সাথে (মুহাম্মদ কাসিমের) প্রথম যুদ্ধ**

মুহাম্মদ কাসিমের সাথে রাসিলের চুক্তি

রাসিল[৫৯] সম্মান প্রদর্শন করে এবং বিশ্বস্ত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুহাম্মদ কাসিমকে বলেন, "সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছা কেউ খণ্ডাতে পারেনা। আমাকে আপনার আনুগত্যে আবদ্ধ করেছেন বিধায় এরপর থেকে আমি আপনার খেদমত করে যাব এবং কখনো আপনার ইচ্ছার বিপরীত কিছু করবো না। আপনার যে কোন নির্দেশ আমি মেনে চলবো।"

কিছুদিন পর (মুহাম্মদ কাসিম কর্তৃক প্রেরিত সেনাপতি মোকার আগমনে) রাসিল তার পদ হারান[৬০] এবং দেশটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বর্তায় মোকার উপর। রাসিল ও মোকা একমত হয়ে মুহাম্মদ কাসিমকে এগিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। তদনুসারে তিনি সে স্থান থেকে রওনা দেন এবং নারানী নামের গ্রামে এসে পৌছেন। দাহির তখন কাইয়াতে অবস্থান করছিলেন। আরবরা দেখতে পান তাদের এবং দাহিরের শিবিরের মাঝখান দিয়ে একটি বিশাল হ্রদ বয়ে গেছে, যা পার হওয়া খুবই কঠিন। রাসিল বলেন, "হে সর্বাধিক ন্যায়বান ও ধার্মিক অভিজাত পুরুষ, আপনি দীর্ঘজীবী হোন। এই হ্রদ পাড়ি দেয়া অপরিহার্য।" অত:পর রাসিল একটি নৌকা যোগাড় করেন এবং একেক বারে তিন জন করে সমস্ত সৈন্য পার করা পর্যন্ত পারাপার করতে থাকেন। পাড়ে উঠে সৈন্যরা অবস্থান নেয়। রাসিল বলেন, "আপনি যদি আরো একধাপ এগিয়ে যান তাহলে ওয়াধাওয়া নদীর তীরে জেওয়ারে (জয়পুর) গিয়ে পৌছবেন। গ্রামটি আপনার শিবির স্থাপনের উপযুক্ত। এখান থেকে দাহিরের শিবিরের দূরত্ব যতটুকু, সেখান থেকেও ততটুকু। সেখান থেকে আপনি তাদের সামনে ও পিছনে উভয় দিকেই হামলা চালাতে এবং তাদের অবস্থানে সাফল্যের সাথে ঢুকে পড়ে তা দখল করে নিতে পারবেন।" মুহাম্মদ কাসিম এ পরামর্শ গ্রহণ করে জেওয়ার ও ওয়াধাওয়ায় পৌছে যান।

জেওয়ারে মুহাম্মদ কাসিমের আগমন

রাই দাহিরের কাছে খবর পৌছে যে, মুহাম্মদ কাসিম তার আরব সৈন্যদল নিয়ে জেওয়ার পৌছে গেছেন। তার মন্ত্রী সিসাকর এখবর শুনে বললেন, "হায় ! আমরা হেরে গেলাম। সেই জায়গাটির নাম জয়পুর, যার অর্থ বিজয়ের শহর। যেহেতু সেই সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌছতে পেরেছে, তাই তারাই সফল হবে এবং জয়লাভ করবে।" একথা শুনে দাহির রাই অপমানিত বোধ করেন। তার মনে ক্রোধাগ্নি জ্বলে ওঠে এবং তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, "সে হিন্দবাড়ীতে এসে পৌছেছে, এখানে তার হাড্ডির কবর রচিত হয়ে এটা তার জন্য হাড্ডিবাড়ীতে পরিণত হবে।"

www.pathagar.com

দাহির অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সেস্থান থেকে রাওয়ার দুর্গে চলে যান। তিনি তার পরিবার-পরিজন ও মালপত্র দুর্গে রেখে বেরিয়ে আসেন এবং এমন এক স্থানে অবস্থান নেন যেখান থেকে আরব সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের দূরত্ব এক যোজন[৬১]। দাহির সে সময় একজন জ্যোতিষীকে বলেন,"আজ আমি অবশ্যই যুদ্ধে যাব, তাই আমাকে বলুন, বৃহস্পতি এখন স্বর্গের কোথায় অবস্থান করছে এবং হিসাব-নিকাষ করে বলুন, দুই সেনাদলের মধ্যে কারা সফল হবে, ফলাফলই বা কি হবে ?"

জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী

গণনা করে জ্যোতিষী বলেন, "গণনা অনুযায়ী আরব বাহিনীই জয়ী হবে, কারণ বৃহস্পতি এখন মুহাম্মদ কাসিমের পেছনে এবং আপনার সামনে অবস্থান করছে।" একথা শুনে রাই দাহির রেগে যান। তখন জ্যোতিষী বলেন, "রাগ করবেন না, বরং বৃহস্পতির একটি স্বর্ণমূর্তি তৈরি করার নির্দেশ দিন।"

সেটি তৈরি হল এবং দাহিরের ঘোড়ার জিনের চামড়ার সাথে এমনভাবে বেঁধে দেয়া হল যাতে মনে হয় যে, বৃহস্পতি তার পেছনেই রয়েছে। আশা করা হল, এতে বিজয় তার হাতেই ধরা দেবে।

মুহাম্মদ কাসিম আরো কাছাকাছি এসে পৌছেন এবং উভয় সেনাদলের মাঝে দূরত্ব রইল কেবল অর্ধ যোজন।

- **দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ**
- **আরব বাহিনীর সাথে দাহিরের যুদ্ধের তৃতীয় দিন**
- **চতুর্থ দিনের যুদ্ধ**
- **পঞ্চম দিনের যুদ্ধ**
- **ইসলামের সেনাদলের ব্যূহ**
- **মুহাম্মদ কাসিম সাকিফী'র খুৎবা পাঠ**
- **সৈন্যদেরকে উৎসাহ দেন মুহাম্মদ কাসিম**
- **কাফেরদের উপর আরব সৈন্যবাহিনীর হামলা**
- **শুজা হাবসী শাহাদত বরণ করেন**
- **আল্লাহ'র নামে ঝাঁপিয়ে পড়েন মুহাম্মদ কাসিম**

অভিশপ্ত দাহিরকে হত্যা

ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, দাহির ৯৩ হিজরীর ১০ রমজান, বৃহস্পতিবার (৭১২ খৃস্টাব্দের জুন মাস) সন্ধ্যার দিকে নিহত হন। আবুল-লাইস হিন্দি তার পিতার কাছ থেকে যা শুনেছিলেন তার বরাতে আবুল হাসান উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামের

www.pathagar.com

সৈন্য বাহিনী যখন আক্রমণ চালায় এবং বেশীরভাগ কাফের নিহত হয়,তখন হঠাৎ বাম দিক থেকে শোর-চিৎকার ওঠে। দাহিরের মনে হল, এটা তার সৈন্য বাহিনীর দিক থেকে শোনা যাচ্ছে। তিনি জোরে হাঁক দিয়ে বলেন, "এদিকে এসো, আমি এখানে।" মহিলারা তখন তাদের আওয়াজ উচ্চকিত করে বলেন, "হে রাজন, আমরা আপনার নারী, আমরা আরবদের হাতে পড়েছি, আমাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।" দাহির বলেন, "আমি বেঁচে থাকতে কে তোমাদেরকে বন্দী করলো ?" একথা বলেই তিনি তার হাতি মুসলমান সৈন্যদের দিকে চালিয়ে নেয়ার জন্য মাহুতকে নির্দেশ দেন। মুহাম্মদ কাসিম এটা দেখতে পেয়ে তার দাহ্য তৈলাক্ত পদার্থ চুয়ানো তীর নিক্ষেপকারী সৈন্যদের উদ্দেশে বলেন যে, এখন সুযোগ তাদেরই হাতে।

একথা শুনে সেই তীরন্দাজদের মধ্যকার একজন অনুগত শক্তিশালী ব্যক্তি দাহিরের হাওদা লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করার সাথে সাথে হাওদায় আগুন ধরে যায়। আগুনের প্রচণ্ড তাপে হাতিটি তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়ে। ছটফটরত হাতিটিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য দাহির মাহুতকে নির্দেশ দেন। হাতি তার মাহুতের নির্দেশ না মেনে নদীর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাহুত বহু চেষ্টা করেও হাতিটিকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়। দাহির এবং মাহুত নদীর প্রচন্ড ঢেউয়ের মধ্যে পড়েন। কিছু কাফের তাদেরকে উদ্ধারের জন্য পানিতে নেমে পড়ে এবং কেউ কেউ নদীর তীরে এসে দাঁড়ায়। আরব অশ্বারোহীরা সেদিকে এগিয়ে এলেই তারা পালিয়ে যায়। যথেষ্ট পানি পানের পর হাতিটি দুর্গের দিকে রওনা দেয়। এ সময় মুসলমান তীরন্দাজরা সেখানে তীর বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকে। একজন দক্ষ তীরন্দাজ একটি তীর নিক্ষেপ করে, যা দাহিরের বুকে গিয়ে বিদ্ধ হয়। তিনি তার হাওদায় উপুড় হয়ে পড়ে যান। হাতিটি পানি থেকে উঠে এসে মস্তের মত আচরণ করতে থাকে। সেখানে অবস্থানরত কিছু সংখ্যক কাফের হাতিটির পায়ে পিষ্ট হয় এবং অন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। দাহির সে অবস্থায় হাতি থেকে নেমে আসেন এবং একজন আরব সৈন্যের সামনে পড়েন। সেই সাহসী আরব তার তরবারী দিয়ে দাহিরের মাথার ঠিক মাঝ বরাবর কোপ দিয়ে গর্দান পর্যন্ত চিরে ফেলে।

মুসলমান এবং কাফেররা কাছাকাছি এসে পড়ে এবং মরণপণ লড়াই চলতে থাকে। এভাবে লড়তে লড়তে তারা রাওয়ার দুর্গে এসে পড়ে। দাহির যেখানে মরে পড়েছিলেন সেস্থানটি ফাঁকা হয়ে যাবার পর ব্রাহ্মণরা লাশ উদ্ধারের জন্য ছুটে যায়[৬২]। লাশটি তারা সেই নদীর কিনারে মাটি চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখে।

কাফেরদের উপর আরব শ্বেতহস্তি চড়াও হয় এবং কোন (কাফেরদের) চিহ্নও অবশিষ্ট রাখেনি।

- **মুহাম্মদ কাসিম কর্তৃক ঘোষণাপত্র জারি**
- **রাজা দাহিরের স্ত্রী লাডিকে যেভাবে গ্রহণ করা হয়**

www.pathagar.com

- দাহিরের মৃত্যুর বর্ণনা লিখে হাজ্জাজের কাছে প্রেরণ করেন মুহাম্মদ কাসিম
- দাহিরের মাথা ইরাকে প্রেরণ
- মুহাম্মদ কাসিমের সাথে হাজ্জাজ তার কন্যার বিয়ে দেন
- কুফার জামে মসজিদে হাজ্জাজ খুৎবা পাঠ করেন
- বিজয়বার্তাসহ মুহাম্মদ কাসিম কর্তৃক প্রেরিত পত্রের জবাব দেন হাজ্জাজ
- দাহির রাইয়ের আত্মীয়-স্বজনদের আটক

জয়সিয়া রাওয়ার দুর্গে প্রবেশ করেন এবং যুদ্ধের জন্য তৈরি হন

ঐতিহাসিকরা এব্যাপারে একমত যে, দাহির নিহত হবার পর তার পুত্র ও রানী বাঈ (আপন বোন হওয়া সত্ত্বেও যাকে দাহির জোর করে বিয়ে করেছিলেন) তাদের সৈন্য বাহিনী, আত্মীয়-স্বজন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে রাওয়ার দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেন। সাহস, শক্তি ও মর্যাদা নিয়ে গর্বোদ্ধত জয়সিয়া লড়াই করার প্রস্তুতি নেন। মুহাম্মদ আল্লাফীও তার সাথে ছিলেন। যখন দাহিরের মৃত্যু এবং শ্বেতহস্তির হাঁটুর তন্ত্রী কেটে খোঁড়া করে দেয়ার খবর এসে পৌঁছলো, দাহিরপুত্র জয়সিয়া তখন বলেন, তিনি শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য যাবেন এবং আত্মসম্মান ও নাম রক্ষার্থে চরম আঘাত হানবেন, তাতে তার প্রাণ গেলেও ক্ষতি নেই।

মন্ত্রী সিসাকর দেখলেন রাজপুত্র ভালো সিদ্ধান্ত নেননি, রাজা নিহত, সৈন্যরা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ এবং তদুপরি শত্রুর তরবারীর ভয়ে তারা যুদ্ধে অনিচ্ছুক। এ অবস্থায় আরবদের সাথে কিভাবে লড়বেন রাজপুত্র ? তবে তার রাজ্য এখনো বিদ্যমান এবং শক্তিশালী দুর্গগুলো সাহসীযোদ্ধা ও প্রজাদের দ্বারা পরিপূর্ণ রয়েছে। সুতরাং এটাই উপযুক্ত উপদেশ যে, তার উচিত পিতা এবং পূর্বসূরীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্রাহ্মণাবাদের দুর্গে চলে যাওয়া। দাহিরের প্রধান আবাস ছিল সেখানে। সেখানকার কোষাগার এবং গোলাবারুদের ভাণ্ডারগুলো পরিপূর্ণ রয়েছে। সেখানকার লোকেরা চাচের পরিবারের প্রতি বন্ধুবৎসল ও শুভাকাঙ্ক্ষী। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তারা সবধরনের সহায়তা দেবে।

তখন আল্লাফী'র কাছে জানতে চাওয়া হয়, কোনটাকে তিনি সঠিক মনে করেন। জবাবে তিনি জানান, মন্ত্রীর পরামর্শের সাথে তিনি একমত। অত:পর জয়সিয়া তাতে সম্মতি দেন এবং তার সমস্ত পোষ্যজন ও বিশ্বস্ত কর্মচারীদের নিয়ে ব্রাহ্মণাবাদ চলে যান।

দাহিরের স্ত্রী বাঈ কিছু সেনাপতিকে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি হন। তিনি দুর্গের সৈন্য বাহিনীর শক্তি পর্যালোচনা করেন এবং দেখা যায় সেখানে পনের হাজার সৈন্য রয়েছে। তারা সবাই প্রাণ দেবার জন্য তৈরি।

www.pathagar.com

পরদিন সকালে যখন খবর আসে যে, মিহরান ও ওয়াধাওয়া নামে পরিচিত নদীর মাঝামাঝি ভূখণ্ডে দাহির নিহত হয়েছেন, তখন রানীর সাথে যুক্ত সমস্ত রাওয়াত (প্রধান) ও কর্মকর্তারা দুর্গে প্রবেশ করেন। তাদের এই যুদ্ধপ্রস্তুতির খবর পেয়ে মুহাম্মদ কাসিম সেদিকে রওনা দেন এবং দুর্গের দেয়ালের এপাড়ে শিবির স্থাপন করেন।

দুর্গের মধ্যে দামামা এবং শিঙ্গা বেজে ওঠে এবং গড়খাইয়ের পাড়ের উঁচু ঢিবির আড়াল ও দুর্গের বুরুজের মধ্যে পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র বসিয়ে সেখান থেকে বিশাল বিশাল পাথরসহ তীর ও বর্শা ছোঁড়া শুরু হয়।

দুর্গ দখল এবং অগ্নিতে দাহিরের ভগ্নি (স্ত্রী) বাঈ এর আত্মাহুতি

মুহাম্মদ কাসিম তার বাহিনীকে উৎসাহিত করেন এবং খননকারীদেরকে লাগিয়ে দুর্গের দেয়ালের নিচে গর্ত করে ফেলার নির্দেশ দেন। সৈন্যবাহিনীকে তিনি দুইভাগে ভাগ করেন। এক অংশকে দিনের বেলায় পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র, তীর ও বর্শা দ্বারা এবং অপর অংশকে রাতের বেলায় তরল দাহ্যপদার্থ সহযোগে তীর, বর্শা ও পাথর নিক্ষেপ করে যুদ্ধ চালাবার জন্য নিয়োজিত করা হয়। এভাবে দুর্গ প্রাচীরের বুরুজগুলো ভেঙ্গে দেয়া হয়। এসময় দাহিরের বোন ও স্ত্রী বাঈ দুর্গস্থিত সমস্ত নারীকে জড়ো করে বলেন, "জয়সিয়া আমাদের কাছ থেকে আলাদা (দূরে) রয়ে গেছে এবং এদিকে মুহাম্মদ কাসিম এসে পড়েছে। ভগবান না করুন, আমরা যদি এইসব গরুখেকোদের হাতে গিয়ে পড়ি তাহলে সম্ভ্রম হারাবো। আমাদের বাঁচার উপায় শেষ, পালানোর কোথাও কোন সুযোগ আর নেই। তাই এসো, কাঠ, তুলার বস্ত্র এবং তেল যোগাড় করি। কারণ আমি মনেকরি, আত্মাহুতি দিয়ে মৃত স্বামীদের সাথে মিলিত হওয়াই আমাদের কর্তব্য। যদি কেউ এ থেকে আত্মরক্ষা করতে চাও, করতে পার।" অত:পর তারা দুর্গের ভিতরকার একটি ঘরে গিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে আত্মাহুতি দেন।

মুহাম্মদ দুর্গটি দখল করেন এবং সেখানে দুই-তিনদিন অবস্থান করেন। দুর্গের মধ্যে আটক ছয় হাজার যোদ্ধাকে তিনি তরবারীর সাহায্যে এবং কাউকে কাউকে তীর বর্ষণ করে খতম করে দেন। দাহিরের বাকী পোষ্য ও কর্মচারীদেরকে তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিসহ বন্দী করা হয়।

যুদ্ধ বন্দী, নগদ অর্থ ও মালামালের বিস্তারিত বিবরণ

বলা হয় যে, দুর্গটি দখল হবার পর তার সমস্ত ধন-সম্পদ, সম্পত্তি ও অস্ত্রশস্ত্র বিজয়ীদের হস্তগত হয়। কেবলমাত্র জয়সিয়া যা কিছু আগেই নিয়ে গিয়েছিলেন সে সব ছাড়া– সমস্ত সম্পদ-সম্পত্তিই মুহাম্মদ কাসিমের সামনে হাজির করা হয়। বন্দীদের

www.pathagar.com

সংখ্যা গণনা করে দেখা গেল, তারা ত্রিশ হাজার জন। এদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের কন্যারা এবং রাই দাহিরের বোনের (বাঈ এর) এক কন্যাও ছিলেন। দাহিরের এই কন্যার নাম ছিল জয়সিয়া[৬৩]। এদের সবাইকে হাজ্জাজের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কা'ব বিন মাহারাক এর তত্ত্বাবধানে দাহিরের কর্তিত মস্তক ও বন্দীদের এক পঞ্চমাংশ হাজ্জাজের কাছে পাঠানো হয়। দাহিরের মস্তক, নারী ও সম্পদ হাজ্জাজের কাছে পৌঁছলে তিনি সাথে সাথে সেজদায় পড়ে গিয়ে আল্লাহ'র শোকরিয়া আদায় এবং আল্লাহ'র প্রশংসাধ্বনি করে বলেন, আল্লাহ'র সাহায্যের ফলেই এইসব ধন-সম্পদ এবং বিশ্বের এইসব এলাকা তার হাতের মুঠোয় এসেছে।

দাহিরের মস্তক এবং তার ঐশ্বর্যের কিছু প্রমাণ রাজধানীতে প্রেরণ করেন হাজ্জাজ

হাজ্জাজ তখন সেই মস্তক, ছাতা সমূহ, ধন এবং বন্দীদেরকে খলিফা ওয়ালিদের কাছে প্রেরণ করেন। সাথে দেয়া পত্রটি পাঠ করে সব অবগত হয়ে সেই সময়ের খলিফা সর্বশক্তিমান আল্লাহ'র শোকরিয়া আদায় করেন। তিনি বন্দীদের মধ্যেকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের কন্যাদের কাউকে কাউকে বিক্রি করে দেন এবং কাউকে কাউকে পুরষ্কার সরূপ বিলিয়ে দেন। রাই দাহিরের বোনের গর্ভজাত সেই কন্যার উপর যখন তার চোখ পড়ে, তার সৌন্দর্য ও মোহিনী রূপে বিমোহিত হয়ে তিনি নিজের আঙ্গুল কামড়াতে থাকেন বেখেয়ালে। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস মেয়েটিকে পাবার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু খলিফা বললেন, "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ! এই মেয়েটিকে আমি অতিরিক্ত কামনা করে ফেলেছি এবং তার প্রতি এতবেশী মোহিত হয়ে পড়েছি যে, আমি তাকে আমার জন্য রাখতে চেয়েছি। তথাপি তোমার সন্তানের মা বানাবার জন্য তুমিই তাকে নিয়ে যাও।" খলিফার অনুমতি নিয়ে আব্দুল্লাহ মেয়েটিকে নিয়ে যান। দীর্ঘদিন মেয়েটি তার সাথে ছিল, তবে তার গর্ভে কোন সন্তান জন্ম হয়নি।

কিছুদিন পর আরেক পত্রের মাধ্যমে রাওয়ার দূর্গ দখলের সংবাদ আসে। বলা হয় যে, বিজয় সমাধা এবং দেশটির কাজকর্ম গুছানো হয়ে যাবার পর বিজয়ের সে খবর হাজ্জাজের কাছে পৌঁছলে তিনি ফিরতি পত্রে যা বলেন, তা হল :"হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, জীবন উদ্দীপ্তকারী তোমার পত্রখানি আমি পেয়েছি। এটি পেয়ে আমি খুবই সন্তুষ্ট এবং উল্লসিত। চমৎকার এবং সুন্দর উপায়ে সবিশেষ বর্ণনা তুমি দিয়েছ। আমি জেনেছি, তুমি সেখানে যে পন্থা এবং নিয়মনীতি অনুসরণ করেছো তা আইনের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও তুমি বড় ও ছোট, যে যাই হোক সবাইকে সুরক্ষা দিচ্ছ এবং শত্রু-মিত্র কোন পার্থক্য করছো না- এ ব্যাপারগুলো এর বাইরে। আল্লাহ বলেছেন, 'কাফেরদেরকে আশ্রয় দিয়ো না,বরং তাদের গলা কাটো।'[৬৪] জেনে রেখো, এটা মহান আল্লাহ'র নির্দেশ। সুরক্ষা দেয়ার ব্যাপারে তুমি এতবেশী তৎপর হয়োনা, কারণ এতে

www.pathagar.com

তোমার কাজ দীর্ঘায়ীত হবে। এরপর থেকে যারা পদস্থ তাদেরকে ছাড়া কোন শত্রুকে আর আশ্রয় দিয়ো না। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং এটা মেনে চললে তোমার বিরুদ্ধে মর্যাদাহানিকর কোন অভিযোগ উঠবে না। তোমার সাথে আল্লাহ'র রহমত বিরাজ করুক।– কুফা থেকে ৭৩ হিজরীতে লেখা।"

জয়সিয়া ব্রাহ্মণাবাদ থেকে আলোর, বাটিয়া এবং অন্যান্যস্থানে পত্র লিখেন

ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণদের মধ্যকার কিছু ঐতিহাসিক দাহিরের মৃত্যু এবং মুহাম্মদ কাসিমের দু:সাহসিক অভিযান সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, অভিশপ্ত দাহির জাহান্নামে যাবার পর জয়সিয়া ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গে আশ্রয় নেন এবং রাওয়ার দখল করে নেন। জয়সিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং সবদিকে পত্র পাঠান। এরমধ্যে একটি পত্র আরোরের রাজধানীস্থ দুর্গে অবস্থানরত তার ভাই ফুফির কাছে, আরেকটি পত্র বাটিয়া দুর্গে অবস্থানরত তার ভ্রাতুস্পুত্র অর্থ্যাৎ ভাই ধারসায়ার পুত্র চাচের কাছে এবং তৃতীয় পত্রটি বুদ্ধিয়া ও কাইকানানের দিকে অবস্থানরত তার চাচাতো ভাই, অর্থ্যাৎ চন্দরের পুত্র ধাওয়ালের কাছে পাঠানো হয়। পত্রে তিনি দাহিরের মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে তাদের কাছে পরামর্শ চান। তিনি নিজে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে তার যোদ্ধাদের সাথে ব্রাহ্মণাবাদে অবস্থান করতে থাকেন।

বাহরুর এবং ধালিলার যুদ্ধ

মুহাম্মদ কাসিম ব্রাহ্মণাবাদের দিকে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। রাওয়ার এবং সেই নগরীর মাঝে বাহরুর এবং ধালিলা নামের দু'টি দুর্গ রয়েছে, যে গুলোতে ষাট হাজারের মত যোদ্ধা মজুদ ছিল। মুহাম্মদ কাসিম বাহরুর পৌছেন এবং দু'মাস অবরোধ করে রাখেন। যুদ্ধ দীর্ঘায়ীত হতে থাকায় তিনি তার সৈন্যবাহিনীর একাংশকে দিনের বেলা এবং অপরাংশকে রাতের বেলা পালা করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। সৈন্যরা তীর দ্বারা দাহ্য তরল পদার্থ এবং যন্ত্র দ্বারা বড় বড় পাথর এমনভাবে বর্ষণ করে যে, প্রতিপক্ষের সব যোদ্ধা মারা পড়ে এবং দুর্গের দেয়াল ধ্বসে যায়। দুর্গের মধ্য থেকে অনেককে বন্দী করে গোলামে পরিণত করা হয় এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। তারা গোলাম ও লুটের মালের এক পঞ্চমাংশ সরকারী কোষাগারের জন্য আলাদা করে রাখে।

রাওয়ার ও বাহরুর দখলের খবর ধালিলায় পৌছলে সেখানকার অদিবাসীরা বুঝতে পারলো, মুহাম্মদ কাসিম সাংঘাতিক ধরনের অধ্যবসায়ী। তাই তারা ঠিক করলো যে, তার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতেই হবে। বণিকরা হিন্দে পালিয়ে গেল এবং বীর পুরুষরা তাদের দেশ রক্ষায় প্রস্তুতি গ্রহণ করলো।

www.pathagar.com

অবশেষে মুহাম্মদ কাসিম ধালিলায় আসেন। দু'মাসের কম বা বেশী সেখানে তাঁবু ফেলে পড়ে থাকেন। এই অবরোধ যখন দুঃসহ হয়ে ওঠে তখন কোনখান হতে তারা যে আর সৈন্য সহায়তা পাবে না সেটা সেখানকার যোদ্ধারা বুঝতে পারে। অতঃপর তারা কিছু লোককে মৃতের শেষযাত্রার পোশাক পরিয়ে, লোবান জাতীয় সুগন্ধি লাগিয়ে শবযাত্রার মত করে তাদের পরিবার-পরিজনদেরকে দুর্গের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তারা এভাবে দুর্গের বাইরের সেতুর উপর দিয়ে নালজক[৬৫] নদী অতিক্রম করে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা কিছুই টের পেলনা।

ধালিলার প্রধানের পলায়ন

অন্ধকারের পর্দার আড়ালে যখন দিনের আলো হারিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখন মুহাম্মদ কাসিম জানতে পারেন যে, প্রতিপক্ষরা পালিয়ে গেছে। তিনি সাথে সাথে পলাতকদের পিছু ধাওয়া করার জন্য কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দেন। সৈন্যরা সেই সেতু অতিক্রমরত কিছু সৈন্যকে পাকড়াও করে তরবারীর খোরাকে পরিণত করে। এর আগে যারা সেই সেতু পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছিল তারা রামাল রাজ্য এবং সার রাজ্যের মধ্যকার মরুপথ পাড়ি দিয়ে হিন্দুস্তানে পালিয়ে যায়। সার রাজ্যের প্রধানের নাম ছিল দেওরাজ। তিনি ছিলেন দাহির রাইয়ের চাচার পুত্র।

ধালিলা বিজয় এবং এর লুটের মালের এক পঞ্চমাংশ রাজধানীতে খলিফার কাছে প্রেরণ

ধালিলার যুদ্ধে জয়লাভের পর মুহাম্মদ কাসিম যুদ্ধলব্ধ মালের এক পঞ্চমাংশ রাজধানীতে প্রেরণের জন্য কোষাগারে জমা করেন। তিনি বাহরুর ও ধালিলা জয়ের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে হাজ্জাজের কাছে পত্রও প্রেরণ করেন।

মন্ত্রী সিসাকর এসে আশ্রয় চান

মুহাম্মদ কাসিম হিন্দের বিভিন্ন অংশের প্রধানদের কাছে পত্র পাঠিয়ে তাদেরকে নতি স্বীকার এবং ইসলাম গ্রহণের আহবান জানান। দাহিরের মন্ত্রী সিসাকর এ আহবানের কথা শুনে কিছু বিশ্বস্ত কর্মচারীকে পাঠিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। মুহাম্মদ কাসিমের কাছে যাবার সময় তিনি তার দখলে থাকা কিছু মুসলমান মেয়েকে সাথে করে নিয়ে যান এবং বলেন, হাজ্জাজের কাছে সাহায্য চেয়ে যারা আর্তনাদ[৬৬] করেছিল, এরাই হল সেই নারী।

মন্ত্রী হিসাবে সিসাকরের নিয়োগ

সিসাকরকে মুহাম্মদ কাসিম খুবই সম্মান দেখান এবং তাকে স্বাগত জানাতে প্রধান প্রধান কর্মকর্তাদেরকে পাঠান। মুহাম্মদ কাসিম তাকে ব্যাপকভাবে সম্মানীত করেন,

www.pathagar.com

দয়া দেখান এবং মন্ত্রীর পদ প্রদান করেন। অত:পর সিসাকর মুসলমানদের পরামর্শদাতায় পরিণত হন। তাকে মুহাম্মদ কাসিম সমস্ত গোপন বিষয়াদি বলতেন, সব সময় তার উপদেশ গ্রহণ করতেন এবং সরকারের সমস্ত বেসামরিক ব্যাপার, তার রাজনৈতিক পদক্ষেপ সমূহ এবং সাফল্য দীর্ঘায়ীত করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতেন। মুহাম্মদ কাসিমকে সিসাকর বলতেন, এই ন্যায়পরায়ণ আমীর (নেতা বা সর্বোচ্চ প্রশাসক অর্থ্যাৎ মুহাম্মদ কাসিম) যে সমস্ত নিয়ম-নীতি ও আইন জারি করেছেন তা হিন্দের সমস্ত রাজ্যে তার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। এর দ্বারা তিনি সমস্ত শত্রুকে শায়েস্তা এবং জয় করতেও সক্ষম হবেন। কারণ, তার অনুশাসন সমস্ত প্রজা ও বণিকদের জন্য প্রশান্তিদায়ক, তিনি রাজস্ব আদায় করছেন পূর্ব থেকে চলে আসা নিয়মে, কারো উপরে নতুন ও অতিরিক্ত দাবীর বোঝা তিনি চাপাননি এবং তিনি তার সমস্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে সেভাবেই কাজ করার নির্দেশ দেন।

নুবা বিন ধারণ বিন ধালিলার হাতে ধালিলার শাসন ক্ষমতা অর্পণ

কিছু লোক বলে, ধালিলা[৬৭] জয়ের পর ধারণের পুত্র নুবাকে মুহাম্মদ কাসিম ডেকে পাঠান এবং তার সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, তাকে সম্মানে ভূষিত করেন এবং দুর্গসহ পূর্ব থেকে পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত ধালিলার অধীনস্ত পুরো অঞ্চলের শাসনকর্তার দায়িত্ব তার হাতে অর্পণ করেন। সেখান থেকে ব্রাহ্মনাবাদের দূরত্ব ছিল এক যোজন। দাহিরের পুত্র জয়সিয়া সেখানে বসে খবর পান যে, মুসলমান সৈন্যবাহিনী আসছে।

জলওয়ালী হ্রদের তীরে আরববাহিনীর আগমন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য সেখানকার জনগণের কাছে একজন দূত প্রেরণ

মুহাম্মদ কাসিম ধালিলা থেকে রওনা দেন এবং ব্রাহ্মণাবাদের পূর্ব দিকে প্রবাহিত জলওয়ালীর তীরে শিবির স্থাপন করেন। তিনি কিছু বিশ্বস্ত বার্তাবাহককে পাঠিয়ে ব্রাহ্মণাবাদের জনগণকে বশ্যতা স্বীকার, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও জিজিয়া কর প্রদানের আহবান জানান এবং এটাও তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তারা যদি তা না করে, তাহলে অবশ্যই যেন যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়।

বার্তাবাহকরা আসার আগেই দাহিরের পুত্র জয়সিয়া জানির[৬৮] চলে যান। সেই নগরীর প্রধানদের মধ্য হতে ষোলজনকে বেছে নিয়ে নগরীর চারটি দ্বারের একেকটিতে চার জন করে তাদেরকে সৈন্যবাহিনীর একাংশের সাথে প্রহরার কাজে নিয়োজিত করেন তিনি। নগরদ্বার গুলোর একটিকে বলা হত জাওয়েতারি এবং এখানেও চারজন প্রধান মোতায়েন ছিলেন। এদের একজনের নাম ভারান্দ, অন্যরা হলেন সাতিয়া, মালিয়া এবং চতুর্থজন সালহা।

www.pathagar.com

রজব মাসের প্রথমদিকে মুহাম্মদ কাসিম সেখানে পৌছেন

মুহাম্মদ কাসিম সেখানে পৌছে গড়খাই খনন করার নির্দেশ দেন। পহেলা রজব শনিবার যুদ্ধ শুরু হয়। কাফেররা প্রতিদিন দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং রণবাদ্য বাজায়। তাদের দলে চল্লিশ হাজারের মত যোদ্ধা ছিল। দিনের শুরু থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উভয়পক্ষ প্রচন্ড লড়াই চালাতে থাকে। তারকাদের রাজা যখন আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন তারাও ফিরে যায়। মুসলমানরা তাদের গড়খাইয়ে ঢুকে পড়ে এবং কাফেররা তাদের দুর্গের মধ্যে চলে যায়। এভাবে কেটে যায় ছয় মাস। দুর্গ দখলের ব্যাপারে মুহাম্মদ কাসিম হতাশ এবং বিষন্ন হয়ে পড়েন। ৯৩ হিজরীর জিলহজ্ব মাসের শেষে (অক্টোবর ৭১২ খৃঃ) রবিবার বাটিয়া নামে পরিচিত রামাল রাজ্যে পালিয়ে যাওয়া জয়সিয়া সে স্থান থেকে ফিরে এসে রাস্তাঘাটগুলোর দখল নেয়া শুরু করে মুসলমান সৈন্য বাহিনীকে দুর্দশার মধ্যে ফেলে দেন।

মোকার কাছে বার্তাবাহক প্রেরণ

মুহাম্মদ কাসিম তার একজন বিশ্বস্ত খাদেমকে মোকা বিসায়ার কাছে পাঠিয়ে খবর দেন যে, জীবজন্তুর শুষ্ক খাবার সরবরাহের পথে বাধা সৃষ্টি করে জয়সিয়া অবিরত তাকে হেনস্থা করে চলেছে এবং বিরাট সমস্যার মধ্যে রেখেছে। তিনি এ থেকে নিস্কৃতি লাভের উপায় জানতে চান। মোকা বলেন, জয়সিয়া যেহেতু খুবই নিকটে তাই তিনি (মোকা) সেদিকে রওনা দেয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। অত:পর জয়সিয়াকে তাড়িয়ে দিতে তিনি তার সৈন্য বাহিনীর একটি বিরাট বিশ্বস্ত অংশকে পাঠিয়ে দেন।

জয়সিয়ার জয়পুর গমন

বানানা বিন হানজালা কালাবি, আতিয়া সা'লবি, সারাম বিন আবু সারাম হামাদানি ও আব্দুল মালিক মাদানীকে তাদের অশ্বারোহীসহ এবং মোকা বিসায়াকে তাদের প্রধান হিসাবে, এছাড়াও যাজিম বিন ওমর ওয়ালাদিহিকে একটি সৈন্যদল ও রসদ সামগ্রীর সরবরাহসহ প্রেরণ করা হয়। জয়সিয়া আরব সৈন্যদলের এই অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে সে স্থান হতে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পরিবার-পরিজন সাথে নিয়ে মরুপথ পাড়ি দিয়ে জয়পুর ভূখণ্ডের জানকান, আওয়ারা ও কায়া'য় উপনীত হন। আল্লাফী তাকে ত্যাগ করে চলে যান। জয়সিয়া তখন তাকিয়া ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং রয়াম সীমান্তবর্তী রোস্তার দিকে গিয়ে কাশ্মীরের রাজার আনুগত্য স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই ভূখন্ডের সর্বত্রই পতিত ও মরুভূমি। সে স্থান থেকে তিনি পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত রাজধানীর সেই রাই (কাশ্মীর রাজ) এর কাছে পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি বলেন, স্বেচ্ছায় এবং আন্তরিক মনোভাব নিয়ে তিনি তার কাছে আশ্রয় নিয়ে অপেক্ষা করার জন্য এসেছেন।

www.pathagar.com

দাহির পুত্র জয়সিয়ার রাণার কাছে গমন

কাশ্মীর রাইয়ের সামনে পত্রটি পঠিত হবার পর কাশ্মীরের অধীনস্ত শা-কালহা[৬৯] নামক স্থানটি জয়সিয়াকে জায়গীর দেয়ার জন্য রাই নির্দেশ জারি করেন।

দাহির পুত্র জয়সিয়াকে উপহার প্রদান করেন কাশ্মীর রাই

যেদিন তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে সেদিন কাশ্মীর রাই জিনসহ পঞ্চাশটি ঘোড়া এবং দুইশত প্রস্ত পোশাক পরিচ্ছদ জয়সিয়ার কর্মকর্তাদের জন্য প্রদান করেন। সেই সাথে অতিথিদের দেখাশোনা করার জন্য সিরীয় সামা'র পুত্র হামিমকে শা-কালহা জায়গীরে পাঠিয়ে দেন কাশ্মীর রাই। রাই কাশ্মীরের সাথে সাক্ষাতের জন্য জয়সিয়া যখন দ্বিতীয়বারের মত যান, তখন আবারো তাকে বিরাট ইজ্জত-সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং একটি ছাতা (রাজছত্রি), বসার আসন (কেদারা) ও অন্যান্য উপহার তাকে দেয়া হয়। বড় বড় রাজাদেরকেই কেবল এই ধরনের সম্মান দেখানো হত। ব্যাপক মর্যাদা ও জাঁকজমক সহকারে সেই সমতল ভূখণ্ডে (শা-কালহায়) জয়সিয়া নতুন মেয়াদেও তার জায়গীর পুনঃপ্রাপ্ত হন। কিছুকাল অবস্থানের পর সেই শা-কালহাতেই তিনি পরলোক গমন করেন। হামিম বিন সামা তার জায়গীরের উত্তরাধিকারী হন এবং তার বংশধররা অদ্যাবধি[৭০] সেখানে অবস্থান করছেন। হামিম সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ব্যাপক শ্রদ্ধা-ভক্তির অধিকারী হন। কাশ্মীরের রাজা তাকে খুবই সম্মান করতেন।

জয়সিয়া এর আগে জয়পুরে অবস্থানকালে আলোরে অবস্থানরত দাহিরপুত্র ফুফি'র কাছে পত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি দেশত্যাগের কারণ তাকে জানিয়েছিলেন এবং ফুফি যেখানে অবস্থান করছেন সে অংশের উপর কর্তৃত্ব ধরে রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। চিঠিটি পড়ে এবং জয়সিয়ার জয়পুর চলে যাবার কথা জেনে ফুফি খুবই উৎসাহবোধ করেন।

মুহাম্মদ কাসিম ব্রাহ্মণাবাদে যখন ছয় মাস ধরে যুদ্ধ করছিলেন এবং যুদ্ধ প্রলম্বিত হচ্ছিল, তখন জানিসার থেকে জয়সিয়ার (আরো দূরের পথে চলে যাবার) খবর পেয়ে নগরীর চার জন প্রধান বণিক জাবেতারি নামে পরিচিত দুর্গদ্বারে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসেন। তারা বলেন, আরবরা পুরো ভূখণ্ড জয় করে ফেলেছে, দাহির নিহত হয়েছেন, জয়সিয়া এখন রাজা এবং দুর্গটি ছয় মাস ধরে অবরুদ্ধ। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মত শক্তি বা সম্পদ কোনটাই আমাদের নেই, তাদের সাথে শান্তি স্থাপনও আমরা করতে পারছিনা। আরকিছু দিন তিনি (মুহাম্মদ কাসিম) যদি এভাবে অবস্থান করতে থাকেন তাহলে অবশেষে তিনিই বিজয়ী হবেন এবং তখন তার কাছে আশ্রয় চাইবার আর কোন মুখ আমাদের থাকবেনা। সেই সৈন্যবাহিনীর সামনে দাঁড়াবার কোন সক্ষমতা আমাদের আর নেই। চল, এখন আমরা সবাই একত্রিত হয়ে কাসিমের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে তাকে পরাভূত করি অথবা সে যাত্রা আমরা নিজেরাই প্রাণ দিই, এতে শান্তিস্থাপন সম্ভব হতেও পারে। হয়ত এতে হাতের কাছে

www.pathagar.com

যাদেরকে তারা পাবে তাদেরকেই হত্যা করবে, কিন্তু বাকী সব লোক, বণিক, কারিগর ও কৃষক– সবাই সুরক্ষা পেয়ে যাবে। যদি তারা কোন আশ্বাস পেয়ে যায় তাহলে সেটাইতো ভালো।

অবশেষে স্থির হয় যে, শর্ত ঠিক করে দুর্গটি তার হাতে তুলে দেয়া হবে। তারা আশা করে, এর ফলে তিনি তাদেরকে সুরক্ষা দেবেন এবং তারা যদি আনুগত্য সহকারে তার আইনকানুন মেনে চলে তাহলে তিনি তাদের সমর্থকই হবেন।

এই মতের প্রতি সবাই সম্মতি জানায়। বার্তাবাহক পাঠিয়ে (গোপনে) তারা নিজেদের এবং পরিবার-পরিজনদের জন্য অনুনয় বিনয় করে আর্জি জানায়, যাতে তাদেরকে মেরে ফেলা বা বন্দী করা না হয়।

আনুগত্যের বিশ্বাসযোগ্য অঙ্গীকারের বিনিময়ে তাদের আশ্রয়লাভ

তাদের বিশ্বাসযোগ্য অঙ্গীকারের বিনিময়ে মুহাম্মদ কাসিম তাদেরকে সুরক্ষা দেন, তবে তাদের সৈন্যদেরকে হত্যা এবং তাদের সমস্ত অনুসারী ও পোষ্যদেরকে বন্দী করা হয়। বন্দীদের মধ্যে যাদের বয়স ত্রিশ বছর পর্যন্ত, যারা কর্মক্ষম– তাদের সবাইকে তিনি গোলামে পরিণত করেন এবং প্রত্যেকের জন্য একটা মূল্য নির্ধারণ করে দেন।

হাজ্জাজের সমস্ত প্রধান কর্মকর্তাকে মুহাম্মদ কাসিম ডেকে একত্র করেন এবং একটি বার্তা শুনিয়ে তাদেরকে বলেন যে, ব্রাহ্মণাবাদ থেকে দূতরা এসেছেন, তারা কি বলতে চান তা শোনা দরকার। এরপর সতর্কতার সাথে একটা যথার্থ জবাব তৈরি করে তাদেরকে দিতে হবে।

মোকা বিসায়ার মতামত

মোকা বিসায়া বলেন, "হে মহানুভব! এই দুর্গটি হিন্দের সমস্ত নগরীর মধ্যকার প্রধান দুর্গ। রাজ্যের নরপতি এখানেই বাস করেন। যদি এটাকে দখল করতে পারেন, তাহলে পুরো হিন্দ আপনার দখলে চলে আসবে। শক্তিশালী সমস্ত দুর্গের পতন ঘটবে এবং আমাদের শক্তিমত্তা সম্পর্কে ভয় বৃদ্ধি পাবে। জনগণ তখন দাহিরের বংশধরদের সাথে নিজেরাই সম্পর্ক ছিন্ন করবে, কেউ কেউ পালিয়ে যাবে এবং অন্যরা আপনার শাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করবে।"

হাজ্জাজের সাথে মুহাম্মদ কাসিমের যোগাযোগ

মুহাম্মদ কাসিম সমস্ত ঘটনা হাজ্জাজকে জানান এবং ঐ সমস্ত লোকদের (ব্রাহ্মণাবাদের)কে তার আদেশনামা দ্বারা উৎসাহিত করেন। তিনি তাদের সাথে আলাপ করে একটি সময় ঠিক করে নেন এবং তারা বলে যে, নির্ধারিত দিনে (পরিকল্পনা

www.pathagar.com

অনুসারে) তিনি (মুহাম্মদ কাসিম) তাওয়েতারি দরওয়াজার কাছে আসবেন, সেই দরওয়াজার ভিতর থেকে তারা (দুর্গের সৈন্যদের সাথে মিলে) হামলা করার জন্য বেরিয়ে আসবে। তারা কাসিমের বাহিনীর কাছাকাছি চলে এলেই আরবরা পাল্টা আক্রমণ করবে এবং যুদ্ধের মাঝেই এক পর্যায়ে তারা (আপোষকারীরা) পালিয়ে দুর্গের দ্বার খোলা রেখে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়বে।

এদিকে কিছুদিন পর ঐ লোকদেরকে আশ্রয় দেয়া এবং তাদের সাথে কৃত চুক্তি বিশ্বস্ত তার সাথে কার্যকর করা তার অবশ্য কর্তব্য- এই মর্মে হাজ্জাজের কাছ থেকে পত্রের জবাব পান মুহাম্মদ কাসিম।

এরপর (পরিকল্পনা অনুসারে) দুর্গের সেই লোকেরা অল্প সময়ের জন্য লড়াইয়ে আসে এবং তখন আরবরা পাল্টা আক্রমণ চালালে তারা দুর্গের দ্বার খোলা রেখেই পালিয়ে দুর্গে ঢুকে পড়ে। আরবরা দ্বারের দখল নেয়। পুরো সৈন্যবাহিনী তা অনুসরণ করে এবং দেয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ে। মুসলমানরা তখন 'আল্লাহু আকবর' বলে আওয়াজ তোলে।

দুর্গের লোকেরা যখন দেখলো মুসলমানরা বিজয়ী হতে চলেছে, তখন তারা পূর্বদিকের দ্বারও খুলে দেয় এবং দ্রুত পলায়ন করে। মুসলমানরা জয়লাভ করে, তবে মুহাম্মদ কাসিম তাদেরকে নির্দেশ দেন, যাতে লড়াই করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে ছাড়া আর কাউকে যেন হত্যা করা না হয়।

আরব সৈন্যরা অস্ত্রধারী লোকদেরকে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, সম্পদ, পোষ্য ও পরিবার-পরিজনসহ আটকের পর মুহাম্মদ কাসিমের সামনে হাজির করে। যারা মাথা নিচু করে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছে তাদের প্রত্যেককে মুক্তি দান করে তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে গিয়ে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়।

জয়সিয়া এবং দাহিরপত্নীর প্রতিরোধ

ব্রাহ্মণাবাদের বয়স্কলোকদের বরাত দিয়ে বলা হয় যে, ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গ যখন দখল হয়ে যাচ্ছিল, তখন দাহির রাইয়ের আরেক স্ত্রী লাডি- যিনি দাহিরের মৃত্যুর পর থেকে সেখানে তার পুত্রসহ[৭১] অবস্থান করছিলেন- উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "আমি কিভাবে এই শক্তিশালী দুর্গ ও আমার পরিবারকে ত্যাগ করবো? আমাদের এখন করণীয় হল, আমরা এখানেই অবস্থান করবো, শত্রুকে পরাভূত করবো এবং বাড়ী-ঘর ও বাসস্থানগুলো রক্ষা করবো। যদি আরব সৈন্যবাহিনী সফল হয়, তাহলে আমি অবশ্যই ভিন্নপথ খুঁজে নেব।"

তিনি এরপর তার সমস্ত সম্পদ ও সঞ্চিত মূল্যবান জিনিসপত্র বের করে এনে সৈন্যদের মাঝে বিলিয়ে দেন। দুর্গের একটি দ্বারে যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন তিনি সেখানে গিয়ে

www.pathagar.com

তার সেই সাহসী যোদ্ধাদেরকে উৎসাহ যোগাতে থাকেন। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নেন যে, দুর্গটি যদি হাতছাড়া হয়েই যায় তাহলে তিনি তার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও সন্তানদের নিয়ে আগুনে আত্মাহুতি দেবেন।

হঠাৎ দুর্গটি দখল হয়ে যায় এবং পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা দাহিরের সেই প্রাসাদের দ্বারে এসে তাদের পোষ্যদের বের করে আনেন। লাডি বন্দী হন।

দুই কুমারী কন্যাসহ দাহিরপত্নী লাডি আটক

লুটের মাল এবং যুদ্ধ বন্দীদেরকে কাসিমের সামনে হাজির করে যখন তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া হয়, তখন দেখা যায় যে, দাহিরের স্ত্রী লাডি, দাহিরের অন্যান্য স্ত্রী এবং দুই কন্যাসহ বন্দী হয়েছেন। তাদের মুখের উপর ঘোমটা টানা ছিল। তাদেরকে আলাদা করে রাখার জন্য একজন কর্মচারীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। বন্দীদের মধ্যকার এক পঞ্চমাংশকে বেছে নিয়ে আলাদা করা হয়। গণনা করে দেখা যায়, তাদের সংখ্যা বিশ হাজারের মত। বাকী বন্দীদেরকে সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়।

দক্ষ কারিগরদেরকে সুরক্ষা প্রদান

দক্ষ কারিগর, বণিক ও সাধারণ জনগণ এবং ঐসব শ্রেণীর আরো যাদেরকে আটক করা হয়েছিল, তাদের সবাইকে মুক্তি দেয়া হয়। তবে যারা তরবারী হাতে লড়াই করতে ইচ্ছুক ছিল তাদের ব্যাপারে তিনি (কাসিম) নির্মম হন। বলা হয় যে, ছয় হাজারের মত যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছিল। কারো কারো মতে, ষোল হাজার জনকে হত্যা করা হয়েছিল এবং বাকী লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক দাহিরের সাথে সম্পর্ক অস্বীকার

বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন বন্দীদের মাঝে দাহিরের সাথে সম্পর্কযুক্ত (বা আত্মীয়) কাউকে পাওয়া গেল না, তখন নগরীর বাসিন্দাদেরকে সে ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। তবে তারা কেউ কোন তথ্য বা ইঙ্গিত দেয়নি। পরদিন তারা এক হাজার জনের মত মাথা মুড়ানো ও শ্মশ্রুবিহীন ব্রাহ্মণকে ধরে কাসিমের কাছে নিয়ে আসে।

মুহাম্মদ কাসিমের কাছে ব্রাহ্মণদের আগমন

তাদেরকে দেখে মুহাম্মদ কাসিম জানতে চান, তারা কোন্ সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত এবং তার কাছে আগমনের হেতু কি ? তারা জবাবে বলেন, "হে বিশ্বস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি! আমাদের রাজা একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। আপনি তাকে হত্যা করেছেন এবং তার দেশ দখল করেছেন। আমরা কেউ কেউ তার কাজের প্রতি অনুগত ছিলাম, তার জন্য জীবনও বিলিয়ে দিয়েছি। বাকী যারা রয়েছি, আমরা তার জন্য শোক করছি, সে জন্য

www.pathagar.com

হলুদ রঙের পোশাক[৭২] পরেছি এবং মাথার চুল ও দাড়ি ফেলে দিয়েছি। এখন এই দেশটি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আপনার দখলে দিয়েছেন। হে ন্যায়পরায়ণ প্রভু, আমরা আনুগত্য সহকারে আপনার কাছে জানতে এসেছি, আমাদের ব্যাপারে আপনার আদেশ কি ?"

মুহাম্মদ কাসিম ভাবতে লাগলেন। তিনি বললেন, "আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি, এরা ভালো, বিশ্বস্ত লোক। আমি তাদেরকে সুরক্ষা দিচ্ছি, তবে এই শর্তে যে, দাহিরের পোষ্য বা অধীনস্ত ব্যক্তিরা যেখানেই থাকুক তাদেরকে তারা আমার কাছে হাজির করবেন।"

অত:পর তারা গিয়ে লাডিকে নিয়ে আসেন। মুহাম্মদ কাসিম রাসুল (সা:) এর আইন অনুযায়ী সমস্ত প্রজার উপর কর ধার্য করে দেন। যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদেরকে দাসত্ব, রাজস্ব ও জিজিয়া থেকে নিস্কৃতি দেয়া হয়। যারা তাদের ধর্ম পরিবর্তন করেনি তাদের উপর তিন ধরনের করারোপ করা হয়। প্রথম ধরনের কর ধার্য হয় বড় লোকদের জন্য। এ করের পরিমাণ ছিল ওজনে আটচল্লিশ দিরহামের সমান রৌপ্য। দ্বিতীয় ধরনের কর ছিল চব্বিশ দিরহাম এবং সর্বনিম্ন ধরনের ছিল বারো দিরহাম। নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, যারাই মুসলমান হবে, সাথে সাথে তাদেরকে সমস্ত কর থেকে মুক্তি দেয়া হবে। তবে যারা তাদের পুরনো ধর্ম অনুসরণ করতে ইচ্ছুক তাদের অবশ্যই কর ও জিজিয়া দিতে হবে।

কারো কারো মাঝে তাদের পুরনো ধর্ম অনুসরণ করার প্রতি অনুরাগ দেখা গেল। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম আঁকড়ে থাকার জন্য কর দেয়াই সাব্যস্ত করলো। তবে তাদের ভূমি এবং সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়নি।

দেশের পদস্থ কর্মকর্তা (শাসক)দের হাতে ব্রাহ্মণাবাদের দায়িত্ব অর্পিত

অত:পর মুহাম্মদ কাসিম প্রত্যেক শাসককে তার সক্ষমতা ও উপযুক্ততা অনুসারে রাজস্বের অংক নির্ধারণ করে দেন। তিনি দুর্গের চারটি দ্বারের প্রত্যেকটিতে সৈন্য মোতায়েনের ব্যবস্থা করেন এবং তাদের দায়িত্ব সেই পদস্থ কর্মকর্তা (শাসক)দের হাতে অর্পণ করেন। তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্টির নিদর্শন সরূপ হিন্দের রাজার রীতি অনুযায়ী জিনসহ অশ্ব এবং হাত ও পায়ে পরিধানের অলংকার প্রদান করেন। তিনি বিশাল গণদরবারে তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে বসার আসনও নির্ধারণ করে দেন।

জনগণকে কারিগর, বণিক ও কৃষক– এই তিন শ্রেণীতে চিহ্নিতকরণ

বণিক, কারিগর ও কৃষকসহ সমস্ত জনগণকে তাদের স্ব স্ব শ্রেণী অনুযায়ী আলাদাভাবে ভাগ করা হয়। গুনে দেখা গেল, তাদের সংখ্যা উচ্চ ও নীচ মিলিয়ে দশ হাজার। যেহেতু তাদের সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছিল তাই তাদের প্রত্যেকের একেকজনকে

www.pathagar.com

বারো দিরহাম ওজনের রৌপ্য দেবার জন্য মুহাম্মদ কাসিম নির্দেশ দেন। তিনি নগরী ও গ্রামগুলো থেকে নির্ধারিত কর সংগ্রহ করার জন্য গ্রামবাসীদের মধ্য হতেই উপযুক্ত ব্যক্তিদের এবং প্রধান প্রধান নাগরিকদেরকে নিযুক্ত করেন– যাতে সবার মাঝে মানসিক শক্তি তথা ন্যায্যতা ও সুরক্ষার একটা অনুভূতি বিরাজ করে।

এসব দেখে ব্রাহ্মণরাও এসে তাদের বিষয়টি তুলে ধরেন। হিন্দে তারাই শ্রেষ্ঠ বর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছেন। তাদের সেই শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নগরীর বিশিষ্ট ও প্রধান প্রধান নাগরিকরাও সাক্ষ্য দেন। মুহাম্মদ কাসিম তাদের মর্যাদা বজায় রাখেন এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিশ্চয়তা বিধান করে আদেশ জারি করেন। তাদেরকে কোন ধরনের বিরোধিতা ও সহিংসতা থেকেও সুরক্ষা দেয়া হয়। তাদের প্রত্যেককে একেকটি কাজ দেয়া হয়। কারণ, কাসিম আস্থাশীল ছিলেন যে, তারা কখনো অসততা করবেন না। রাই চাচের মত তিনি তাদের প্রত্যেকের উপর একটি দায়িত্ব দিয়ে দেন। সমস্ত ব্রাহ্মণকে তিনি তার সামনে হাজির করার নির্দেশ দেন। তাদেরকে হাজির করা হলে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, তারা দাহিরের সময়ও বড় বড় দায়িত্ব পালন করতেন, তাই তারা নিশ্চয়ই নগরী এবং শহরতলীগুলো সম্পর্কে খুব ভালো খবরাখবর রাখেন। যদি এমন কোন চমৎকার গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তি তাদের নজরে পড়ে, যিনি তার (কাসিমের) সুবিবেচনা ও দয়া পাবার যোগ্য– তাহলে সেই ব্যক্তিকে যেন সাথে সাথে তার সামনে আনা হয়, যাতে তিনি সেই ব্যক্তিকে আনুকূল্য ও পুরস্কার প্রদান করতে পারেন। তিনি তাদের সততা ও ধর্মপরায়ণতার ব্যাপারে আস্থাশীল ছিলেন বলেই এইসব দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করেছিলেন এবং দেশের সমস্ত কাজকর্ম তাদের (ব্রাহ্মণদের) অধীনে ন্যস্ত করার কথা বলেছিলেন। এইসব দায়িত্ব তাদের উপর যেভাবে অর্পণ করা হয়েছে, তেমনি তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপরও অর্পিত থাকবে বলে আদেশ জারি করা হয়। এ দায়িত্ব প্রত্যাহার বা হস্তান্তর করা যাবে না বলেও আদেশে উল্লেখ করা হয়।

ব্যাপক আস্থা নিয়ে ব্রাহ্মণরা গ্রামে ফিরে যায়

অত:পর ব্রাহ্মণ এবং সরকারী কর্মকর্তারা জেলায় জেলায় ফিরে গিয়ে বলতে থাকে যে, "হে জনগণের প্রধান ও নেতাগণ, নিশ্চিত জেনে রাখো, দাহির নিহত হয়েছেন এবং আমাদের শক্তির অবসান হয়েছে। হিন্দ ও সিন্দ এর সকল অংশে আরবদের শাসন শক্ত করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের শহর ও গ্রামের বড়-ছোট সব মানুষ এখন সমান। আমাদের মত বিনয়ী ব্যক্তিদের প্রতি মহান সুলতান আনুকূল্য দেখিয়েছেন এবং আরো জেনে রাখো, তোমাদেরকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করার জন্যই তিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। আমরা যদি আরবদের আনুগত্য না করি তাহলে আমাদের কোন সম্পত্তি যেমন থাকবেনা, তেমনি জীবন ধারণের কোন উপায়ও থাকবেনা। কিন্তু এই প্রভুর

www.pathagar.com

আনুকূল্য ও দয়া আমাদের প্রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এই আশায় আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। বর্তমানে আমরা বাড়ীঘর থেকে বিতাড়িত নই। তবে তোমাদের উপর যে রাজস্ব ধার্য হয়েছে সেটা যদি সহ্য করতে অথবা এই ভারী বোঝা মেনে নিতে না পারো তাহলে চল আমরা পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে হিন্দ বা সিন্দের অন্য কোথাও কোন চমৎকার সুবিধাযুক্ত স্থানে চলে যাই, যেখানে তোমরা নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। জীবন হচ্ছে সমস্ত আশীর্বাদের শ্রেষ্ঠ। তবে আমরা এই ভয়ানক ঘূর্ণিবায়ু থেকে যদি পালাতে পারি এবং এই সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে আমাদের জীবন বাঁচাতে পারি তবেই সেপথে গিয়ে আমাদের সম্পদ ও সন্তানরা নিরাপদ হবে।"

নগরবাসীদের উপর কর নির্ধারণ

তখন নগরীর সব বাসিন্দা এসে রাজস্ব দেবার ব্যাপারে সম্মতি জানায়। তারা প্রদেয় অর্থের অংক মুহাম্মদ কাসিমের কাছ থেকে জেনে নেয়। যে সব ব্রাহ্মণকে তিনি রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন তাদের প্রতি সম্মান রেখে তিনি বলেন, "জনগণ ও সুলতানের মধ্যেকার সমস্ত কাজকর্ম সততার সাথে সম্পাদন করুন। যদি কখনো বন্টনের ব্যাপার আসে, তাহলে সমভাবে বন্টন করবেন এবং যার যার সাধ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজস্ব নির্ধারণ করবেন। নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখবেন এবং একে অন্যের বিরোধিতা করবেন না, যাতে দেশ দুর্দশায় না পড়ে।"

জনগণকে মুহাম্মদ কাসিমের উপদেশ

প্রত্যেক লোককে মুহাম্মদ কাসিম পৃথক পৃথকভাবে উপদেশ দেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক ব্যাপারে সুখী হোন, কোন কিছুর জন্য আপনারাদেরকে দায়ী করা হবে মনে করে ভয়ের মধ্যে থাকবেন না। আপনাদের কাছ থেকে আমি কোন চুক্তি বা খত্ লিখিয়ে নিচ্ছিনা। যে রাজস্ব ধার্য করে দেয়া হয়েছে এবং আমরা যা স্থির করে দিয়েছি তা অবশ্যই প্রদান করতে হবে। উপরন্তু আপনাদেরকে সেবা দেয়া হবে এবং সহিষ্ণুতা দেখানো হবে। আপনাদের যা কিছু অনুরোধ, সবই আমার কাছে পেশ করবেন, যাতে আমি তা শুনে একটা যথার্থ সমাধান দিতে পারি এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে সন্তুষ্ট করতে পারি।"

ব্রাহ্মণাবাদের জনগনের অনুকূলে মুহাম্মদ কাসিমের আদেশ জারি

মূর্তি পূজার মাধ্যমে প্রশান্তি লাভকারী বণিক, পূজারী ও ঠাকুররা পুরনো রীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণদেরকে যে দান-অনুদান দিত সম্প্রতি ব্রাহ্মণরা তা পাচ্ছিলেন না। মন্দিরের সেবায়েতরাও একইভাবে দুর্দশার মধ্যে পড়েছিলেন। সৈন্যবাহিনীর ভয়ে কেউ দান-অনুদান ও খাবার নিয়মিতভাবে তাদেরকে দিচ্ছিল না। একারণে তারা সবাই দারিদ্রের

www.pathagar.com

কবলে পড়েছিলেন। তারা সবাই মুহাম্মদ কাসিমের প্রাসাদের দ্বারে এসে হাত তুলে প্রার্থনা জানাতে থাকেন। তারা বলেন, "হে ন্যায়পরায়ণ প্রভু! আমরা বৌদ্ধ মন্দিরের[৭৩] দেখা-শোনা করার মাধ্যমে আমাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। আপনি বণিক ও বিধর্মীদেরকে দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন, তাদের সম্পত্তির নিশ্চয়তা দিয়েছেন এবং তাদেরকে জিম্মি'র মর্যাদা দিয়েছেন। আমরা আপনার দাস, আপনার দয়ার উপরই আমরা নির্ভরশীল, আশাকরি লোকদেরকে তাদের ভগবানের উপাসনা এবং বৌদ্ধ মন্দির মেরামত করার অনুমতি প্রদান করবেন।" মুহাম্মদ কাসিম জবাবে বলেন, "আলোর হচ্ছে সরকারের কেন্দ্রস্থল এবং এইসব অন্যান্যস্থান সেই কেন্দ্রেরই দায়িত্বের অধীন।" হিন্দুরা বলে, "এই নগরীর মন্দির ভবনটি ব্রাহ্মণদের অধীনে। তারা আমাদের ঋষি ও চিকিৎসক এবং আমাদের বিয়ে ও শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন তারাই। সবাইকে যার যার পথ অনুসরণ করতে দেয়া হবে এ আশায়ই আমরা কর দিতে সম্মত হয়েছি। আমাদের বৌদ্ধ (!) মন্দির ভগ্নদশায় উপনীত হয়েছে এবং আমরা আমাদের দেবতার পূজা করতে পারছিনা। আমাদের ন্যায়পরায়ণ প্রভু, আপনার অনুমতি পেলে আমরা মন্দির মেরামত এবং আমাদের দেবতার পূজা করবো। আমাদের ব্রাহ্মণরা তখন আমাদের কাছ থেকে তাদের জীবনোপকরণ পেতে থাকবেন।"

মুহাম্মদ কাসিম লিখিতভাবে জানান হাজ্জাজকে এবং তার উত্তর পান

হাজ্জাজের কাছে পত্র লিখেন মুহাম্মদ কাসিম এবং কিছুদিন পর নিম্নোক্ত জবাব পান। "আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ কাসিমের পত্র পেয়েছি এবং বর্ণিত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। দেখা যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণাবাদের প্রধান বাসিন্দারা বৌদ্ধমন্দির মেরামত করার এবং তাদেরকে তাদের ধর্ম পালন করতে দেয়ার আবেদন জানিয়েছে। যেহেতু তারা বশ্যতা স্বীকার করেছে এবং খলিফাকে কর দিতে সম্মত হয়েছে তাই তাদের কাছ থেকে এর বেশী কিছু আর চাইবার নেই। তাদেরকে আমাদের সুরক্ষাধীনে আনা হয়েছে এবং আমরা কোনভাবেই তাদের জান-মালের উপর হাত বাড়াতে পারিনা। তাদের দেবতার পূজা করার জন্য তাদেরকে অনুমতি দেয়া গেল। অবশ্যই কাউকে তার ধর্ম অনুসরণে নিষেধ করা বা বাধা দেয়া যাবেনা। তারা যেভাবে খুশী তাদের ঘর-বাড়ীতে বসবাস করতে পারবে।"

হাজ্জাজের আদেশ এসে পৌছল

হাজ্জাজের আদেশ হাতে পাবার পর মুহাম্মদ কাসিম নগরী থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং পথ চলতে থাকেন। অভিজাত ব্যক্তি, প্রধান প্রধান বাসিন্দা ও ব্রাহ্মণদেরকে ডেকে তিনি তাদের মন্দির নির্মাণ করার, মুসলমানদের সাথে কাজ-কারবার চালানোর, নির্ভয়ে জীবনযাপন এবং নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য নিজেরাই যাতে চেষ্টা সাধনা করেন

www.pathagar.com

তার নির্দেশনা দেন। ব্রাহ্মণদেরকে দয়া ও সুবিবেচনার দ্বারা তুষ্ট করা, তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় আচার ও রীতি-নীতি স্বাধীনভাবে প্রতিপালন করা এবং পূর্ব থেকে চলে আসা প্রথা অনুযায়ী ব্রাহ্মণদেরকে পূজার ভোগ ও দান-দক্ষিণা প্রদান অব্যাহত রাখার দায়িত্বও তিনি তাদের উপর ন্যস্ত করেন। করের প্রতি একশত দিরহামের মধ্যে তিন দিরহাম করে তাদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে এবং প্রয়োজন হলে এর চেয়ে বেশী দিতে হবে– করের বাকী অংশ কোষাগারে জমা দিতে হবে এবং সেভাবেই হিসাব রাখতে হবে– সরকার পরিচালনার জন্য এটাই নিরাপদ হবে। কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপরও তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। তামিম বিন জাইদুল কাইসি ও হুকম বিন আওয়ানা কালবি'র উপস্থিতিতে তারা সবাই এই সমস্ত শর্ত পুরোপুরি মেনে নেয়। নিয়ম করে দেয়া হয় যে, ব্রাহ্মণরা তামার পাত্র হাতে নিয়ে ভিখারীর মত বাড়ীর দ্বারে দ্বারে যাবেন এবং খাদ্যশষ্য বা অন্য যাকিছু তাদেরকে প্রদান করা হবে তা গ্রহণ করবেন, যাতে তারা আর ভরণ-পোষণ বঞ্চিত না থাকেন। এই ব্যবস্থাটা বিধর্মীদের মাঝে একটি অদ্ভুত নাম পেয়েছিল।

মুহাম্মদ কাসিম ব্রাহ্মণাবাদের জনগণের অনুরোধ মঞ্জুর করেন

ব্রাহ্মণাবাদের লোকেরা যত অনুরোধ নিয়ে এসেছিল, মুহাম্মদ কাসিম তা সবই মঞ্জুর করেন এবং তিনি তাদেরকে ইরাক ও শাম[৭৫] এ বসবাসরত ইহুদী, খ্রিস্টান ও অগ্নি উপাসকদের সমান অধিকার ও মর্যাদায় নিজেদেরকে উন্নীত করারও অনুমতি দেন। এরপর তিনি তাদেরকে বিদায় দেন এবং তাদের প্রধান ব্যক্তিকে 'রাণা' পদবি দেন।

মন্ত্রী সিসাকরকে ডেকে পাঠান মুহাম্মদ কাসিম

তিনি তখন মন্ত্রী সিসাকর ও মোকা বিসায়াকে ডেকে পাঠান এবং তাদের কাছে জানতে চান, চাচ ও দাহিরের আমলে লোহানার জাট গোষ্ঠির লোকদের অবস্থান কি রকম ছিল এবং তাদের সাথে কেমন আচরণ করা হত ? মোকা বিসায়ার উপস্থিতিতে মন্ত্রী সিসাকর জবাবে বলেন, "রাই চাচের আমলে লোহানা তথা লাক্ষা ও সাম্মাদের কোমল কাপড় পরিধান বা মখমল দ্বারা মাথা ঢাকার অনুমতি ছিল না। তবে তারা নিম্নাঙ্গে একটি কালো কম্বল জাতীয় কাপড় পরিধান করতো এবং কাঁধের উপর একটি কাপড়ের টুকরো জড়িয়ে নিত। তারা তাদের মাথা ও পা খালি রাখতো। কখনো কোমল কাপড় পরিধান করে ফেললে জরিমানা দিতে হত। তারা যখনই বাড়ীর বাইরে যেত তখন তাদের কুকুরকে সাথে রাখতে হত– যাতে তাদেরকে চেনা যায়। তাদের কোন প্রধানেরই ঘোড়ায় চড়ার অনুমতি ছিলনা। রাজার যখনই পথ দেখিয়ে নেয়ার লোকের দরকার পড়তো তখনই তারা সে কাজ করে দিতে হত। প্রহরী সরবরাহ করা এবং এক গোত্র থেকে আরেক গোত্রে গিয়ে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করাও ছিল এদের

www.pathagar.com

কাজ। যদি তাদের কোন প্রধান বা রাণা'র ঘোড়ায় চড়ার দরকার পড়তো তাহলে সেই ঘোড়ায় জিন বা লাগাম লাগানোর অনুমতি ছিল না, বরং ঘোড়ার পিঠে একটা কম্বল বিছিয়ে তাতেই চড়তে হত। এর ফলে ঘোড়ার দ্বারা রাস্তায় কোন পথচারি যদি জখম হত তাহলে তার জন্য সেই গোত্রকে কৈফিয়ত দিতে হত। যদি কোন গোত্রের কেউ চুরি করতো তাহলে সেই গোত্রের প্রধানের কর্তব্য ছিল চোরকে তার পরিবার সন্তান-সন্ততিসহ পুড়িয়ে মারা।

বণিক ও যাত্রীদের গাড়ী বা বহর দিবা-রাত্র এদেরই পথনির্দেশনায় চলাচল করে। তাদের মধ্যে বড় ও ছোটর কোন পার্থক্য নেই। তারা নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং সব সময় তাদের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাবাপন্ন। রাস্তাঘাটে তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং দেবল এলাকার মহাসড়কে ডাকাতিতে তারা সবাই জড়িত থাকে। রাজার রন্ধনশালায় জ্বালানী কাঠ যোগানো এবং ভৃত্য ও প্রহরী হিসাবে কাজ করা তাদের কর্তব্য।"

মুহাম্মদ কাসিম এসব শুনে বলেন, "কত ঘৃণ্য এইসব লোক! তারা একেবারে পারস্য ও পার্বত্যাঞ্চলের সেই বর্বর লোকগুলোর মত।" তিনি তাদের ব্যাপারে পূর্বের নিয়মকানুনই বহাল রাখেন।

আমীরুল মু'মিনিন ওমর বিন খাত্তাব শাম দেশের লোকদের সম্পর্কে যে আদেশ দিয়েছিলেন মুহাম্মদ কাসিমও তার অনুকরণে আইন জারি করেন যে, প্রত্যেক অতিথিকে একদিন ও একরাত আতিথেয়তা দেয়া উচিত, তবে সে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তিনদিন ও তিনরাত।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে মুহাম্মদ কাসিমের পত্র

ব্রাহ্মণাবাদ ও লোহানা এলাকার কাজকর্ম সমাধা ও জাটদের উপর কর ধার্যের পর সমস্তকিছুর বিবরণ দিয়ে মুহাম্মদ কাসিম পত্র পাঠান হাজ্জাজের কাছে। ব্রাহ্মণাবাদের উপকণ্ঠে জলওয়ালী নদীর তীরবর্তী একটি স্থানে বসে তিনি পত্রটি লিখেন। সিন্দ ভূখণ্ড দখলের পূর্ণবিবরণ তিনি তুলে ধরেন।

হাজ্জাজের জবাব

জবাবে হাজ্জাজ লিখেন, "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ কাসিম, তোমার সামরিক তৎপরতা, জনগণকে সুরক্ষা দানে তোমার সহানুভূতি, তাদের অবস্থার উন্নয়ন এবং সরকার চালানোর কাজকর্ম যেভাবে তুমি সামাল দিয়েছ তাতে তুমি সম্মান ও প্রশংসার দাবীদার। তুমি যেভাবে প্রত্যেক গ্রামের উপর রাজস্ব নির্ধারণ করে দিয়েছ এবং সব শ্রেণীর লোকদেরকে আইন ও চুক্তি মেনে চলতে আগ্রহী করে তুলেছ তাতে সরকার প্রচুর প্রাণশক্তি পেয়েছে এবং এতে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। এখন এই নগরীতে তোমার আর বেশী দিন অবস্থান করার দরকার নেই। হিন্দ ও সিন্দ

www.pathagar.com

মুলুকের স্তম্ভ হচ্ছে আলোর ও মুলতান। সেখানেই রয়েছে রাজধানী ও রাজার আবাস। এই দুই স্থানে অবশ্যই রাজার বিশাল ধন-দৌলত লুকানো রয়েছে। তুমি যদি কোথাও স্থায়ীভাবে থামতে চাও তাহলে সবচেয়ে মনোরম জায়গাটি বেছে নেবে, যাতে হিন্দ ও সিন্দের পুরো মুলুকে তোমার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কেউ যদি মুসলমানদের শাসন ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে না চায় তাহলে তাকে খতম করে দাও। সর্বশক্তিমান আল্লাহ'র মেহেরবানিতে তুমি বিজয়ী হও, যাতে তুমি হিন্দকে চীনের সীমানা পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারো। আমির কুতায়বা বিন মুসলিম উল কুরাইশীকে পাঠানো হল, সমস্ত আটক ব্যক্তিকে তার হাতে তুলে দেবে এবং তার অধীনে একটি সৈন্যবাহিনীও ন্যস্ত করা হল। হে তোমার চাচার পুত্র, হে জয়সিয়ার মায়ের পুত্র[৭৬] তুমি সবার সাথে এমন আচরণ করবে যাতে তোমার মাধ্যমে কাসিম নামটি জনপ্রিয় হয় এবং তোমার শত্রুরা অবনত ও হতবুদ্ধি হয়। আশাকরি এরদ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন।"

হাজ্জাজের পত্রের আগমন

হজ্জাজের পত্র হাতে এসে পৌছলে মুহাম্মদ কাসিম তা পড়েন। এতে এটাও লেখা ছিল, "হে মুহাম্মদ, তুমি পত্র মারফত আমার সাথে পরামর্শ কর– এটা তোমার বিনয় ও বিচক্ষণতা। তোমার ও আমার মাঝে পথের অতিরিক্ত দূরত্ব একটা বাধা হয়ে আছে। তবে এমনভাবে দয়া দেখাও যাতে তোমার শত্রুরা বশ্যতা স্বীকার করতে ইচ্ছুক হয়, তাদেরকে স্বস্তি দাও।"

রাজ্যের ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা হিসাবে নগরীর চার প্রধান ব্যক্তিকে নিয়োগ

উইদা বিন হামিদ উন নজদীকে মুহাম্মদ কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ নগরী অর্থ্যাৎ বাইন-ওয়াহ্[৭৭] এর ব্যবস্থাপনার জন্য ডেকে পাঠান এবং তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারীদের নিয়োগ দেন। তিনি নগরীর বণিকদের মধ্য থেকে চারজনকে সম্পত্তি সম্পর্কিত সব বিষয় দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। তারা যেন সব বিষয়ে তাকে পুরোপুরি ও বিস্তারিত অবগত করেন এবং তার সাথে পরামর্শ না করে তারা যেন কোন সিদ্ধান্ত না নেন সে ব্যাপারে তাদেরকে কঠোর নির্দেশ দেন। তিনি নুবা বিন দারাসকে রাওয়ার দুর্গে মোতায়েন করে তাকে দুর্গটি দ্রুত দখলে নিতে এবং নৌকা প্রস্তুত রাখতে নির্দেশ দেন। যদি লোকজন বা অস্ত্র বোঝাই কোন নৌকা নদী দিয়ে আসা বা যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে তিনি তাদেরকে আটক করে রাওয়ার দুর্গে নিয়ে যাবেন। তিনি নদীর উজানের দিকে বিন জিয়াদ-উল-আবদী'র অধীনে নৌকারোহী সৈন্য মোতায়েন করেন এবং হানদিল বিন সুলায়মান-উল-আজদীকে কিরাজ অঞ্চলের অধীন জেলাগুলোতে নিয়োগ দেন। তিনি হানজালা বিন আখি বানানা কালবিকে দহলিলার প্রশাসক করেন। তাদের সবাইকে তাদের আশেপাশের স্থানগুলোর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে এবং প্রতিমাসে প্রতিবেদন

www.pathagar.com

পাঠাতে নির্দেশ দেন। তারা যাতে শত্রু বাহিনীর হামলা ও বিদ্রোহী প্রজাদের বিরোধিতা থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে শায়েস্তা করতে পারেন সে জন্য পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা বজায় রাখার জন্যও তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন। তিনি কায়েস বিন আব্দুল মালিক বিন কায়েস উদ দামানি ও খালিদ আনসারীকে দুই হাজার পদাতিক সৈন্যসহ সিস্তানে মোতায়েন করেন এবং মাসুদ তামিমি বিন শিতাবা জাদিদি, ফিরাসাতি আতকি, সাবির লস্করী, আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ, আল খাজা'য়ী, মহরম বিন আব্বা ও আলুফা বিন আব্দুর রহমানকে দেবল ও নিরূনে পাঠান যাতে তারা ঐসব স্থানের দখল কায়েম রাখতে পারেন। তার ভালো কাজের সঙ্গীদের মধ্যেকার একজনের নাম ছিল মালিখ। তিনি একজন মাওলা ছিলেন। তাকে তিনি কারওয়াইলের শাসক নিয়োগ করেন। আলোয়ান বক্করী ও কায়েস বিন সা'লিবাকে তিনশত লোকসহ সেই স্থানে মোতয়েন রাখা হয় এবং সেখানে তাদের সাথে তাদের স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যদেরও রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে জাটদের পুরো অঞ্চলকে অধীনতায় আবদ্ধ করা হয়।

সোয়ান্দি সাম্মা'র দিকে মুহাম্মদ কাসিমের যাত্রা

বলা হয় যে, ব্রাহ্মণাবাদ জেলা এবং রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলীয় অংশের কাজকর্ম সমাধা শেষে মুহাম্মদ কাসিম সেখান থেকে ৯৪ হিজরির ৩রা মুহররম (৭১২ খ্রীস্টাব্দের ৯ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার রওনা দেন। তিনি সোয়ান্দির কাছেই মান্নাল নামক গ্রামে থামেন। সেখানে একটি সুন্দর হ্রদ ও মনোরম তৃণক্ষেত্র ছিল, যার নাম দান্দা ও কারবাহা।

দান্দা হ্রদের তীরে তিনি তাঁবু ফেলেন। দেশটির বাসিন্দারা ছিল সামানি। প্রধান ও বণিকরা এসে মুহাম্মদ কাসিমের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তিনি হাজ্জাজের আদেশ অনুযায়ী তাদেরকে সুরক্ষা দেন। তিনি বলেন যে, তারা তাদের দেশে স্বস্তি ও সন্তোষ সহকারে বসবাস করতে পারবেন এবং তারা যেন উপযুক্ত মওসুমে রাজস্ব প্রদান করেন। তিনি তাদের জন্য রাজস্ব নির্ধারণ করে দেন এবং প্রত্যেক গোত্র থেকে একেকজনকে স্ব স্ব গোত্রের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করেন। এদের একজন ছিলেন সামানি, তার নাম বাওয়াদু এবং আরেক জনের নাম বুদেহি বাম্মান ধাওয়াল। দেশটির এই অংশের কৃষিবিদ্যা ছিল জাটদের হাতে। তারাও এসে বশ্যতা স্বীকার করে এবং সুরক্ষা লাভ করে।

এসব ঘটনা পত্র মারফত জানতে পেরে হাজ্জাজ একটি জোরালো জবাব পাঠান। তাতে তিনি আদেশ করেন যে, যারা যুদ্ধংদেহী মনোভাব দেখাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে হবে অথবা তাদের পুত্র-কন্যাদেরকে বন্দী করে রাখতে হবে। যারা বশ্যতা স্বীকারের পন্থা অবলম্বন করবে এবং যাদের গলা দিয়ে আন্তরিকতার পানি নামবে তাদেরকে দয়া

www.pathagar.com

দেখাতে হবে এবং তাদের সম্পত্তি তাদেরই জিম্মায় থাকতে দিতে হবে। কারিগর এবং বণিকদের উপর করের বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না। কারোর জন্য তার পেশা বা চাষাবাদ যদি খুব কষ্টদায়ক হয়ে যায় তাহলে তাকে উৎসাহ ও সহায়তা দিতে হবে। যারা ইসলামের মর্যাদা গ্রহণ করবে তাদের কাছ থেকে তাদের সম্পদ ও উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ নিতে হবে, তবে যারা তাদের নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করবে তারা তাদের শ্রমসাধ্য ব্যবসা বা ভূমির জন্য ঐ পরিমাণ দেবে যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতি অনুযায়ী চলে আসছে এবং এ রাজস্ব সরকারী সংগ্রহকারীদের কাছে পৌঁছাতে হবে।

মুহাম্মদ কাসিম অত:পর সেখান থেকে রওনা দেন এবং বাহরাওয়ারে এসে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি সুলায়মান বিন পাঠান ও আবা ফাজ্জাতুল কাশারীকে ডেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ'র নামে শপথ করান। তিনি তাদেরকে কঠোর নির্দেশ দেন এবং তাদেরকে হায়দার বিন আমরু ও বনী তামিম এর অধীনে একদল লোকসহ বাহরাজের জনগণের ভূখন্ডের দিকে প্রেরণ করেন। তারা সেখানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। ওমর বিন হাজ্জাজুল আকবরী হানাফীকে তাদের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করা হয় এবং একদল নামকরা যোদ্ধাকে তার অধীনে মোতায়েন রাখা হয়।

সাম্মারা মুহাম্মদ কাসিমকে অভ্যর্থনা জানাতে আসে

মুহাম্মদ কাসিম সেখান থেকে সাম্মাদের গোত্রের দিকে অগ্রসর হন। তিনি যখন তাদের কাছাকাছি পৌঁছেন, তখন তারা ঘন্টা ও ঢোল বাজিয়ে এবং নেচে নেচে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসে। মুহাম্মদ কাসিম বলেন, "এ কিসের শোরগোল ?" আগত লোকেরা তাকে জানায় যে, এটা তাদের ঐতিহ্যবাহী রীতি। যখন তাদের কাছে কোন নতুন রাজা আসেন তখন তারা এভাবে আনন্দ প্রকাশ করে এবং রাজাকে হৈ হল্লা ও আনন্দ-ফুর্তির মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানায়।

তখন খারিম বিন ওমর এগিয়ে এসে মুহাম্মদ কাসিমকে বলেন যে, "আমাদের উচিত সর্বশক্তিমান আল্লাহ'র আরো বেশী এবাদত করা এবং শোকরিয়া প্রকাশ করা, কারণ তিনিই এই লোকদেরকে আমাদের বশীভূত ও অনুগত করে দিয়েছেন এবং আমাদের সমস্ত আদেশ-নিষেধের প্রতি এই দেশের লোকেরা আনুগত্য করছে।"

খারিম ছিলেন একজন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, বিশ্বস্ত ও সৎ লোক। তার কথা শুনে মুহাম্মদ কাসিম হাসতে থাকেন এবং বলেন, "তোমাকেই তাদের প্রধান করে দেব।" এরপর তিনি আগত লোকদেরকে তার সামনে এসে নাচ ও খেলাধুলা দেখাতে বলেন। খারিম সেই লোকদেরকে বিশটি আফ্রিকান সোনার তৈরি দিনার পুরস্কার দেন এবং বলেন, তাদেরকে একটি রাজকীয় বিশেষ অধিকার দেয়া হল যে, যখনই রাজকীয় ব্যক্তিরা আসবেন তখনই তাদের সামনে তারা এ ধরনের আনন্দপূর্ণ প্রদর্শনী করতে পারবে এবং তাদের উচিত সর্বশক্তিমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো। তিনি দোয়া করেন, যেন তাদের প্রতি দেখানো এই দয়া দীর্ঘদিন অটুট থাকে।

www.pathagar.com

লোহানা ও সিহ্‌তা'র দিকে মুহাম্মদ কাসিমের যাত্রা

আলী বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ-উস-সালিতি'র বরাতে ঐতিহাসিকরা বলেন যে, মুহাম্মদ কাসিম লোহানা'র কাজকর্ম মিটিয়ে সিহতায় আসেন। প্রধানরা ও গ্রামবাসীরা তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য খালি মাথা[৭৮] ও খালি পায়ে এগিয়ে আসে এবং দয়া প্রার্থনা করে। তিনি তাদের সবাইকে সুরক্ষা মঞ্জুর করেন, তাদের উপর কর ধার্য করেন এবং তাদেরকে জিম্মির মর্যাদা দেন। তাকে বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে আলোর পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি তাদেরকে বলেন। অত:পর তাদের পথপ্রদর্শনকারীরা তাকে আলোর পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য বহরের সম্মুখভাগে পথ চলতে থাকে।

এই আলোর ছিল হিন্দের রাজধানী এবং পুরো সিন্দের মধ্যে সবচেয়ে বড় নগরী। এর বাসিন্দারা ছিল প্রধানত: বণিক, কারিগর ও কৃষক। এর দুর্গের প্রশাসক ছিলেন রাই দাহিরের পুত্র ফুফি। দাহির নিহত হয়েছেন– এখবর তার সামনে বলার সাহস কেউ দেখাতে পারেনি। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলে যাচ্ছিলেন যে, রাই দাহির এখনো জীবিত এবং হিন্দ থেকে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী আনার জন্য গিয়েছেন, সেই বাহিনীর সমর্থন ও সহায়তায় তিনি আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।

মুহাম্মদ কাসিম দুর্গের সামনে এক মাইলের ব্যবধানে শিবির স্থাপন করে এক মাস পড়ে থাকেন। তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যেখানে তিনি প্রত্যেক জুমাবার খুৎবা পাঠ করতেন।

আলোরের লোকদের সাথে যুদ্ধ

অত:পর যুদ্ধ বেধে যায় আলোরের লোকদের সাথে– যারা বিশ্বাস করতো যে, দাহির তাদেরকে সহায়তা করার জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে আসছেন। দুর্গের প্রাচীর থেকে চেঁচিয়ে তারা অবরোধকারীদের উদ্দেশে বলতে থাকে, "তোমরা তোমাদের জীবনের সমস্ত মায়া ত্যাগ করো, তোমাদের পেছন দিক থেকে অসংখ্য হাতি, ঘোড়া ও পদাতিক সৈন্যের এক ভয়ানক বাহিনী নিয়ে দাহির আসছেন এবং আমরা দুর্গের মধ্য থেকে প্রচণ্ড বেগে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবো, তোমাদের বাহিনীকে পরাজিত করবো। তোমাদের সম্পদ ও তল্পিতল্পার মায়া ছাড়ো, প্রাণের মায়া করো এবং পালাও, যাতে প্রাণে না মর। আমাদের উপদেশ শোন।"

এক মহিলার কাছ থেকে দাহিরের স্ত্রী লাডিকে কিনে নেন মুহাম্মদ কাসিম

মুহাম্মদ কাসিম শত্রুতা বজায় রাখার ব্যাপারে দুর্গবাসীদের সিদ্ধান্ত ও একান্ত আগ্রহ এবং দাহিরের হত্যাকাণ্ড অস্বীকার করার ব্যাপারে অনড় অবস্থান দেখে দাহিরপত্নী লাডিকে বিশ্বস্ত লোকজনের সাথে দুর্গের কাছাকাছি পাঠান। লাডি তার সব সময়ের

www.pathagar.com

বাহন (চিরপরিচিত) সেই কালো উটে চড়ে সেখানে যান। লাডিকে মুহাম্মদ কাসিম এর আগে এক মহিলার কাছ থেকে কিনে নিয়ে[৭৯] স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।
দুর্গের সামনে গিয়ে লাডি উচ্চৈস্বরে বলতে থাকেন, "হে দুর্গের বাসিন্দারা, তোমাদের জন্য দরকারী কিছু কথা বলছি শোন, কাছে এসো যাতে আমি তোমাদের সাথে কথা বলতে পারি।" সেনাপতি গোছের কিছু লোক দুর্গের প্রাচীরের উপর আসে। লাডি তখন তার মুখের নেকাব সরিয়ে বলেন, "আমি দাহিরের স্ত্রী লাডি। আমাদের রাজা নিহত হয়েছেন এবং তার কাটা মাথা ইরাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। রাজকীয় পতাকা ও ছত্রীও খলিফার রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনো না। আল্লাহ বলেছেন (কোরআনে), তোমার নিজ হাতে নিজের ধ্বংস কামনা করো না।" একথা বলেই তিনি উচ্চশব্দে অঝোরে কান্না শুরু করেন এবং শোকের গান গাইতে থাকেন। দুর্গবাসীরা জবাবে বলে, "আপনি বিশ্বাসঘাতক, আপনি ঐসব চাণ্ডাল ও গরুখোরদের সাথে যোগ দিয়েছেন এবং এখন তাদের হয়ে কথা বলছেন। আমাদের রাজা এখনো জীবিত এবং তিনি শত্রুদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য এক প্রকাণ্ড বাহিনী ও যুদ্ধের হাতি নিয়ে আসছেন। আপনি এইসব আরবদের সাথে মিশে আপনার শুদ্ধতা নষ্ট করেছেন এবং আমাদের রাজার স্থলে তাদের সরকার বসাতে চাইছেন।" তারা এরপর লাডির প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করতে তাকে। তা শুনে মুহাম্মদ কাসিম লাডিকে ফিরে আসার জন্য খবর দেন এবং বলেন, "সৌভাগ্য সিলাইজের[৮০] গোষ্ঠীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।"

দাহিরের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য যাদুবিদ্যার দ্বারা চেষ্টা

ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, আলোর দুর্গের মধ্যে যাদুবিদ্যা জানা এক মহিলা ছিলেন , এ ধরনের মহিলাকে হিন্দিতে যোগিনী বলা হয়। দাহিরের পুত্র ফুফি ও নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তার কাছে গিয়ে বলেন, "আমরা এই আশায় আপনার কাছে এসেছি যে, দাহির কোথায় আছেন তা আপনি আপনার বিদ্যার দ্বারা আমাদের বলবেন।" যোগিনী জবাবে বলেন যে, তারা যদি তাকে একটা দিন সময় দেন তাহলে তিনি তার বিদ্যার দ্বারা অনুসন্ধান করে এব্যাপারে তাদেরকে খবর দিতে পারবেন। এরপর যোগিনী তার বাড়ীর অন্দরে চলে যান এবং দিনের তিন প্রহর অতিক্রান্ত হবার পর তাজা কাঁচা লংকা (লংকা দেশ তথা আজকের শ্রীলংকা'র লংকা অর্থ্যাৎ মরিচ) ও কাঁচা জায়ফলসহ গাছ দু'টির একেকটি ডাল হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন, "আমি কাফ থেকে কাফ পর্যন্ত সারা পৃথিবী ঘুরে এসেছি কিন্তু হিন্দ বা সিন্দের কোথাও আমি তার কোন চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। এমনকি কোথাও তার সম্পর্কে কোন কথাও শুনতে পেলাম না, এখন আপনারা যা স্থির করার করুন। কারণ, তিনি যদি বেঁচে

www.pathagar.com

থাকতেন তাহলে আমার কাছ থেকে গোপন করা বা লুকিয়ে থাকা সম্ভব হত না। আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আমি সরন্দীপ থেকে এই তাজা ডালগুলো নিয়ে এসেছি যাতে আপনারা কোন বিভ্রান্তির মধ্যে না পড়েন। আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের রাজা এই ধরাধামের উপরে কোথাও আর জীবিত নেই।"

শর্তাধীনে আলোর দুর্গের আত্মসমর্পণ

যোগিনীর বক্তব্য জেনে যাবার পর নগরীর বড়-ছোট সব ধরনের মানুষ বলে যে, তারা মুহাম্মদ কাসিমের সততা, বিচক্ষণতা, ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা, উদারতার কথা শুনেছে এবং তিনি জবান ও ওয়াদা বিশ্বাসপূর্ণভাবে প্রতিপালন করেন বলে জেনেছে। তাই বিশ্বাসভাজন লোকের মাধ্যমে তারা তার কাছে বার্তা পাঠিয়ে দয়া প্রার্থনা করবে এবং দুর্গ তার হাতে তুলে দেবে।

ফুফি যখন দাহিরের মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন এবং তার লোকজনের প্রত্যয় ভেঙ্গে যাবার কথা জানলেন, তখন তারকাদের রাজা[৮১] অন্তরালে মিলিয়ে যাবার পর তিনি তার সকল স্বজন ও অধীনস্তদের নিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে চিতোর (জয়পুর)এর দিকে চলে যান। তার ভাই জয়সিয়া এবং দাহিরের অপরাপর সন্তানেরা সেখানে অবস্থান করছিলেন। তারা নুজুল-সাণ্ডাল নামক একটি গ্রামকে তাদের বসবাসের জন্য বেছে নেন।

আল্লাফী গোত্রের এক লোক আলোরে ছিলেন। তিনি ফুফি'র সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলেন। তিনি তীরের ফলায় বেঁধে একটি পত্র আরবদের শিবিরে নিক্ষেপ করেন। তাতে ফুফি'র পলায়নের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেন, দাহিরের পুত্র ফুফি দলপতির পদ ছেড়ে দিয়ে এস্থান থেকে চলে গেছেন।

মুহাম্মদ কাসিম তখন যুদ্ধ করার জন্য তার সাহসী যোদ্ধাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। তারা গিয়ে দুর্গের প্রাচীরে উঠে পড়ে এবং আক্রমণ চালায়।

আশ্রয়ের জন্য নাগরিকদের অনুনয়-বিনয়

বণিক, কারিগর ও বিক্রেতা সবাই (মুহাম্মদ কাসিমের কাছে) একটি বার্তা পাঠিয়ে বলে যে, "আমরা ব্রাহ্মণদের প্রতি আমাদের আনুগত্য ত্যাগ করেছি। আমরা আমাদের প্রধান রাই দাহিরকে হারিয়েছি এবং তার পুত্র ফুফি আমাদেরকে ফেলে চলে গেছেন। আজকের দিন পর্যন্ত তাদের প্রতি আমরা সন্তুষ্ট নই। তবে এ ধরনের ঘটবে তা ঈশ্বরই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তার ইচ্ছা ও শক্তির বিরুদ্ধাচরণ কোন সৃষ্টির দ্বারা সম্ভব নয়, শক্তি বা ছলনা দ্বারাও তার বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব নয়। এই বিশ্বের রাজত্ব কারোর একার সম্পত্তি নয়। ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির বাহিনী যখন আড়ালের পর্দা সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় তখন তা পরিস্থিতির পরিবর্তনে ও বিষম দুর্দৈবে কোন কোন

www.pathagar.com

রাজাকে তার সিংহাসন ও রাজমুকুট থেকে বঞ্চিত করে এবং অন্যদেরকে ছত্রভঙ্গ ও পলায়নপর করে দেয়। ভাসমান অবস্থার কোন পুরনো রাজদণ্ডই হোক বা নতুন কর্তৃপক্ষই হোক, তার উপর কোন মতেই নির্ভর করা যায় না। আমরা এখন আনুগত্যের মনোভাব নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, আপনার ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতার উপর ভরসা করে আমরা নিজেদেরকে আপনার শৃঙ্খলে সমর্পণ করছি। আমরা দুর্গটিকে ন্যায়পরায়ণ এই আমীরের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আমাদেরকে আশ্রয় দিন এবং আমাদের মন থেকে আপনার সৈন্যবাহিনীর ভীতি দূর করুন। এই প্রাচীন রাজ্য ও বিশাল ভূখণ্ড আমাদের কাছে অর্পণ করেছিলেন রাই দাহির এবং তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, আমরা তার প্রতিই আনুগত্য দেখিয়েছি। কিন্তু তিনি এখন নিহত এবং তার পুত্র ফুফিও পালিয়ে গেছেন। তাই আপনার আনুগত্য করাই এখন আমাদের জন্য উত্তম।"

মুহাম্মদ কাসিম জবাবে বলেন, "আমি আপনাদের কাছে কোন বার্তা পাঠাইনি, কোন দূতও পাঠাইনি, আপনারা আপন সিদ্ধান্তে শান্তি কামনা করেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ও আবদ্ধ হয়েছেন। আপনারা যদি সত্যিই আমার আনুগত্য করার ইচ্ছাপোষণ করে থাকেন, তাহলে যুদ্ধ বন্ধ করুন এবং আন্তরিকতা ও আস্থা সহকারে নেমে আসুন। যদি তা না পারেন, তাহলে এরপর আমি আর কোন অজুহাত শুনবো না, কোন প্রতিশ্রুতিও দেব না। আমি আপনাদেরকে ছাড়বো না, কেউ আমার বাহিনীর হাত থেকে রক্ষাও পাবেন না।"

সেনা শিবিরের আত্মসমর্পণ

অত:পর তারা দুর্গ প্রাচীর থেকে নেমে আসে এবং একে অপরের সাথে এই সমঝোতায় উপনীত হয় যে, তারা এইসব শর্তে দুর্গের দ্বার খুলে দেবে এবং মুহাম্মদ কাসিম সেখানে এসে পৌঁছা পর্যন্ত সেখানে তারা দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা বলে যে, যদি তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবং তাদের সাথে দয়ালু ব্যবহার করেন, তাহলে তারা তার কাছে নিজেদরকে সমর্পণ করবে, কোন অজুহাত ছাড়াই তার সেবায় নিয়োজিত হবে।

এরপর তারা দুর্গদ্বারের চাবিগুলো হাতে নিয়ে দ্বারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং তখন হাজ্জাজের বাহিনীর মনোনীত কর্মকর্তারা এগিয়ে যায়। দুর্গের সৈন্যরা দ্বার খুলে দেয় এবং আত্মসমর্পণ করে।

মুহাম্মদ কাসিমের দুর্গে প্রবেশ

মুহাম্মদ কাসিম তখন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেন। নগরের সব লোক নও-বিহার[৮২] মন্দিরে এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে মূর্তির পূজা করছিল। মুহাম্মদ কাসিম জানতে চান, এই

www.pathagar.com

বাড়ীতে কি হয়, এখানে সব বড় মানুষ ও বিশিষ্ট জনরা হাঁটু মুড়ে এর সামনে মাথা নত করে আছে কেন ? তাকে জানানো হয় যে, এটা একটা মন্দির, একে নও-বিহার বলে। মন্দিরের দ্বার খোলার জন্য মুহাম্মদ কাসিম আদেশ দেন। তিনি ভেতরে ঘোড়ার উপর বসা একটি মূর্তি[৮৩] দেখতে পান। কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে তিনি ভেতরে প্রবেশ করেন। তিনি দেখতে পান, মূর্তিটি শক্ত পাথরের তৈরি এবং মূর্তির হাতে চুনি ও অন্যান্য দামি দামি পাথর দ্বারা সজ্জিত বালা রয়েছে। মুহাম্মদ কাসিম হাত বাড়িয়ে মূর্তির এক হাত থেকে একটি বালা খুলে নিয়ে নেন। এরপর মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ককে ডেকে তিনি বলেন, "এটাই কি আপনাদের মূর্তি ?" তত্ত্বাবধায়ক জবাবে বলেন, "হ্যাঁ, তবে আগে এর দু'টি বালা ছিল, এখন আছে কেবল একটি।" মুহাম্মদ কাসিম বলেন, "আপনাদের দেবতা কি জানে না, তার বালাটি কে নিয়ে নিয়েছে ?" তত্ত্বাবধায়ক মাথা নিচু করে থাকেন। মুহাম্মদ কাসিম হেঁসে বালাটি ফিরিয়ে দেন এবং তারা সেটি যথাস্থানে পরিয়ে দেন।

মুহাম্মদ কাসিম সৈন্যদেরকে হত্যার আদেশ দেন

মুহাম্মদ কাসিম আদেশ দেন যে, সৈন্যরা যদি বশ্যতা স্বীকার করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। লাডি বলেন, "এই রাজ্যের জনগণের বেশীরভাগই শ্রমিক, তবে কিছু বণিকও রয়েছে। এই নগরীটি জনবহুল এবং তারাই এর জমিগুলো চাষ করে। যদি এদের প্রত্যেকের উপর কর ধার্য করে দেয়া হয় তাহলে তাদের যত উপার্জন তা থেকে এবং চাষাবাদ থেকে প্রচুর কর আদায় হবে।" মুহাম্মদ কাসিম বলেন, "এটা রাণী লাডির আদেশ" এবং এর পাশাপাশি মুহাম্মদ কাসিম সবার জন্য সুরক্ষাও ঘোষণা করেন।

এক লোক সামনে এসে দয়া ভিক্ষা করে

ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন যে, মেরে ফেলার জন্য যাদেরকে ঘাতকদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে এক লোক সামনে এসে দাঁড়ায় এবং বলে, "আমি একটা চমৎকার জিনিস দেখাতে পারি।" ঘাতক বলে, "কি দেখাবে দেখাও।" ঐ ব্যক্তি বলে, "না, আমি তোমাকে নয়, তোমাদের দলনেতাকে দেখাবো।"

মুহাম্মদ কাসিমকে এ খবরটি জানানো হলে তিনি ঐ লোককে তার সামনে হাজির করতে আদেশ দেন। লোকটিকে আনা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কি চমৎকারী সে দেখাতে চায়। লোকটি বলে, এটা এমন জিনিস যা কেউ কখনো দেখেনি। মুহাম্মদ কাসিম বলেন, "দেখাও।" সেই ব্রাহ্মণ লোকটি জবাবে বলে, "দেখাবো, যদি আপনি আমার এবং আমার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, পরিবার ও সন্তানদের জীবন ভিক্ষা দেন।"

www.pathagar.com

মুহাম্মদ কাসিম বলেন, "মঞ্জুর করলাম।" সেই লোক তখন মুহাম্মদ কাসিমের সদয় স্বাক্ষরিত, লিখিত ও পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত প্রতিশ্রুতি চায়। মুহাম্মদ কাসিম ভেবেছিলেন লোকটি হয়ত দামি কোন রত্ন বা অলংকার পেশ করবে। একটি শক্তপোক্ত প্রতিশ্রুত ও লিখিত আদেশ তার হাতে দেয়ার সাথে সাথে সে তার দাড়ি-গোঁফ ও চুল টেনে টেনে এলোমেলো করে নাচতে শুরু করে আর বলতে থাকে, "আমার এমন চমৎকার জিনিস কেউ কখনো আর দেখেনি। আমার এই কোঁকড়ানো দাড়ি-চুলই আমার এই উপকার সাধন করেছে।"[৮৫] মুহাম্মদ কাসিম তাজ্জব বনে যান। উপস্থিত লোকেরা বলে, "এটা এমন কি চমৎকারী, যার জন্য সে ক্ষমা আশা করতে পারে ? সে তো আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে।" মুহাম্মদ কাসিম বলেন, "যে কথা দিয়েছি সেটাই শেষ কথা এবং প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই। প্রতারণা করা বড় মানুষের কাজ নয়। জেনে রেখো, প্রতিজ্ঞা থেকে যে সরে যায়, সে বিশ্বাসঘাতক। কিভাবে একজন সত্যিকার মানুষ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন এবার সেটাই দেখ। যদি কোন লোক তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করে তাহলে সে অনেক অনেক বেশী উন্নত মানুষ– যা তোমরা ধারণাও করতে পার না। আমরা তাকে অবশ্যই হত্যা করবো না, তবে তাকে কারাগারে রাখবো এবং সিদ্ধান্তের জন্য হাজ্জাজের কাছে বিবরণ পাঠাবো।"

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই লোক এবং তার বাইশজন আত্মীয়-স্বজন ও পোষ্যের দণ্ড স্থগিত রাখা হয়। ঘটনার বিবরণ হাজ্জাজকে লিখে জানানো হয়। হাজ্জাজ কুফা ও বসরার আলেমদের কাছে এ বিষয়ে মতামত জানতে চান। তৎকালীন খলিফা আব্দুল মালিকের কাছেও তিনি এ ঘটনার বিবরণ পাঠান। খলিফা ও আলেমদের কাছ থেকে যে জবাব আসে তা হল, এ ধরনেরই একটা ঘটনা রাসুল (সা:) এর সাহাবীদের বেলায় ঘটেছিল। আল্লাহ বলেন, "সে-ই সত্যিকার মানুষ যে আল্লাহ'র নামে কৃত ওয়াদা পূরণ করে।"

এ জবাব আসার পর সেই লোকটাকে তার সমস্ত পোষ্য ও আত্মীয়-স্বজনসহ ছেড়ে দেয়া হয়।

জয়সিয়ার কুরাজ গমন

মহান ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা বলেছেন যে, সাতশত লোক, পদাতিক ও অশ্বারোহীসহ জয়সিয়া কুরাজ দুর্গে পৌঁছলে সেখানকার প্রধান এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানান। জয়সিয়ার কথা তিনি খুবই মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহায়তা করবেন বলে তিনি জয়সিয়াকে জানান। দারোহর (দুহার) রাইয়ের[৮৬] রীতি ছিল, তিনি প্রতি ছয় মাস[৮৭] অন্তর একদিন ছুটি কাটাতেন। এদিন তিনি নারীদের সাথে মদ পান করেন, গান শোনেন ও নাচ দেখেন। এ সময় সেখানে কোন আগন্তুককে সাথে থাকার অনুমতি দেয়া হয় না।

www.pathagar.com

ঘটনা এমন হল যে, দারোহর রাই যেদিন এই ধরনের আনন্দ-উৎসব করছিলেন, সেই দিনই জয়সিয়া এসে সেই রাজ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। দারোহর একজন লোককে জয়সিয়ার কাছে পাঠিয়ে জানান যে, তিনি একান্ত ব্যক্তিগত কাজের মধ্যে আছেন এবং সেই কক্ষে কোন আগন্তুক আসতে পারে না। কিন্তু যেহেতু জয়সিয়া তার খুবই প্রিয় অতিথি এবং সন্তানতুল্য, তাই তিনি আসতে পারেন।

জয়সিয়া সেখানে এসে মাথা নিচু করে বসে থাকেন। তার দৃষ্টি ছিল মাটির দিকে, নারীদের দিকে তিনি তাকাচ্ছিলেন না। দারোহর তাকে বলেন, এই নারীরা জয়সিয়ার মা ও বোনের মত, তাই তিনি মাথা তুলে তাদের দিকে তাকাতে পারেন। জয়সিয়া বলেন, "আমি আসলে একজন সন্ন্যাসী এবং অচেনা নারীদের দিকে তাকাই না।"

দারোহর তখন তাকে নারীদের দিকে তাকানো থেকে রেহাই দেন এবং তার আত্মসংযম ও শালীনতাবোধের প্রশংসা করেন।

বিবরণে এসেছে যে, নারীরা যখন জয়সিয়ার কাছাকাছি আসেন তখন সেই নারীদের মাঝে দারোহরের বোনও ছিলেন। তার নাম জানকী, তিনি সুশ্রী ও সুন্দরী। তিনি ছিলেন রাজকীয় বংশোদ্ভুত এবং অত্যন্ত মনমোহিনী রূপের অধিকারী। তিনি ছিলেন শারীরীক গঠনে বেতফল গাছের[৮৮] মত সুন্দর উচ্চতা বিশিষ্ট, আচার ব্যবহারে কমনীয়, তার কথা যেন মুক্তার মালা, তার চোখ দু'টো সুদর্শন এবং তার গাল দু'টি টিউলিপ ফুল বা চুনির মত লাল। জয়সিয়াকে দেখেই জানকী তার প্রেমে পড়ে যান। বার বার তিনি জয়সিয়াকে দেখছিলেন এবং ইঙ্গিতে ভালবাসার প্রকাশ ঘটাচ্ছিলেন। জয়সিয়া চলে যাবার পর দারোহরের বোন জানকীও উঠে পড়েন এবং নিজ বাড়ীতে চলে যান। তার একটি পাল্কী প্রস্তুত ছিল, তিনি তাতে গিয়ে বসেন এবং পরিচারিকাদেরকে সেটি বহন করার আদেশ দেন। তিনি জয়সিয়ার আবাসের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সেখানে পৌঁছে তিনি পাল্কী থেকে নামেন এবং ভেতরে প্রবেশ করেন।

জয়সিয়া ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তবে মদের গন্ধ– যা জানকীর কাছ থেকে ছড়াচ্ছিল– তা মস্তিষ্কে প্রবেশ করার ফলে তিনি জেগে ওঠেন এবং দেখেন জানকী তার পাশে বসে আছেন। জয়সিয়া উঠে পড়েন এবং বলেন, "রাজকুমারী কি প্রয়োজন আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে ? এই সময়ে কেন আপনাকে আসতে হল ?" জানকী জবাবে বলেন, "বোকা কোথাকার ! এ ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন নেই। একজন তরুণী সুন্দরী নারী এমন রাত গভীরে তোমার মত একজন রাজপুত্রের কাছে এসে তার সুখনিদ্রা থেকে জাগিয়ে তার সাথে শয্যা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারে শুধুই একটি কারণে। বিশেষকরে আমার মত সুন্দরী, যে তার মিষ্টকথা ও রং ঢং দিয়েই পৃথিবীকে লোভাতুর করে তুলতে এবং রাজপুত্রদেরকে পাগল দেওয়ানা বানিয়ে দিতে পারে, সে কেন তোমার কাছে এসেছে তা কি তুমি বুঝ না ? আমার উদ্দেশ্য তুমি ভালো করে এবং পুরোপুরি অবশ্যই বুঝতে পারছো, তোমার কাছে এটা গোপন থাকবে

www.pathagar.com

কিভাবে ? এসো, সকাল পর্যন্ত তোমার এই সাফল্যের ফায়দা উঠাতে থাক।" জয়সিয়া বলেন, "রাজকুমারী, আমি আমার বৈধ ও বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অন্যকোন নারীর সাথে সঙ্গ করতে পারিনা, আমার দ্বারা এ ধরনের কাজ হতেই পারেনা, কারণ আমি একজন ব্রাহ্মণ, একজন সন্ন্যাসী এবং জিতেন্দ্রীয় ব্যক্তি। এ ধরনের কাজ করা একজন মহান, জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তির সাজে না। আমাকে এ ধরনের বিরাট পাপে অপবিত্র করে ফেলার ব্যাপারে সতর্ক হন।" যদিও জানকী অনেক জেদাজেদি করেন, তথাপি তার আকাঙ্ক্ষার কাছে জয়সিয়া সাড়া দেননি, তিনি জানকীর বক্ষের দিক থেকে তার হাত সংযত করে রাখেন।

জয়সিয়ার উপর জানকীর অসন্তুষ্টি

হতাশ হয়ে জানকী বলেন, "জয়সিয়া, যে আনন্দ, ফুর্তি আমি আশা করেছিলাম তা থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করেছ। এখন আমি স্থির করেছি তোমাকে ধ্বংস করে দেব এবং আমি নিজেকেও আগুনের খোরাকে পরিণত করবো।" জানকী এরপর নিজ ঘরে ফিরে গিয়ে কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেন। দরজা বন্ধ করে সকাল পর্যন্ত তিনি বিছানায় পড়ে থাকেন। তার মুখ থেকে বার বার শোনা যাচ্ছিল, "তোমার প্রেম এবং তোমার সৌন্দর্য আমার হৃদয়কে পুড়িয়ে দিয়েছে।" "তোমার সৌন্দর্যের আলো আমার আত্মাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।" "আমার প্রতি ন্যায়বিচার কর, নইলে আমি চোখের জলে ভাসিয়ে দেব।" "আমি নিজেকে, তোমাকে এবং এই নগরীকে একত্রে পুড়িয়ে দেব।"

পরদিন যদিও তারকা রাজ (সূর্য) বেহেশতের প্রাচীরের বুরুজ থেকে মাথা তুলে অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে যথারীতি আলো ছড়াতে শুরু করেছিল, তথাপি তখনও জানকী জাগেননি। মদের নেশা এবং বিরহ ব্যথা এক হওয়ার ফলে তিনি অনেক বেলা অবধি মাথা পর্যন্ত চাদরে মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। রাজা দারোহর তার বোন জানকী'র মুখদর্শন না করে সকালের নাস্তা এবং মদ গ্রহণ করতেন না। তিনি তার বোনকে সবসময় যথেষ্ট মান-মর্যাদা দিতেন। তাই তিনি উঠে তার বোনের ঘরের দিকে রওনা দেন। সেখানে বোনকে তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ন দেখতে পান। তিনি বলেন, "ও আমার বোন ! ও রাজকুমারী, তোমার কি হয়েছে যে, তোমার টিউলিপ রঙের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আছে ?" জানকী জবাবে বলেন, "রাজকুমার, সিন্দের সেই বোকাটা নিশ্চয়ই আমাকে লম্পটদের কাতারে ফেলেছে– আমার মন বেজায় খারাপ করার জন্য এর চেয়ে শক্ত কারণ আর কি হতে পারে ? গতরাতে সে আমার ঘরে এসে তার কাছে ডেকেছিল। সে আমার সতীত্ব ও পবিত্রতার আবরণে দাগ লাগাতে চেয়েছিল– যে সতীত্ব কখনো কোন পাপ-পঙ্কিলতায় নষ্ট হয়নি। সে তার নোংরা লাম্পট্য দ্বারা আমার ধার্মিকতা ও পবিত্রতা নষ্ট করার চেষ্টার মাধ্যমে আমার কুমারীত্বের সংযমকে লজ্জার

www.pathagar.com

মধ্যে ফেলেছে। রাজা, আপনি অবশ্যই তার কাছ থেকে আমার জন্য ন্যায়বিচার পাইয়ে দেবেন, যাতে এরপর আর কখনো কোন বেপরোয়া লোক এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা ও বল প্রয়োগের আশ্রয় নিতে না পারে।"

দারোহর সব শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। তবে তিনি তার বোনকে বলেন যে, জয়সিয়া তাদের অতিথি এবং তার চেয়েও বড় কথা হল, তিনি একজন সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ। তার সাথে তারা (ধর্মীয় গোত্রগত) সম্পর্কযুক্ত। জয়সিয়া সহায়তা চাইতে এখানে এসেছেন এবং তার সাথে এক হাজার যোদ্ধাও রয়েছে। তাই তাকে হত্যা করা যাবে না। বল প্রয়োগ করে তাকে ধ্বংস করা যাবে না। "তবে" তিনি বলেন, "তাকে হত্যা করার কোন কৌশল আমি বের করবো। তুমি এখন ওঠো এবং সকালের নাস্তা গ্রহণ করো। আর যাই হোক কোন অপরাধ তিনি করে ফেলতে পারেননি এবং কোন প্রকাশ্য হুমকিও তিনি দেননি।"

জয়সিয়ার বিরুদ্ধে প্রতারণাপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণে দারোহরের সিদ্ধান্ত

দারোহর প্রাসাদে ফিরে এসে দু'জন অস্ত্রধারী হাবশীকে ডেকে নেন। এদের একজনের নাম ছিল কবির ভাদর এবং অপরজনের নাম ভাইউ। দারোহর তাদেরকে বলেন, "আমি আজ সকালের নাস্তার পর জয়সিয়াকে আমন্ত্রণ জানাবো এবং তাকে আতিথ্য প্রদর্শন করবো। দুপুরের খাবারের পর আমি তাকে নিয়ে একটি একান্ত কক্ষে সুরা পান করবো এবং তার সাথে শতরঞ্জ খেলবো। তোমরা উভয়ে অবশ্যই অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকবে। আমি যখনই বলবো 'শাহ মাত্' (রাজা মাত্), তখনই তোমরা তলোয়ার বের করে তাকে হত্যা করবে।"

এক সময় দাহিরের কর্মচারী ছিলেন– এমন এক ব্যক্তি বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন দারোহরের এক পরিচারকের সাথে। তার কাছ থেকে সিন্দের সেই লোক ঐ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে জয়সিয়াকে তা জানিয়ে দেন।

দুপুরের খাবারের সময় ঘনিয়ে এলে দারোহরের একজন কর্মকর্তা জয়সিয়াকে ডেকে নেবার জন্য আসে। জয়সিয়া তখন তার সেনাপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠাকুরদেরকে বলেন, "ওহে গুরসিয়া এবং সুরসিয়া, আমি রাজা দারোহরের সাথে দুপুরের খাবার গ্রহণের জন্য যাচ্ছি। তাই তোমরা তোমাদের অস্ত্র লও এবং আমার সাথে সেখানে চল। আমি যখন দারোহরের সাথে শতরঞ্জ খেলবো তখন তোমরা তার পেছন দিকে কাছাকাছি দাঁড়াবে। সাবধান থাকবে যাতে আমার উপর কারো কুদৃষ্টি না পড়ে বা কেউ যেন কোন প্রতারণা বা কুমতলব হাসিল করতে না পারে।"

দু' সশস্ত্র রক্ষীসহ জয়সিয়ার আগমন

তদনুসারে তারা রাজ দরবারে যান। জয়সিয়া ছাড়া আর কেউ যেন ভেতরে প্রবেশ না করে–এ ধরনের কোন নির্দেশ দারোহরের পক্ষ হতে না থাকায় ঐ দুই সশস্ত্র ব্যক্তি

www.pathagar.com

জয়সিয়ার সাথে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং দারোহরের অজান্তে তার পেছনে গিয়ে অবস্থান নেয়। তাদের শতরঞ্জ (দাবা) খেলা শেষ হলে দারোহর তার লোকদেরকে ইঙ্গিত দেবার জন্য মাথা তুলেন। কিন্তু দেখতে পান, দুই জন সশস্ত্র ব্যক্তি প্রস্তুত অবস্থায় তার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, "রাজা মাত্ হয়নি, ভেড়া বলি দেবার দরকার নেই।" জয়সিয়া বুঝতে পারলেন, এটা দারোহরের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ইঙ্গিত। অত:পর তিনি উঠে পড়েন এবং আবাসে ফিরে আসেন। তিনি তার অশ্বগুলোকে প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। স্নান সেরে তিনি অস্ত্রসজ্জিত হন এবং সৈন্যদেরকে প্রস্তুত করে তাদেরকে অশ্বের পিঠে সওয়ার হতে নির্দেশ দেন।

এদিকে জয়সিয়া কি করছে তা দেখার জন্য দারোহর একজন কর্মকর্তাকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ফিরে গিয়ে বলেন, "সেই লোকের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। তার আচার-আচরণ মিতাচারের অলংকারে সজ্জিত। তিনি অভিজাত বংশের মানুষ এবং কোন খারাপ কাজের সাথে তিনি নেই। তিনি সর্বদা ঈশ্বরের ভয়ে তার পবিত্রতা ও ধার্মিকতা রক্ষা করার সাধনা করেন।"

বিবরণে জানা যায়, জয়সিয়া স্নান সেরে, খাবার খেয়ে এবং অস্ত্রসজ্জিত হয়ে, মালপত্র গুছিয়ে উটের পিঠে তুলে দারোহরের প্রাসাদের নিচ দিয়ে যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন দারোহরের সাথে সাক্ষাৎও করেননি, তাকে বিদায় সম্ভাষণও জানাননি। তবে তিনি যে তার আত্মীয়-স্বজন ও পোষ্যদের সবাইকে সাথে নিয়ে চলে যাচ্ছেন সে খবরটা তার কাছে পাঠান। তিনি জলন্ধরের সীমান্তে কস্‌স(কচ্চ)[৯০] ভূমিতে পৌঁছা পর্যন্ত পথ চলতে থাকেন। সেখানকার প্রধানের নাম ছিল বালহারা (বলহর) এবং রাজ্যের নারীরা তাকে আস্তান শাহ নামে ডাকতো। ওয়ারিশান সূত্রে ওমর আব্দুল আজিজের উপর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার আমল পর্যন্ত জয়সিয়া সেখানে অবস্থান করেন। সে সময় সরকারের নির্দেশে আমরু বিন মুসাল্লাম সে রাজ্যে গিয়ে তা দখল করে নেন।

জয়সিয়ার সাহসের একটি বিবরণ এবং কেন তাকে সে ধরনের মানে করা হত তার কারণ

আলোরের কিছু ব্রাহ্মণ বর্ণনা করেছেন যে, দাহিরপুত্র জয়সিয়া সাহস ও বুদ্ধিবৃত্তিতে অতুলনীয় ছিলেন। তার জন্ম সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তা হল, একদিন দাহির রাই শিকারী সব জন্তু ও ধাওয়া করার সব সরঞ্জাম নিয়ে শিকারে গিয়েছিলেন। হরিণদের তাড়া করার জন্য কুকুর ও চিতাবাঘ এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন বন বিড়ালগুলো ছেড়ে দেয়া হয়েছিল এবং বাজপাখীরা আকাশে উড়ছিল। এমন সময় গর্জন করতে করতে একটি সিংহ সেখানে এসে হাজির হয়। এতে লোকজন এবং শিকারীদের মাঝে ভয়-আতংক দেখা দেয়। দাহির ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সিংহকে মোকাবেলা করার

www.pathagar.com

জন্য হেঁটে এগিয়ে যান। সিংহকেও লড়াকু মনে হচ্ছিল। দাহির তার হাতে একটি চাদর পেঁচিয়ে নিয়ে গর্জনরত জানোয়ারটির মুখের মধ্যে সেই হাত ঢুকিয়ে দেন এবং তরবারী উত্তোলন করে জন্তুটির দুই পা কেটে দেন। এরপর হাতটি টেনে বের করে সিংহের পেটের মধ্যে তরবারী ঢুকিয়ে চিরে ফেলেন। জানোয়ারটি মাটিতে পড়ে যায়।
ভয়ের চোটে যে সব লোক পালিয়ে গিয়েছিল তারা গিয়ে রানীকে জানায় যে, দাহির রাই একটি সিংহের সাথে লড়াই করছেন। দাহিরের স্ত্রী এ সময় অন্ত:সত্ত্বা ছিলেন। রাজার খবর শুনে পতিপ্রাণা রানী মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান। দাহির ফিরে আসার আগেই তার স্ত্রীর ভীত আত্মা তার শরীর ছেড়ে চলে যায়। দাহির এসে দেখেন তার স্ত্রী মারা গেছেন কিন্তু গর্ভের সন্তানটি গর্ভের মধ্যে নড়াচড়া করছে। তাই তিনি স্ত্রীর পেট কাটার নির্দেশ দেন এবং শিশুটিকে জীবন্ত বের করে আনা হয়। শিশুটিকে প্রতিপালনের দায়িত্ব একজন সেবিকার হাতে তুলে দেয়া হয়। অত:পর সেই শিশুটিকে 'জয়সিয়া' নামে ডাকা হতে থাকে। এর অর্থ 'আল মুজাফফর বি-ল আসাদ' যা ফার্সী ভাষায় 'শের-ফিরোজ' বা 'সিংহ বিজেতা'"[৯১]।

আহনাক বিন কায়েসের কন্যারপুত্র রাওয়াহ্ বিন আসাদকে নিয়োগ

এই নববধূ (আহনাকের কন্যা)'র পোশাক পরানোর কাজ এবং এই বাগান সজ্জিতকরণে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ সে সময় আলী বিন মুহাম্মদ বিন সালমা বিন মুহারিব এবং আব্দুর রহমান বিন আবদারি-উস-সালিতি'র কাছ থেকে শুনেছেন যে, মুহাম্মদ কাসিম যখন আলোরের অহংকারী জনগণকে পরাভূত করেন তখন সরকারে আসীন ব্যক্তিগণ ও সমস্ত জনগণ তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং তার শাসন মেনে নেন। তিনি রাওয়াহ্ বিন আসাদকে আলোরের প্রধান হিসাবে নিয়োগ দেন। এই রাওয়াহ ছিলেন মায়ের দিক থেকে আহনাকের অন্যতম নাতি। এছাড়াও আইন ও ধর্ম সম্পর্কিত সদরুল ইমাম আল-আজল আল আলিম বুরহানুল মিল্লাত ওয়া-উদ্দীন সাইফুস-সুন্নাত ওয়া নাজমুশ শরীয়াত এর দায়িত্ব মুসা বিন ইয়াকুব বিন তা-ঈ বিন মুহাম্মদ বিন শাইবান বিন উসমান সাকিফী'র[৯২] উপর দেয়া হয়। মুহাম্মদ কাসিম তাদেরকে প্রজাদের সন্তুষ্টি বিধানের এবং 'ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ'[৯৩] করার বাণীকে তারা যাতে বেকার বাণীতে পরিণত না করেন তার আদেশ দেন। জনগণের সাথে আচার-ব্যবহার কিভাবে করতে হবে তিনি তাদেরকে সে ব্যাপারে পরামর্শ দেন এবং তাদের হাতে পুরো ক্ষমতা দেন।
এরপর তিনি সে স্থান থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং বিয়াস নদীর দক্ষিণ তীরে ইয়াবিবা দুর্গে পৌছা পর্যন্ত পথ চলতে থাকেন। এটা ছিল একটি পুরনো দুর্গ এবং এর প্রধান ছিলেন কাকসা।

www.pathagar.com

কাকসা পরাস্ত হয়ে মুহাম্মদ কাসিমের কাছে আসেন

কাকসা বিন চন্দর বিন সিলাইজ ছিলেন দাহিরের চাচাতো ভাই। তিনি দাহিরের শেষ যুদ্ধে তার সাথে ছিলেন। পরে অত্যন্ত দীনহীন অবস্থায় পালিয়ে এই দুর্গে চলে আসেন এবং এখানেই বসবাস করতে থাকেন। মুসলমানরা এসে পৌঁছলে তিনি প্রথমে কিছু সেলামী ও জামিন সরূপ কিছু লোক প্রেরণ করেন, এরপর প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও অভিজাতরা গিয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। মুহাম্মদ কাসিম তাদের প্রতি দয়া দেখান এবং তাদের জন্য উপযুক্ত মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ মঞ্জুর করেন।

কাকসা আলোরের রাজপরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিনা সে ব্যাপারে তিনি তাদের কাছে খোঁজখবর করেন এবং বলেন, "তারা সবাই বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, বিশ্বাসযোগ্য ও সৎ লোক। তারা তাদের ন্যায়পরায়ণতা ও সততার জন্য বিখ্যাত।" তিনি আরো বলেন, "তাকে (কাকসাকে) সুরক্ষা দেয়া হচ্ছে, তাই তিনি আন্তরিক আস্থা সহকারে এবং ভবিষ্যতে আনুকূল্য পাবার আশায় এখন আসতে পারেন। তিনি এলে তাকে সব বিষয়ের পরামর্শদাতা বানানো হবে এবং আমি তার উপর মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব অর্পণ করবো।"

মন্ত্রী কাকসা একজন জ্ঞানী মানুষ এবং হিন্দের একজন দার্শনিক ছিলেন। যখনই তিনি কাজের ব্যাপারে আলাপ করার জন্য আসতেন মুহাম্মদ কাসিম তখন তাকে সিংহাসনের সামনে বসিয়ে কথা বলতেন। সেনা বাহিনীতে সমস্ত বিশিষ্টজন ও অধিনায়কদের উর্ধে স্থান দেয়া হয়েছিল কাকসাকে। তিনি রাজ্যের রাজস্ব সংগ্রহ করতেন এবং রাজকোষ তার মোহরের অধীনে অর্পণ করা হয়েছিল। তিনি মুহাম্মদ কাসিমকে সমস্ত ব্যাপারে সহায়তা করতেন এবং তাকে উপাধি দেয়া হয়েছিল 'মুবারক মুশির' বা 'সমৃদ্ধ পরামর্শদাতা'।

মুহাম্মদ কাসিম কর্তৃক সিক্কা মুলতান জয়

কাকসার সাথে কাজকর্ম মিটিয়ে তিনি দুর্গ ত্যাগ করে বিয়াস নদী পাড়ি দিয়ে শক্তিশালী আস্কালান্দায় পৌঁছেন। সেখানকার লোকেরা আরববাহিনীর আগমনের কথা শুনে যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে আসে। রাওয়া বিন আমিরাতুত তাফি এবং কাকসা অগ্রবর্তী সৈন্যদলের নেতৃত্ব দিয়ে যুদ্ধের মোকাবেলা করেন। খুবই দুর্দম্য লড়াই চলতে থাকে, যার দরুন উভয় পক্ষে রক্তের নহর বয়ে যায়। সে সময় আরবরা তাদের নামাজান্তে প্রার্থনায় বার বার "এয়া মহিমাময় আল্লাহ" বলে উচ্চৈস্বরে ডেকে যাচ্ছিল এবং আক্রমণ চালাতে নব উদ্যমে ফিরে যাচ্ছিল। মূর্তিপূজকরা পরাজিত হয়ে দুর্গে ঢুকে পড়ে। তারা প্রাচীরের ওপাশ থেকে তীর ও যন্ত্রের দ্বারা পাথর বর্ষণ করতে থাকে।

সাত দিন ধরে যুদ্ধ চলে। সেই নগরীর দুর্গের মধ্যে অবস্থানরত মুলতানের মালিক (প্রধান)এর ভ্রাতুষ্পুত্র এমন আক্রমণ চালায় যে, সেই সৈন্যবাহিনী নিজেই রসদের

www.pathagar.com

অভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। অবশেষে আস্কালান্দার প্রধান রাতেরবেলা বেরিয়ে এসে সিক্কা দুর্গে ঢুকে পড়েন। এটা ছিল রাভি নদীর দক্ষিণ তীরে একটি বিশাল দুর্গ। মুলতান দুর্গ থেকে সেখানকার সেই প্রধান পালিয়ে যাওয়ায় সমস্ত লোক, কারিগর ও বণিকেরা একটা বার্তা পাঠিয়ে বলে যে, তারা তার (মুহাম্মদ কাসিমের) প্রজা এবং তাদের প্রধান পালিয়ে গেছে, তারা এখন মুহাম্মদ কাসিমের কাছে সুরক্ষা প্রার্থী। বণিক, কারিগর ও কৃষকদের এই অনুরোধ তিনি মঞ্জুর করেন, তবে দুর্গের ভিতর গিয়ে তার রক্তাক্ত তরবারী দ্বারা চার হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করেন এবং তাদের পরিবার পরিজনদেরকে গোলামে পরিণত করেন। তিনি আতবা বিন সালামা তামিমিকে দুর্গটির প্রশাসক নিয়োগ করেন এবং নিজে সৈন্য বাহিনী নিয়ে সিক্কা মুলতানের দিকে অগ্রসর হন। এটা ছিল রাভি নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটি দুর্গ এবং বজ্রের (মেয়ের পক্ষের) নাতি বজ্রতাকি এতে অবস্থান করছিলেন। গুপ্তচরের কাছ থেকে খবর পেয়েই তিনি অভিযান শুরু করেন। প্রতিদিন আরব বাহিনী দুর্গের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল আর শত্রু বাহিনীও দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করছিল। সতের দিন ধরে তারা ভয়ানক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। মুহাম্মদ কাসিমের সবচেয়ে আলাদা ধরনের কর্মকর্তাদের মধ্যকার পঁচিশ জন নিহত হন এবং ইসলামের যোদ্ধাদের মধ্যে অন্যান্য আরো দুইশত পনের জন প্রাণ হারান। অবশেষে বজ্র রাভি নদী পাড়ি দিয়ে মুলতান চলে যান। বন্ধুদের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ কাসিম দুর্গটি ধ্বংস করে দেয়ার শপথ নেন। অত:পর পুরো নগরী ধ্বংস করে দেয়ার জন্য তিনি তার লোকদেরকে নির্দেশ দেন। নগরীর নিবস্থানের নৌঘাট দিয়ে নদী পাড়ি দিয়ে তিনি মুলতানের দিকে অগ্রসর হলে বজ্র ময়দান দখলে রাখার জন্য বেরিয়ে আসেন।

নৌঘাটের লোকদের সাথে মুহাম্মদ কাসিমের যুদ্ধ

সেদিন যুদ্ধ চলে সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং দুনিয়া যখন দিনমজুরের মত নিজেকে অন্ধকারের চাদরে ঢেকে নেয়, বেহেশতী সরাইয়ের রাজা যখন নিজেকে অবগুণ্ঠনের আড়ালে নিজেকে ঢেকে নেয় তখন সৈন্যরা সবাই তাঁবুতে ফিরে যায়। পরদিন দিগন্তে যখন সকালের আলো দেখা দেয় এবং দুনিয়া আলোকিত হয়ে ওঠে তখন যুদ্ধ আবার শুরু হয়। উভয় পক্ষে অনেক লোক নিহত হয় কিন্তু বিজয় সিদ্ধান্তহীন রয়ে যায়। দুই মাস ধরে আগুন ও পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র এবং ঘাজরক[৬৪] এর ব্যবহার চললো। দুর্গের দেয়ালের ওদিক থেকে পাথর ও তীর বর্ষিত হতে থাকলো।

অবশেষে এক পর্যায়ে শত্রুশিবিরে রসদের সাংঘাতিক টান পড়ে। অবস্থা এমন হল যে, একটা গাধার মাথার দামও দাঁড়ালো পাঁচশত দিরহামে। যখন দুর্গের প্রধান চন্দরের পুত্র ও দাহিরের ভ্রাতুস্পুত্র গুরসিয়া দেখলেন, আরবরা কোনমতেই নিরাশ হচ্ছেনা বরং

www.pathagar.com

তারা আরো দৃঢ়প্রত্যয়ী এবং এদিকে তার নিজের নিস্তারের কোন সম্ভাবনা নেই, তখন তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকার জন্য কাশ্মীরের রাজার কাছে চলে যান।

পরদিন আরবরা দুর্গের কাছে পৌঁছলে যুদ্ধ বেঁধে যায়। দুর্গের দেয়ালের বাইরে সুরঙ্গ খোঁড়ার মত উপযুক্ত স্থান পাওয়া যাচ্ছিলনা। এমন সময় দুর্গ থেকে এক লোক বেরিয়ে এসে দয়া প্রার্থনা করে। মুহাম্মদ কাসিম তাকে সুরক্ষা দেন এবং সুরঙ্গ খোঁড়ার জন্য লোকটি নদীর তীরে দুর্গের উত্তর দিকে একটি উপযুক্ত স্থান দেখিয়ে দেয়। সুরঙ্গ খোঁড়া হয় এবং দুই-তিন দিনের মধ্যে দেয়ালটি ভেঙ্গে পড়ে।

দুর্গটি দখল করে নেয়া হয়। এরপর ছয় হাজার শত্রু যোদ্ধাকে হত্যা করা হয় এবং তাদের সমস্ত আত্মীয়-স্বজন ও পোষ্যদেরকে দাসে পরিণত করা হয়। বণিক, কারিগর ও কৃষিজীবীদেরকে সুরক্ষা দেয়া হয়। মুহাম্মদ কাসিম বলেন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ খলিফার কোষাগারের জন্য পাঠানো উচিত, তবে যেহেতু সৈন্যরা খুবই কষ্ট স্বীকার করেছে, কঠোর পরিশ্রম আর ভোগান্তি হয়েছে, তাদেরকে জীবনের প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতে হয়েছে এবং এসবের ফলেই দুর্গটি জয় করা গেছে, তাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের মাঝেই বন্টন করে তাদের উপযুক্ত পাওনা মিটিয়ে দেয়াই যথার্থ হবে।

লুটের মালের ভাগ বাটোয়ারা

অত:পর নগরীর সব বড় ও প্রধান প্রধান বাসিন্দারা জড়ো হয় এবং তাদের মাঝে ষাট হাজার দিরহামের সমান ওজনের রৌপ্য বন্টন করে দেয়া হয়। প্রত্যেক অশ্বারোহী চারশত দিরহামের সমান ওজনের অংশ ভাগে পায়। এরপর মুহাম্মদ কাসিম বলেন, খলিফার কাছে মুদ্রা পাঠানোর উপায় বের করা দরকার। তিনি এই ব্যাপারটা নিয়ে মগ্ন ছিলেন এবং এটা নিয়েই এক সময় আলোচনারত থাকা অবস্থায় হঠাৎ একজন ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন, "পৌত্তলিকতার অবসান হয়েছে, মন্দিরগুলো বর্জিত হচ্ছে, পৃথিবী ইসলামের আলো গ্রহণ করেছে এবং মূর্তি পূজার মন্দিরের বদলে এখন মসজিদগুলো নির্মিত হচ্ছে। মুলতানের বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে আমি শুনেছি যে, প্রাচীন কালে এই নগরীতে একজন মালিক ছিলেন, যার নাম ছিল জিবাউইন[১৫]। ইনি ছিলেন কাশ্মীরের রাইয়ের বংশধর। তিনি ব্রাহ্মণ এবং মঠধারী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি কঠোরভাবে তার ধর্ম মেনে চলতেন এবং সব সময় মূর্তি পূজায় সময় কাটাতেন। তার ধন-দৌলত যখন সীমা ছাড়িয়ে হিসাবের বাইরে চলে গেল তখন তিনি মুলতানের পূর্বদিকে বর্গাকারে একশত গজের একটি জলাধার তৈরি করেন। এর মাঝখানে তিনি বর্গাকারে পঞ্চাশ গজের একটি মন্দির তৈরি করেন এবং সেখানে একটি কক্ষ তৈরি করে তাতে চল্লিশটি তামার পাত্র লুকিয়ে রাখেন। পাত্রগুলোর প্রত্যেকটি আফ্রিকান সোনার গুঁড়ো দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সেই কক্ষে এইভাবে তিনশত ত্রিশ মণ সোনা মাটির

www.pathagar.com

নিচে পুঁতে রাখা হয়। এই গুপ্তধনের উপরে নির্মাণ করা হয়েছে সেই মন্দির- যেখানে লাল সোনায় তৈরি একটি মূর্তি রয়েছে এবং সেই জলাধারের চারপাশে প্রচুর গাছ লাগানো রয়েছে।"

আলী বিন মুহাম্মদের বরাতে ইতিহাসে এসেছে, তিনি আবু মুহাম্মদ হিন্দভী'র কাছ থেকে শুনেছেন যে, মুহাম্মদ কাসিম ব্রাহ্মণের কথা শুনে উঠে পড়েন এবং তার পরামর্শদাতা, প্রহরী ও পরিচারকদেরকে নিয়ে সেই মন্দিরে যান। তিনি সেখানে স্বর্ণের তৈরি একটি মূর্তি দেখতে পান। মূর্তিটির দুই চোখে লাগানো ছিল উজ্জ্বল লাল চুনিপাথর।

মুহাম্মদ কাসিমের প্রতিক্রিয়া

মূর্তিটি এমনভাবে তৈরি যে, এটাকে দেখেই মুহাম্মদ কাসিমের মনে হয়েছিল এটা সত্যিকারের মানুষ। তাই তিনি আঘাত করার জন্য তরবারী বের করেছিলেন। এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ বলে ওঠেন, "হে ন্যায়পরায়ণ সিপাহসালার, এটাই সেই প্রতীমা, যা মুলতানের রাজা জিবাউইন বানিয়েছিলেন, তিনি এখানেই গুপ্তধন রেখে গেছেন।" মুহাম্মদ কাসিম মূর্তিটিকে উঠানোর নির্দেশ দেন। দুইশত ত্রিশ মণ স্বর্ণ সেটাতে পাওয়া যায় এবং স্বর্ণের গুঁড়ো ভর্তি চল্লিশটি পাত্র উঠানো হয়। এগুলোর ওজন দাঁড়ায় তের হাজার দুইশত মণ। এইসব স্বর্ণ ও প্রতীমাটিসহ যত মণি-মুক্তা ও সম্পদ মুলতান নগরী থেকে লুটের মাল হিসাবে পাওয়া গেছে সবই কোষাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

আবুল হাসান হামদানী বলেছেন, তিনি খারিম বিন ওমরের কাছ থেকে শুনেছেন যে, যেদিন মন্দিরে খনন চালিয়ে গুপ্তধন তোলা হয়েছিল সেদিনই হাজ্জাজ ইউসুফের কাছ থেকে একটি পত্র আসে। তাতে বলা হয়, "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমাকে যখন সৈন্যবাহিনীসহ রওনা করিয়ে দিয়েছিলাম তখন আমি সম্মত হয়েছিলাম এবং ওয়াদা করেছিলাম যে, এই অভিযানের জন্য সরকারী কোষাগার থেকে যত খরচপাতি নেব তা পুরোপুরি খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে পরিশোধ করে দেব। এই ওয়াদা পূরণ করা আমার জন্য বাধ্যতামূলক। এখন প্রদেয় অর্থের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। দেখা গেছে যে, মুহাম্মদ কাসিমের জন্য ষাট হাজার খাঁটি রৌপ্য ব্যয় করা হয়েছে এবং আজকের দিন পর্যন্ত নগদে ও জিনিসপত্রে সব মিলিয়ে একশত বিশ হাজার দিরহাম সমপরিমাণ রাজকোষে পরিশোধ হয়ে গেছে। যেখানেই কোন প্রাচীনস্থান বা বিখ্যাত শহর বা নগর পাওয়া যাবে সেখানেই মসজিদ ও ধর্ম শিক্ষার স্থান প্রতিষ্ঠা করবে, খুৎবা পাঠের ব্যবস্থা নেবে এবং এই সরকারের নামে মুদ্রা উৎকীর্ণ করবে।

www.pathagar.com

যেহেতু তুমি এই সৈন্য বাহিনীকে সাথে নিয়ে তোমার সৌভাগ্য এবং উপযুক্ত সুযোগ দ্বারা অনেক কিছু করে ফেলেছ, তাই নিশ্চিত থাকো, বিধর্মীদের যে স্থানেই তুমি যাবে তা তুমি জয় করবেই।"

মুলতানের জনগণের সাথে মুহাম্মদ কাসিমের মিটমাট

মুহাম্মদ কাসিম মুলতান নগরীর প্রধান প্রধান বাসিন্দাদের সাথে শর্তাবলী ঠিকঠাক করার পর সেখানে একটি জামে মসজিদ ও একটি মিনার প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমীর দাউদ নসর বিন ওয়ালিদ উম্মানীকে নগরীর প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দেন। এছাড়াও তিনি খারিম বিন আব্দুল মালিক তামিমকে ঝাইলাম (ঝিলাম) এর তীরে ব্রহ্মপুর দুর্গে রেখে আসেন। সেই দুর্গটাকে সবুর[৬] বলা হত। আকরামা বিন রাইহান শামীকে মুলতানের আশেপাশের এলাকার এবং আহমদ বিন হারিমা বিন আতবা মাদানীকে আজতাবাদ ও কারুর দুর্গের প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি অর্থ-সম্পদ নৌকা যোগে দেবল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং রাজধানীর কোষাগারেও জমা করেছিলেন। তিনি নিজে মুলতানে অবস্থান করতেন। যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে পঞ্চাশ হাজারের মত অশ্বারোহী তার অধীনে ন্যস্ত ছিল।

দশ হাজার অশ্বারোহীর প্রধান হিসাবে আবু হাকিমকে কণৌজে প্রেরণ

এরপর তিনি খলিফার একটি পত্র ও দশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে আবু হাকিম শাইবানীকে কণৌজের দিকে পাঠিয়ে দেন। খলিফার সেই পত্রে কণৌজের প্রধানকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, রাজস্ব প্রদান ও বশ্যতা স্বীকার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তিনি (মুহাম্মদ কাসিম) নিজে সৈন্যবাহিনী নিয়ে কাশ্মীরের সীমান্তের সেই স্থান পর্যন্ত যান যেটাকে পঞ্চপ্রবাহ বলা হত এবং সিলাইজের পুত্র ও দাহিরের পিতা চাচ দেবদারু ও ঝাউগাছ লাগিয়ে সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছে মুহাম্মদ কাসিমও সেই সীমানা পুন:চিহ্নিত করে দেন।

সৈন্যবাহিনী ও আবু হাকিমের উধাফার[৭] উপস্থিতি

সে সময় কণৌজের মালিক ছিলেন জাহতাল রাইয়ের পুত্র। আরব সৈন্যবাহিনী উধাফার'র কাছাকাছি পৌঁছলে আবু হাকিম শাইবানী আদেশ দেন জায়েদ বিন আমরু কাল্লাবীকে তার সামনে হাজির করার জন্য। তাকে আনা হলে তিনি বলেন, "জায়েদ, জাহতালের পুত্র রাই হর চন্দর'র কাছে বিশেষদূত হিসাবে তুমিই যাবে। তাকে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করার আহবান পৌঁছাবে এবং বলবে, সমুদ্র উপকূল থেকে কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত রাজা ও প্রধান (সিপাহসালার)'রা মুসলমানদের শক্তি ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে জেনে গেছে এবং তারা আমীর ইমাদ-উদ-দীন, আরব বাহিনীর

www.pathagar.com

সিপাহসালার ও কাফেরদের রাজত্বের অবসানকারীর প্রতি বশ্যতা স্বীকার করেছেন। তাদের কেউ কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং অন্যান্যরা খলিফা'র কোষাগারে রাজস্ব দিতে সম্মত হয়েছেন।

কর্ণৌজের রাই হর চন্দরের জবাব

রাই হর চন্দর জবাবে বলেন, "এই দেশ এক হাজার ছয়শত বছর ধরে আমাদের আইন ও শাসনাধীনে রয়েছে। আমাদের কর্তৃত্বকালে কোন শত্রু আমাদের সীমানায় অনধিকার প্রবেশের সাহস যেমন করেনি, তেমনি আমাদেরকে মোকাবেলা করার বা আমাদের ভূখণ্ডে হাত বাড়ানোর দু:সাহসও কেউ দেখায়নি। আমি তোমাকে ভয় করার মত এমন কি আছে যে, যার কারণে তোমার মাথায় এমন খেয়াল ও মূর্খতা ঘুরপাক খাচ্ছে। কোন দূতকে কারাগারে পাঠানো উচিত নয়, নইলে এই বক্তব্য এবং এ ধরনের অসম্ভব আবদারের কারণে তুমি সে ধরনের ব্যবহারই কেবল পেতে পারো। অন্যান্য শত্রু ও রাজপুরুষরা তোমার এসব কথা শুনলেও শুনতে পারে, তবে আমি নই। এখন তোমার কর্তার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, আমাদের শক্তি ও সামর্থ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করবো। এতে হয় আমি জিতবো অথবা তোমার মাধ্যমে তিনি জয়ী হবেন। যুদ্ধের মাধ্যমে যখন একের বা অপরের শ্রেষ্ঠত্ব ও সাহস দেখা যাবে তখন শান্তি হবে, না যুদ্ধ হবে, সেটা তার ভিত্তিতেই স্থির হয়ে যাবে।"

রাই হর চন্দরের বার্তা এবং পত্র মুহাম্মদ কাসিমকে দেয়ার পর তিনি এ ব্যাপারে তার সব প্রধান, বিশিষ্ট ব্যক্তি, সেনাপতি ও যোদ্ধাদের পরামর্শ নেন এবং বলেন, "আজকের এই সময় পর্যন্ত আল্লাহ'র মেহেরবানীতে এবং গায়েবী মদদে হিন্দের রাইয়েরা পরাজিত ও ব্যর্থ হয়েছে এবং ইসলামের জয় ঘোষিত হয়েছে। আজ আমরা এই অভিশপ্ত কাফেরটার মোকাবেলা করার জন্য এসেছি– সে তার সৈন্যবাহিনী ও হস্তি বাহিনী নিয়ে অহংকারে মদমত্ত। আল্লাহ'র শক্তি ও মদদে আপনারা নিজেকে এমনভাবে উদ্যমী করে তুলুন, যাতে আমরা তাকে পরাভূত করতে পারি এবং তার বিরুদ্ধে জয়ী ও সফল হতে পারি– এটাই আপনাদের জন্য উপযুক্ত হবে।" রাই হর চন্দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সবাই তৈরি হয়ে যান এবং সবাই একত্রিত হয়ে মুহাম্মদ কাসিমকে আহবান জানান যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য।

মুহাম্মদ কাসিমের কাছে রাজধানী থেকে আদেশনামা

পরদিন, রাতের নেকাব সরিয়ে আকাশ রাজ্যের রাজা যখন দুনিয়াকে তার মুখদর্শন দেন, সে সময় রাজধানী থেকে দ্রুতগামি উটে চড়ে এক বার্তাবাহক একটি আদেশ নিয়ে হাজির হয়। মুহাম্মদ বিন আলী আবুল হাসান হামদানী বলেছেন, রাই দাহির নিহত হলে তার প্রাসাদ থেকে তার দুই কুমারী কন্যা আটক হয়েছিল এবং মুহাম্মদ

www.pathagar.com

কাসিম তাদেরকে দুই হাবশী গোলামের তত্ত্বাবধানে বাগদাদ[১৮] পাঠিয়ে দেন। তৎকালীন খলিফার কাছে তাদেরকে পাঠানো হলে খলিফা তাদেরকে তার খেদমতের উপযুক্ত করে তুলতে কিছু দিনের সেবা-যত্ন যাতে তারা পায় তার জন্য হেরেমে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন পর তাদের কথা মহানুভব খলিফার মনে উদয় হয়। তিনি রাতেরবেলা তাদেরকে তার সামনে হাজির করার নির্দেশ দেন। খলিফা ওয়ালিদ আব্দুল মালিক মেয়ে দু'টির মধ্যে কে বড়, সেটা জেনে নিতে দোভাষীকে বলেন। কারণ তিনি সে রাতে বড় যে জন, তাকে ডেকে নিতে চান এবং অপর জনকে অন্য সময়ে ডাকবেন বলে স্থির করেন।

দোভাষী গিয়ে মেয়ে দু'টিকে প্রথমে নাম জিজ্ঞাসা করে। বড় মেয়ে বলে "আমার নাম সূরিয়া (সূর্য) দেও।" এবং ছোট মেয়ে বলে, "আমার নাম পরমল দেও।" দোভাষী বড় মেয়েকে তার সাথে যাবার জন্য বলে এবং ছোটটি যাতে আরো যত্ন পায় সে জন্য রেখে যায়।

খলিফা যখন বড় মেয়েটিকে বসতে বলেন, তখন মেয়েটি মুখের উপর থেকে নেকাব সরিয়ে নেয়। মেয়েটির উপর দৃষ্টি পড়তেই তার অনুপম সৌন্দর্য ও মোহিনী রূপ দেখে খলিফা মোহিত হয়ে পড়েন। মেয়েটির শক্তিশালী চাহনী খলিফার সংযমী হৃদয় হরণ করে নেয়। তিনি সুরিয়া দেও এর দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে নিজের দিকে টেনে নিতে চান। কিন্তু এ সময় সে দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে, "রাজা দীর্ঘজীবী হোন ! আমি রাজার শয্যার উপযুক্ত নই, কারণ ন্যায়বান সিপাহসালার ইমাদ-উদ-দীন মুহাম্মদ কাসিম আমাদেরকে আপনার কাছে এই রাজকীয় প্রাসাদে পাঠানোর আগে নিজের কাছে রেখেছিলেন তিনদিন। মনে হয়, এটাই আপনাদের রীতি,। তবে রাজাকে এ ধরনের অসম্মান করা উচিত নয়।"

খলিফা প্রেমে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু মেয়েটির কথায় তার হাত শিথিল হয়ে পড়ে। অপমানের জ্বালায় রাগে-ক্ষোভে তিনি এতটাই ফুঁসছিলেন যে, ব্যাপারটা কিছুতেই মাথা থেকে সরছিল না। তিনি কলম ও কাগজ আনার জন্য বলেন এবং নিজেই একটি পত্র লিখতে শুরু করেন। তাতে তিনি আদেশ দেন যে, এই পত্র যখন পৌঁছবে তখন মুহাম্মদ কাসিম যে স্থানেই থাকুন, তিনি নিজেকে একটি পশুর চামড়ায় সিলাই দ্বারা আবদ্ধ করবেন এবং এরপর তাকে সে অবস্থায়ই যেন রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মুহাম্মদ কাসিমের উধাফার উপস্থিতি এবং রাজধানী থেকে খলিফার প্রেরিত পত্র হস্তগত

উধাফারে অবস্থানকালে পত্রটি হস্তগত হবার পর মুহাম্মদ কাসিম সে মতে কাজ করার জন্য তার লোকজনদেরকে আদেশ দেন এবং তারা তাকে পশু চামড়া দিয়ে মুড়িয়ে

www.pathagar.com

সেলাই করে দেয়। এরপর একটি বাক্সে ঢুকিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ অবস্থায়ই মুহাম্মদ কাসিম তার প্রাণ আল্লাহ'র কাছে সমর্পণ করে দেন।

তাকে বাক্সবন্দী করে যখন তৎকালীন খলিফার[৯৯] কাছে পাঠানো হয় তখন বিভিন্নস্থানে নিয়োগকৃত কর্মকর্তারা স্ব স্ব অবস্থানে ছিলেন।

প্রাসাদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধায়ক গিয়ে খলিফা ওয়ালিদ আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের কাছে খবর দেন যে, মুহাম্মদ কাসিম সাকিফীকে রাজধানীতে আনা হয়েছে। খলিফা জানতে চান, সে জীবিত আছে, না মৃত। জবাব আসে, "খলিফার আয়ু, সমৃদ্ধি ও মর্যাদা অনন্তকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়ীত হোক। উধাপুর নগরীতে যখন রাজকীয় নির্দেশনামা পৌঁছে তখন মুহাম্মদ কাসিম আদেশানুসারে একটি কাঁচা পশু চামড়ায় নিজেই নিজেকে আবৃত করেন এবং দু'দিন পর আল্লাহ'র কাছে প্রাণ সমর্পণ করে পরলোকে চলে যান। তিনি বিভিন্ন কেন্দ্রে যে সব কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে রেখে এসেছেন তারা দেশটির শাসনকার্য চালিয়ে নিচ্ছেন, খলিফার নামে খুৎবা পাঠ চলছে এবং তারা তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছেন।"

খলিফা বাক্সটি খোলেন

অত:পর খলিফা বাক্সটি খোলেন এবং সেই দুই মেয়েকে সেখানে হাজির হতে ডেকে পাঠান। তার হাতে ছিল সুগন্ধীযুক্ত পাতা ও চির সবুজ ফলসহ একটি গাছের ডাল। সেটি দিয়ে লাশের মুখের দিকে নির্দেশ করে তিনি বলেন, "আমার কন্যারা দেখো, আমার প্রতিনিধিদের কাছে পাঠানো আমার নির্দেশ কিভাবে প্রতিপালিত হয় এবং কত আনুগত্য দেখানো হয়। কণৌজে আমার আদেশ পাবার পর সে তার মূল্যবান জীবন আমার নির্দেশে বিলিয়ে দিয়েছে।"

খলিফা আব্দুল মালিক[১০০] বিন মারওয়ানের উদ্দেশে দাহিরকন্যা জানকীর বক্তব্য

তখন পূণ্যব্রতা জানকী তার নেকাব সরিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলে, "রাজা দীর্ঘজীবী হোন, আরো বহু বৎসর তার সমৃদ্ধি ও গৌরব বিস্তৃত হোক এবং তিনি যথার্থ বুদ্ধিমত্তা হাসিল করুন। একজন রাজা যখনই তার মিত্র বা শত্রুর কাছ থেকে কোন কিছু শুনবেন, তখন তা যুক্তি ও গুরুত্বের পরশপাথরে যাচাই করে দেখা তার উচিত এবং যদি তা সত্য ও সন্দেহাতীত বলে প্রতীয়মান হয় তাহলেই তিনি ন্যায়সঙ্গত আদেশ দেবেন। যদি সেভাবে কাজ করেন তাহলেই তিনি প্রভুর কোপানলেও পড়বেন না, তেমনি লোকজনের দ্বারা নিন্দিতও হবেন না। আপনার আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শিত হয়েছে, তবে আপনার সদয় অন্তরে যুক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার অভাব রয়েছে। মুহাম্মদ কাসিম আমাদের কাছে সম্মানীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন এবং আমাদের সাথে ভাই বা পুত্রের মত আচরণ করতেন। তিনি কখনোই লালসার হাত দ্বারা আমাদেরকে বা আপনার জন্য প্রেরিত দাসদেরকে স্পর্শ করেননি। কিন্তু তিনি হিন্দ ও

www.pathagar.com

সিন্দ এর রাজাকে হত্যা করেছেন, তিনি আমাদের পিতৃপুরুষের সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে রাজকীয় মর্যাদা থেকে দাসের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন– এই আঘাতের প্রতিশোধ নিতে ও প্রতিঘাত দিতে আমরা খলিফার সামনে মিথ্যা কাহিনী ফেঁদেছি এবং আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এই বানোয়াট গল্প ও চাতুরীর মাধ্যমে আমরা প্রতিশোধ নিয়েছি। এ ধরনের চূড়ান্ত নির্দেশ দেয়া খলিফার ঠিক হয়নি, মানসিক উত্তেজনার বশে যুক্তি হারিয়ে ফেলা তার উচিত হয়নি। যদি তিনি এ ব্যাপারে তদন্ত করার কথা বিবেচনা করতেন তাহলে এই অনুশোচনাকর ও নিন্দনীয় কাজ তার দ্বারা হত না এবং মুহাম্মদ কাসিম যদি বুদ্ধিমত্তার দ্বারা চালিত হতেন তাহলে একদিনের মধ্যে এখানে এসে উপস্থিত হতে পারতেন, এরপর পশুর চামড়ায় নিজেকে আবৃত করতে পারতেন। তদন্তের পর তিনি ছাড়া পেয়ে যেতেন এবং এভাবে তাকে মরতে হত না।"
এই ব্যাখ্যা শুনে খলিফা আফসোস করছিলেন এবং অনুশোচনার আতিশয্যে নিজের হাতের পিঠ কামড়াতে থাকেন।

খলিফার উদ্দেশে আবারো জানকীর বক্তব্য

জানকী আবারো তার ঠোঁট খুলে (কিছু বলার জন্য) খলিফার দিকে তাকায়। সে বলে, "রাজা আপনি খুবই দু:খজনক ভুল করেছেন, যা আপনার করা উচিত নয়। দুই দাসকৃত মেয়ের কথায় এমন এক ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দিলেন, যিনি আমাদের মত লাখো লাজনম্র মেয়েকে বন্দী করেছেন, এমন সত্তর জন প্রধান– যারা হিন্দ ও সিন্দ শাসন করেছেন তাদেরকে তাদের সিংহাসন থেকে লাশ রাখার বাক্সে নামিয়ে দিয়েছেন এবং মন্দিরের বদলে মসজিদ, ধর্ম শিক্ষা কেন্দ্র ও মিনার তৈরি করেছেন। যদি কোন ছোট-খাটো ভুল বা অসঙ্গত কিছুর জন্য মুহাম্মদ কাসিম দায়ী হনও, তথাপি তাকে কোন ষড়যন্ত্রকারীর কথার ভিত্তিতে এভাবে ধ্বংস করে দেয়া যেতে পারেনা[১০১]।"
খলিফা এই দুই বোনকে ইটের দুই দেয়ালের মাঝে বন্দী করার (দম বন্ধ করে মারার জন্য) নির্দেশ দেন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের পতাকা প্রসংশিত ও বিস্তৃত হয়ে চলেছে প্রতিদিন উত্তরোত্তর।

www.pathagar.com

টীকা

১. সিন্ধুনদ।

২. এটি ফতেহনামা তথা চাচনামা রচয়িতার ভুল তথ্য। প্রকৃতপক্ষে সাহাসিই হচ্ছেন সিহারাস'র পুত্র। সিহারাস'র পিতার নাম দিওয়াইজ। এ ধরনের তালগোল তিনি এ পাণ্ডুলিপিতে আরো পাকিয়েছেন।

৩. যেহেতু এই পাণ্ডুলিপির লেখক একজন আরবীয়, তাই আরবীয় রীতি অনুযায়ী তিনি প্রত্যেক নামের সাথে পিতার নাম অর্থ্যাৎ 'বিন' অমুকও লিখেছেন।

৪. ইতিহাস বলছে, চাচ ছিলেন সিলাইজ নামক এক গরীব ব্রাহ্মণের পুত্র। তিনি খুবই সুপুরুষ, ধীশক্তি সম্পন্ন ও যোগ্য ছিলেন। চাচ ছিলেন রাই সাহাসি'র পরামর্শদাতা।

৫. রাই সাহাসি'র স্ত্রী সুভান দেও। ইনি সুন্দরী ছিলেন।

৬. এটা আরবীয় বর্ণনাকারীরই উক্তি। সে সময় বিধর্মীদের বেলায় মুসলমানদের মাঝে এ ধরনের বলার প্রচলন ছিল। যেমন খ্রিস্টপূর্ব থেকে এই কিছুকাল পূর্বেও পাক-ভারত-বাংলাদেশ অঞ্চলের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তাদের দৃষ্টিতে যারা বিধর্মী তাদেরকে 'যবন' 'ম্লেচ্ছ' 'গরুখোর' ইত্যাদী বলতো। আজকাল সত্যিকার ধর্মশিক্ষা ও সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের বিস্তৃতি ও ঘনিষ্টতার ফলে ঐ ধরনের ঘৃণার্হ উক্তির প্রচলন উভয় সম্প্রদায়ের মাঝ থেকেই বিলুপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য, ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে সাহাসি রাই মারা যান।

৭. অন্যান্য ইতিহাসে এ স্থানের নাম চিতোর উল্লেখ রয়েছে। এই আরবীয় বিবরণেও চিতোর উল্লেখ ছিল। তবে বিবরণের ইংরেজী রূপান্তরকারী স্যার এইচ এম ইলিয়ট তার গবেষণার নিরীখে বলেছেন, এটা জয়পুরই হবে। জয়পুরের রাজা মহরত ছিলেন সাহাসি রাইয়ের ভাই। তিনি চাচের ক্ষমতা দখল এবং সাহাসি'র বিধববা স্ত্রীকে বিয়ে করার বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি।

৮. কোন কোন আধুনিক বিবরণে রাণীর নাম শুদ্ধানী বলা হয়েছে। তবে এই আরবীয় তৎকালীন বিবরণে সুভান দেও উল্লেখ রয়েছে।

৯. এখানে সূর্য বুঝানো হয়েছে।

১০. এ স্থানটিতে পানি কম থাকায় হেঁটে নদী পার হওয়া যেত। মুলতান এবং ঘারা'র মাঝামাঝি স্থানে বিয়াস নদীর এ ধরনের একটি প্রাচীন ধারা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও বিয়াস নদীর ঐস্থান থেকে মুলতানের ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চিনাব নদীর সাথে মিলিত হতে দেখেছেন বলে এই পাণ্ডুলিপি'র ইংরেজী অনুবাদক স্যার ইলিয়ট উল্লেখ করেছেন।

১১. আরবীয় পাণ্ডুলিপি রচয়িতার নিজের ভাষা।

www.pathagar.com

১২. রাভী নদী অতীতে এই মুলতান দুর্গের চারপাশ ঘিরে প্রবাহিত হত। কানিংহ্যামের বিবরণে রয়েছে, মহাবীর আলেকজান্ডার এই নদীতে জলযান যোগে দুর্গটির চারপাশ পরিভ্রমণ করেছিলেন।

১৩. Maisir.

১৪. Five waters বলা হয়েছে। এর অর্থ 'পাঞ্জাব' হবেনা। এখানে পাঁচটি ঝর্নাধারার কথা বলা হয়েছে, পাঁচটি নদী নয়। পাণ্ডুলিপির ইংরেজী অনুবাদক ও সম্পাদক তার টীকায় এ তথ্যটি দিয়ে এটাকে কাকতালীয় বলে অভিহিত করেছেন। মূল পাণ্ডুলিপিটি আরবীতে লেখা। আর 'পাঞ্জাব' কথাটি ফার্সী। এখানে কাশ্মীরের পার্বত্যাঞ্চলের পাদদেশের ঐস্থানটির কথা বলা হয়েছে, ঠিক যেখানে ঝিলাম নদী পাহাড় থেকে নেমে এসে সমতলে প্রবাহিত হচ্ছে।

১৫. আরেক নাম কাকারাজ।

১৬. ইহকাল ও পরকাল।

১৭. Satban.

১৮. রাকু অর্থ্যাৎ রাখু। এর অর্থ 'রাখা'। কোন কোন বিবরণে 'বুদ্ধগুদি' বলা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন এই পাণ্ডুলিপির ইংরেজী সম্পাদক। 'গুদি' অর্থ সংস্কৃত 'গুপ্ত' এবং এর অর্থ 'রাখা' বা সুরক্ষিত করা।

১৯. সম্ভবতঃ বুদ্ধ রাকু এই বৌদ্ধ বিহারের প্রধান পুরোহিত ছিলেন।

২০. স্যার এইচ ইলিয়ট তার টীকায় বলেছেন, 'কান বিহার' এবং 'নান বিহার' একই স্থাপনার নাম। তার মতে, 'কান' হচ্ছে সংস্কৃত 'কাহ্ন' বা 'কৃষ্ণ' এবং 'নান' অর্থ 'নতুন'। এতে করে বুঝা যায়, ঐ বৌদ্ধ বিহারকে 'নতুন বিহার' এবং 'কৃষ্ণ বা কালো বিহার' নামে চিহ্নিত করা হত।

২১. বৌদ্ধধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ মৃত্যুর মাধ্যমে কর্ম অনুযায়ী এক ভূবন থেকে আরেক ভূবনে আবর্তিত হয়ে ফল লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। এখানে বৌদ্ধ পুরোহিত বুদ্ধ রাকু (সামানি)'র বক্তব্যে যে 'ভগবান' এর কথা বলা হচ্ছে তা দ্বারা সম্ভবতঃ 'ভগবান বুদ্ধ' বুঝতে হবে। কারণ রুবী বড়ুয়া ও বিপ্রদাশ বড়ুয়া লিখিত 'গৌতম বুদ্ধ:দেশকাল ও জীবন' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "বৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত অস্তিত্ববাদ দর্শনেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।... মানুষের জীবনে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনও নেই।" পৃ:৬৫।

২২. ব্রাহ্মণাবাদ ছিল লোহানা সম্প্রদায়ের রাজধানী। সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। কাথিয়াওয়াড় এবং গুজরাটের প্রান্তর পথে নারা নদীর তীরে বর্তমান মিরপুর খাসের কাছে এর অবস্থান ছিল। জাট ও লোহানারা বীর যোদ্ধাজাতি ছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদের সাথে তাদের বর্ণ বৈষম্যগত বিরোধ ছিল।

২৩. কিসরা বা কাইজার বা খসরু পারভেজ– একই।

www.pathagar.com

২৪. Basabas. 'বাসব' হ'তে পারে।

২৫. এটা আরবীয় মূল পাণ্ডুলিপি রচয়িতার বক্তব্য। আরবীয়দের বিজয় পরবর্তী সময়ের কথা এটা।

২৬. কান্দাহার।

২৭. ... and went to hell. ৬৭০ খ্রিঃ চাচের মৃত্যু হয়। চাচ তার দুই পুত্র দাহির ও ধরসেন এবং কন্যা রাই রানীকে রেখে যান। কোন কোন পুরনো গ্রন্থে ধরসেনকে 'ধরসায়া' উল্লেখ করা হয়েছে।

২৮. হিন্দুধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধধর্মে।

২৯. কণৌজের রাজবংশের তালিকায় এ ধরনের কোন নাম পাওয়া যায় না। জেনারেল কানিংহ্যাম এর অভিমত হল, "চীনারা ৬৯২ সালে মধ্যভারতের রাজা হিসাবে 'সি-মো-সি-নো' যে নামটি উল্লেখ করেছে, হতে পারে সেই ভীমসেন নামের রাজাকেই এই আরব পাণ্ডুলিপি রচয়িতা 'রাসাল' বলেছেন।" এই পাণ্ডুলিপির ইংরেজী অনুবাদক স্যার এইচ এম ইলিয়ট এই অভিমত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "এটা একেবারেই অনুমান নির্ভর।" 'রাসাল' নামটি আরবী পাণ্ডুলিপি রচয়িতার শ্রুতিজনিত প্রমাদও হতে পারে।

৩০. Barhas. বরাহ !

৩১. Band kahuya.

৩২. সাধারণতঃ সম্মানী মহিলাদেরকে সম্মান করে নাম ধরে না ডেকে 'বাঈ' ডাকা হত। এখনো ভারতে এ প্রথা চালু রয়েছে। তবে 'মাঈ' ঐ রাজকুমারীর আসল নাম হতে পারে বলে স্যার ইলিয়ট অনুমান করেন। আবার এটা মূল পাণ্ডুলিপি রচয়িতার ভুলও হতে পারে বলে স্যার ইলিয়ট মনে করেন।

৩৩. ইতিহাসতো বলছে দাহিরই বড়।

৩৪. আরবী পাণ্ডুলিপি রচয়িতা এর আগে বলেছেন ধারসায়া দুর্গটির কাজ সম্পন্ন করেছেন। সম্ভবতঃ তার শ্রুতিজনিত প্রমাদের কারণে তিনি তথ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি।

৩৫. মোহাম্মদ আল্লাফী ছিলেন সিন্দ ও হিন্দ এর সীমান্তবর্তী (মাকরানের পাশে) বনি আসমত গোত্রের সর্দার। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। পরে এলাকার শাসনকর্তার সাথে লড়াইয়ে টিকতে না পেরে সসৈন্যে পালিয়ে এসে দাহিরের সাথে যোগ দেন।

৩৬. লংকাদ্বীপ তথা আজকের শ্রীলংকা।

৩৭. হাজ্জাজ প্রথমদিকে পলাতক আল্লাফীকে ফেরত পাঠানোর দাবী জানিয়েছিলেন। সে দাবী দাহির অগ্রাহ্য করেন। এর কিছুকাল পরে সরন্দ্বীপের সীলন থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়া একদল মুসলিম বণিকের জাহাজ দাহিরের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেবল বন্দরের কাছে লুণ্ঠিত ও বণিকরা হত্যার শিকার হয়। ঐ বণিকদের সাথে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনরত কিছু আরবীয় বণিকের বিধ্ববা স্ত্রী ও এতিম সন্তানদেরকে সরন্দ্বীপের রাজা

www.pathagar.com

উপহারসামগ্রী দিয়েছিলেন। হাজ্জাজ পরে দাহিরের কাছে পত্র দিয়ে লুণ্ঠিত মালামাল এবং আটককৃত নারী, শিশুসহ সবাইকে ফেরত দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বন্দীদেরকে দাহিরের রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বন্দী এক এতিম বালিকা সুকৌশলে হাজ্জাজের কাছে পত্র পাঠিয়ে তাদের দুর্দশার মর্মস্পর্শী খবর জানিয়েছিল।

৩৮. হাজ্জাজ প্রথমদিকে সিন্দ ও হিন্দে আক্রমণ চালাতে যাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন বুদাইল তাদের অন্যতম।

৩৯. মুহাম্মদ কাসিমের গোত্রের নাম ছিল সাকিফী। তিনি এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তার মা ছিলেন এক সুশিক্ষিতা নারী। মায়ের তত্ত্বাবধানেই মুহাম্মদ কাসিম বড় হয়ে উঠেছিলেন। সমরবিদ্যার প্রতি তার ঝোঁক থাকায় তাকে তার খালু ও চাচা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হাজ্জাজ প্রথম জীবনে একজন শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি পুলিশে চাকুরী নেন। সেখানে দক্ষতা ও নৈপুন্য প্রদর্শন করায় খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তাকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেন। প্রচন্ড দক্ষতার জোরে হাজ্জাজ পরবর্তীতে ইরাকের গভর্নর (প্রশাসক) নিযুক্ত হন এবং খলিফার এক শক্তিশালী ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী একান্ত সহযোগীতে পরিণত হন। তিনি নিজের একান্ত সাহচর্যে মুহাম্মদ কাসিমকে গড়ে তোলেন। শিক্ষা-দীক্ষা ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন মুহাম্মদ কাসিম। খুরাসান, খাওয়ারিযম ও তুর্কিস্তানে যুদ্ধে অংশ নিয়ে তিনি রণনৈপুণ্যও প্রদর্শন করেন। অবশেষে হাজ্জাজের প্রস্তাবে খলিফার অনুমোদন নিয়ে মুহাম্মদ কাসিম সিন্দ ও হিন্দ অভিযানের নেতৃত্ব পান। যুদ্ধযাত্রার আগে তিনি সিন্দ ও হিন্দ সম্পর্কে প্রচুর খোঁজখবর নেন। বিশেষকরে এখানকার হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম, জনগণের আচার-আচরণ, ভূখন্ডটির ভৌগলিক বৈশিষ্ট, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল হয়ে তিনি তার যুদ্ধকৌশল রচনা করেন। যুদ্ধযাত্রার আগে হাজ্জাজকন্যার সাথে তার বিয়ের বাগদানও সম্পাদন হয় বলে কোন কোন বিবরণে উল্লেখ রয়েছে। সিন্দ অভিযানকালে মুহাম্মদ কাসিমের বয়স ছিল ১৭ বৎসর।

হাজ্জাজ রাজা দাহিরের কাছে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। তাকে দাহিরের নির্দেশে হত্যার ঘটনায় হাজ্জাজ ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে নিজ ভ্রাতুস্পুত্র মুহাম্মদ কাসিমকে নেতৃত্ব তুলে দিয়ে মরণপণ এ অভিযানে প্রেরণ করেন। পলাতক মোহাম্মদ আল্লাফী রাজা দাহিরকে উস্কানী দিচ্ছিলেন।

৪০. মুসলিম শাসনের রীতি অনুযায়ী সেকালে শাসকরা প্রতি সপ্তাহে জুমা নামাজের আগে রাজ্যের হাল অবস্থা তুলে ধরে কোরআন-সুন্নাহ'র আলোকে করণীয় সম্পর্কে খুৎবা পাঠ করতেন।

৪১. ইরাকে হাজ্জাজের কাছে পাঠানোর জন্য।

৪২. বর্তমান ভারতের হায়দারাবাদের দক্ষিণ দিকে ৭৫-৮০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। তবে আজ আর দাহির আমলের বন্দরের চিহ্নমাত্রও নেই।

৪৩. অপর একটি প্রায় সমকালীন বিবরণে 'মওজ' উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

৪৪. বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বুঝাতে সামানি বলা হচ্ছে।

৪৫. অপর এক প্রায় সমকালীন বিবরণে 'নিধান' উল্লেখ রয়েছে।

৪৬. স্যার ইলিয়টের ধারনা, এটা ঘাগরা'র তীরবর্তী 'আয়ুধিয়া' হতে পারে। 'অউ' হচ্ছে রাণাদের মূল বংশধারার নাম। 'অন্ধার' হচ্ছে 'অউ' জনগোষ্ঠী বা গোত্রের আবাসস্থল। এরা মূলতঃ রাজপুত। 'অন্ধার' গঙ্গার তীরবর্তী ঐ স্থানের একটি বিহারেরও নাম হতে পারে বলে জেনারেল কানিংহ্যামের অভিমত।

৪৭. অর্থ্যাৎ রাণাদের সৈন্যরা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল রাতভর সেই একই জায়গার আশেপাশেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। স্যার ইলিয়টের মতে, মনসুর হ্রদের 'সীসান'ই সেই সিসাম। ইতিপূর্বে যে কুম্ভ নদীর তীরে সিসাম দুর্গের অবস্থানের কথা হয়েছে সে ব্যাপারে স্যার ইলিয়টের বক্তব্য হচ্ছে, সেটা 'কুম্ভ' নয়, বরং 'কুন্ড' হতে পারে। 'কুম্ভ' মানে কলস এবং 'কুণ্ড' মানে হ্রদ।

৪৮. এটা হাজ্জাজকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

৪৯. সংস্কৃত 'বিশ্বায়া' থেকে এ নাম এসেছে। তিনি একটি বিশাল জেলার প্রধান ছিলেন। উড়িশ্যা ও নাগপুরে এই পরিভাষা বা আখ্যার ব্যবহার রয়েছে বলে স্যার ইলিয়ট উল্লেখ করেছেন।

৫০. পশ্চিম ভারতে শক্তিশালী বা প্রভাবশালী লোককে 'ঠাকুর' বলা হয়। এরা হচ্ছেন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

৫১. Bait.

৫২. মুহাম্মদ কাসিম সাকিফী রাই দাহিরের কাছে দূত মারফত যে পত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছিল : ক) সমস্ত আরব বন্দীকে সম্মানের সাথে মুক্তি দিন, খ) রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণ আদায় করুন, গ) আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, তা গ্রহণ করুন, নইলে জিজিয়া ও রাজস্ব দিতে সম্মত হোন, ঘ) যদি এসবে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে যুদ্ধের জন্য তৈরি হোন।

জবাবে দাহির তার পত্রে বলেন, "এই পত্র দ্বারা আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, দেবল শহর– যা জয় করতে তোমাকে খুবই কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে– আসলে একটি মামুলী বানিজ্য শহর বৈ ছিলনা, যার নিরাপত্তা ও হেফাজতের জন্য আমরা সাধারণ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলাম এবং সেখানকার বণিকদের হেফাজতের জন্য আমরা অল্পই রক্ষী-ফৌজ মোতায়েন রেখেছিলাম। আমাদের চোখে উক্ত শহরের তেমন কোন গুরুত্ব ছিলনা।... অতএব বণিক ও কারিগরদের বস্তিসম একটি শহর জয় করার মধ্যে তোমাদের উল্লাসের কোন কারণ নেই। আমরা যদি তার হেফাজতের জন্য রাজার মত কোন বাহাদুর সেনাপতিকে পাঠাতাম তাহলে তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করার মজাটা টের পেতে। সে তোমাদের সব বাহাদুরী ধুলিসাৎ করে দিত।... আমি কিন্তু তোমার যৌবন ও বোকামির প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এমন বাহাদুর সৈনিক পুরুষকে তোমার

www.pathagar.com

মোকাবেলায় পাঠাইনি। কেননা তুমি তার সামনে বেঘোরে প্রাণ দিতে। দুনিয়ার কোন ফৌজ আমাদের সাম্রাজ্যের কোন একটি কোণেও প্রবেশ করার স্পর্ধা রাখেনা। অতএব তোমাদের নিরাপত্তা এতেই নিহিত যে, তোমরা নিজেদের দেশে ফিরে যাও এবং আমাদের রোষাগ্নি থেকে নিজেদের রক্ষা কর।" সূত্র : মুহাম্মদ বিন কাসিম, মেজর জেনারেল আকবর খান, তরজমায় আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃঃ৯৫।

৫৩. মোকাকে বাইতের কর্তৃত্ব দেয়ার পর মোকা সসৈন্যে সেদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। মুহাম্মদ কাসিমও সাথে ছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে মুহাম্মদ কাসিমের সৈন্যদের মাঝে জ্বর ও বাতের মহামারি দেখা দেয়। বহু সৈন্য, ঘোড়া ও উট এতে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে থাকে। এ খবর পেয়ে হাজ্জাজ দ্রুত কিছু ঘোড়া, উট এবং সির্‌কা পাঠিয়ে দেন। মহামারি থেকে রক্ষার জন্য এই সির্‌কা পাঠানো হয়। এক প্রকার সির্‌কা রুটিতে ভিজিয়ে সে রুটি রোদে শুকিয়ে পুনরায় পানিতে ভিজালে আরেক ধরনের সির্‌কায় পরিণত হত। এই সির্‌কা জ্বর ও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করতো।– মুহাম্মদ বিন কাসিম, মেঃ জেঃ আকবর খান।

৫৪. এটাকে 'আরোর দুর্গ' বলে মনে করেন স্যার ইলিয়ট।

৫৫. কোন কোন তৎকালীন বিবরণে 'কুফি' উল্লেখ রয়েছে।

৫৬. নৌকাগুলোকে একটির সাথে আরেকটি গেঁথে কিছু সংখ্যক সাঁতারু এগুলোকে দ্রুতগতিতে টেনে অপর পাড়ের সাথে যুক্ত করে দিয়েছিল। প্রথম দিক্‌কার নৌকাগুলোতে তীরন্দাজদের মোতায়েন করা হয়েছিল। নৌকা টেনে নিয়ে যাবার সময় তারা অপর পাড়ের শত্রু সৈন্যদের লক্ষ্য করে তীরবৃষ্টি বর্ষণ করছিল। এর ফলে নৌকাগুলোকে ঐপাড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। কারণ শত্রুরা তীরবৃষ্টির কারণে মারা পড়ছিল এবং বাধা দিতে এগিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছিলনা।

৫৭. রাজা দাহির নিশ্চিত ছিলেন যে, আরবরা নদী পার হতে পারবেনা। তাই সেনাপতি ও সৈন্যদেরকে যুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে তিনি নিজে শিকার ও আনন্দ ভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন– এমনটাই রয়েছে ইতিহাসে।

৫৮. চিতোর।

৫৯. নদী পাড়ি দেয়ার পর মুহাম্মদ কাসিমের বাহিনীর সাথে রাসিলের যুদ্ধ হয়েছিল। তাতে রাসিল পরাজিত হয়ে আরব সৈন্যদলে দাখিল হবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।

৬০. বাইতের শাসকের পদে তাকে বসিয়েছিলেন দাহির। কিন্তু তার আগেই মুহাম্মদ কাসিম পদটি দিয়েছিলেন মোকাকে। মোকার বাহিনীর আগমনে হার মানেন রাসিল। পরে তিনি মোকার সাথে মিলিত হয়ে আরবদের দলে যোগ দেন।

৬১. পাঁচ মাইলের মত দূরত্ব। সেকালে সৈন্যবাহিনী একদিনে পাঁচ যোজন পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারতো।

www.pathagar.com

৬২. ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ উচ্চ বর্ণের লোকদের লাশ স্পর্শ করতে পারতো না।

৬৩. এর আগে এই নামে একজন পুরুষ পাওয়া যাচ্ছে। তাই এ নাম সঠিক কিনা সন্দেহ রয়েছে। তবে আরেকটি বিবরণে এই নামটি 'হাসনা' বলা হয়েছে।

৬৪. আল্লাহ'র নামে চালিয়ে দিলেও এটা ছিল হাজ্জাজের নিজস্ব বক্তব্য। কোরআনে এ ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় না। বরং মুহাম্মদ কাসিমের উদার নীতিগুলোই ইসলামের নীতির সাথে অনেকবেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

৬৫. অন্য একটি সমকালীন বিবরণে 'মনঝাল' উল্লেখ রয়েছে।

৬৬. আরব ঐতিহাসিক আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে জাবির আল বিলাদুরি (মৃত্যু ৮৯২-৯৩ খ্রিঃ) তার 'ফুতুহুল-বুলদান' গ্রন্থে লিখেছেন, "ইয়ারবু গোত্রের এক নারী (দস্যুদের হাতে আটক) 'হে হাজ্জাজ!' বলে আর্তনাদ করে উঠেছিল। পরে হাজ্জাজের কাছে এখবর পৌছলে তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'এইতো আমি এখানে'। কোন কোন বিবরণে বলা হয়েছে, আটক নারীদের কয়েকজন গোপনে হাজ্জাজের কাছে পত্র পাঠিয়ে সাহায্য কামনা করেছিল।

৬৭. Dhalila.

৬৮. স্যার ইলিয়ট বলছেন, এই স্থানটির নাম জানছিরও বলা হয়। অন্য একটি প্রায় সমকালীন বিবরণেও এর নাম 'জানির' বলা হয়েছে। স্যার ইলিয়ট বলছেন, এই আরবীয় পাণ্ডুলিপি রচয়িতা তার বিবরণে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি। তিনি এই স্থানটির নাম বিবরণের অন্যত্র 'জানিসার' লিখেছেন।

৬৯. জেনারেল কানিংহ্যাম এর মতে, এটা কাশ্মীরের সল্টরেঞ্জস্থ 'কুল্লার কবর' নামক স্থান হতে পারে।

৭০. মূল আরবী পাণ্ডুলিপি রচিত হবার কালেও এ স্থানেই জয়সিয়ার জীবনের শেষদিনগুলো কেটেছিল। অবশ্য অন্যত্র তার আরেকটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। পাণ্ডুলিপি রচয়িতা ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেননি।

৭১. দাহিরের আত্মহননকারী স্ত্রী বাঈ এর পুত্র।

৭২. গেরুয়া রঙের পোশাক।

৭৩. এখানে 'ব্রাহ্মণ' বলে উল্লেখ করা হলেও তাদেরকে বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত হিসাবে দেখানো হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, ঠাকুর, বণিক– অর্থ্যাৎ হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এই মন্দিরে যেতেন। পাণ্ডুলিপি রচয়িতা গুলিয়ে ফেলেননি তো ? বর্ণনা দেখে অধিক বিশ্বাস হয় যে, সেটা হিন্দু মন্দির ছিল, বৌদ্ধমন্দির নয়। তবে বৌদ্ধমন্দিরও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা আসলে ভিক্ষু হবেন। এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পাণ্ডুলিপি রচয়িতা ইতিপূর্বে বৌদ্ধদেরকে 'সামানি' অভিহিত করেছেন। এখানে তা করেননি।

৭৪. স্যার ইলিয়ট 'জিম্মি'র অর্থ লিখেছেন 'tolerated subjects' অর্থ্যাৎ 'সহ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রজা'। ইসলামে 'জিম্মি' বলতে তা বুঝায় না। বরং বুঝায়, যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী

www.pathagar.com

না হওয়া সত্ত্বেও তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের জিম্মায় রয়েছে। অর্থ্যাৎ ইসলামের অনুসারী নয় এমন জনগোষ্ঠীর সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব বা জিম্মাধীন।

৭৫. সিরিয়া।

৭৬. 'হে তোমার চাচার পুত্র' সম্বোধন করে হাজ্জাজ নিজের পুত্রসম বলে অভিহিত করলেন মুহাম্মদ কাসিমকে। জয়সিয়ার মায়ের পুত্র বলেও সম্বোধন করায় বুঝা যাচ্ছে হাজ্জাজ দাহিরের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী হিসাবে পাবার আশা পোষণ করেছিলেন এবং পত্রে মুহাম্মদ কাসিমকে সে ধরনের ইঙ্গিতই দিয়ে রেখেছিলেন। যদিও মুহাম্মদ কাসিম ইতিমধ্যেই জয়সিয়ার সৎমা অর্থ্যাৎ দাহিরের স্ত্রী লাডিকে বিয়ে করে নিজের কাছে রেখেছিলেন।

৭৭. নগরীটিকে বাহ্মনাবাদও বলা হত। এটাই প্রকৃত নাম বলে উল্লেখ করেছেন স্যার ইলিয়ট।

৭৮. অনাবৃত মস্তক। তারা সাধারণত মাথায় কাপড় পেঁচিয়ে পাগড়ির মত রাখতো। নতি স্বীকারের বহি:প্রকাশ সরূপ তারা মাথা অনাবৃত রেখে হাজির হয়েছিল।

৭৯. সম্ভবত: যুদ্ধবন্দীদেরকে সৈন্যদের মাঝে বন্টনকালে লাডি ঐ মহিলার হাতে গিয়ে পড়েছিলেন এবং মুহাম্মদ কাসিম একজন সম্রাজ্ঞীর সম্মান রক্ষার্থে তাকে কিনে নেন এবং দাসী না করে বরং স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন।

৮০. দাহিরের দাদার নাম।

৮১. সূর্য।

৮২. পাণ্ডুলিপি রচয়িতা ব্রাহ্মণাবাদেও একই নামের একটি মন্দিরের কথা ইতিপূর্বে বলেছেন। আবার এখানেও একই নাম ! সম্ভবত: তিনি সব মন্দিরকে অভিন্ন নামের বলে মনে করেছেন। মুসলমানদের যেমন মসজিদকে সবক্ষেত্রেই শুধুই 'মসজিদ' বলা হয়। তবে এই মন্দিরের নাম যা-ই হোক, এটা একটা মন্দির ছিল– এতে কোন সন্দেহ নেই এবং এটা কোন বৌদ্ধবিহার ছিল না। বরং হিন্দুমন্দির ছিল বলেই প্রতীয়মান হয়।

৮৩. সম্ভবত: এটা শীতলা দেবীর মূর্তি। তবে শীতলার বাহন ঘোড়া নয়, গাধা।

৮৪. এখানে শিরোনামের সাথে বিবরণের মিল নেই।

৮৫. কোঁকড়ানো দাড়ি-চুল বুদ্ধিমানের লক্ষণ– সম্ভবত: সে এটাই বুঝিয়েছে।

৮৬. কুরাজের রাজা।

৮৭. ছয় দিন হবে বলে মনে হয়।

৮৮. ইংরেজীতে Juniper tree বলা হয়েছে। এটা এক ধরনের সদা সবুজ ঝোপের মত বৃক্ষ যার কালো রংয়ের ছোট ছোট ফল থেকে তেল বের করা যায়।

৮৯. Check-mate.

৯০. অপর একটি প্রায় সমকালীন বর্ণনায় 'কসর' বা 'কছর' উল্লেখ রয়েছে।

৯১. স্যার ইলিয়টের মতে, নামের যে অর্থ দেখানো হয়েছে তাতে তার সত্যিকার নাম 'জয়সিংহ' ছিল বলে বোধ হয়।

www.pathagar.com

৯২. ইনি মুহাম্মদ কাসিমের 'সাকিফ' গোত্রের লোক। সে হিসাবে তিনি মুহাম্মদ কাসিমের আত্মীয় হবার সম্ভাবনা প্রবল। একই সাথে তিনিই এই মূল আরবীয় পাণ্ডুলিপির রচয়িতা বলে ধারণা করা হয়।

মুহাম্মদ কাসিমের পুরো নাম হচ্ছে মুহাম্মদ বিন কাসিম বিন আকিল সাকিফী। 'সাকিফ' গোত্র খুবই নামকরা গোত্র ছিল। তৎকালে তারা খুবই প্রভাবশালী ছিল। তাদের মূল কেন্দ্র ছিল তায়েফে। ইয়েমেনের দিকে যে মহাসড়ক তার অভিভাবক ছিল এই গোত্র।

১২১৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে সুলতান নাসিরুদ্দিন কাবাচা'র শাসনামলে এই আরবী পাণ্ডুলিপিটি মূল হিজাজী আরবী থেকে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন মুহাম্মদ আলী বিন হামিদ বিন আবু বকর কুফী। তিনি আলোরে গিয়ে সেখানকার এক কাজী ও একইসাথে মাওলানার কাছ থেকে মূল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। কাজী-মাওলানা সাহেব জানিয়েছিলেন তার এক পূর্বপুরষ এই মূল পাণ্ডুলিপির রচয়িতা, যার নাম তিনি জানেন না। কাজী-মাওলানা সাহেবের নাম হচ্ছে মাওলানা কাজী ইসমাঈল বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মুসা বিন তাঈ বিন ইয়াকুব বিন তাঈ বিন মুছা বিন মুহাম্মদ বিন শাইবান বিন উসমান সাকিফী। দেখা যায়, এই কাজী-মাওলানা সাহেবও সাকিফ গোত্র উদ্ভুত। এছাড়াও তার নামের সাথে মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক নিযুক্ত কাজী তথা 'সদরুল ইমাম' এর নাম এবং বংশলতিকার হুবহু মিল। তাই প্রবল ধারণা যে, এই কাজী সাহেবই ইমাম সাহেবের সেই পূর্বপুরুষ এবং মূল পাণ্ডুলিপির রচয়িতা।

৯৩. পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাকের বাণী।

৯৪. বর্শা, বল্লম, ছোরা ইত্যাদী।

৯৫. স্যার ইলিয়টের ধারণা, এটা 'জাসুর' বা 'জাসুইন' হতে পারে।

৯৬. প্রায় সমকালীন অন্য একটি বিবরণে 'শোর' রয়েছে।

৯৭. বা 'উদহাবার (উদ্ধাবার)' রয়েছে সমকালীন আরেকটি বিবরণে। উত্তর বিকানিরের মরুভূমিতে উধাপুর নামে একটা স্থান রয়েছে বলে স্যার ইলিয়ট উল্লেখ করেছেন।

৯৮. এখানে 'বাগদাদ' পাঠানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কোন ধরনের প্রমাদ বলে মনে হচ্ছে। কারণ হাজ্জাজের অধীনস্ত প্রাদেশিক রাজধানী ছিল কুফায়। বাগদাদ নগরী উমাইয়া আমলে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন স্থান ছিলনা। খলিফার রাজধানী ছিল সিরিয়ার দামেশ্‌কে। 'বাগদাদ' উল্লেখজনিত প্রমাদ মূল পাণ্ডুলিপি রচয়িতার চেয়ে পরবর্তীকালের ফার্সী অনুবাদক ও ইংরেজী অনুবাদকের দ্বারা হবার সম্ভাবনাই প্রবল। 'বাগদাদ' নগরীর পত্তন, উত্থান ও গুরুত্ব অর্জন সবই উমাইয়া পরবর্তী আব্বাসীয় আমলে।

৯৯. সে সময় দামেশ্‌ক এবং কুফা-বসরাতে ক্ষমতার হাত বদল হয়েছিল। মুহাম্মদ কাসিমের চাচা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং মুহাম্মদ কাসিমকে ভারত অভিযানে অনুমোদন প্রদানকারী খলিফা ওয়ালিদ– উভয়ের তখন মৃত্যু হয়েছিল। এই পাণ্ডুলিপিতে যদিও মুহাম্মদ কাসিমকে গ্রেপ্তারের নির্দেশদানকারী হিসাবে খলিফা ওয়ালিদের নাম এসেছে।

www.pathagar.com

বস্তুত সে সময় ক্ষমতায় ছিলেন ওয়ালিদের ভাই সুলায়মান। ইনি ইতিহাসে 'আমোদপ্রিয়' ও 'বিবেকহীন' হিসাবে অভিহিত হয়ে রয়েছেন। অবশ্য উমাইয়া শাসকদের অনেকেরই নৈতিক মান তেমন উন্নত ছিলনা বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। রাসুল হযরত মোহাম্মদ (স:) এর সময় থেকে তাঁর ওফাতের পর প্রথম চার খলিফার শাসনকাল পর্যন্তই ছিল প্রকৃত ইসলামী শাসন। পরবর্তী শাসনগুলোকে কেবলই 'মুসলিম শাসন' হিসাবে অভিহিত করা হয় ইতিহাসে।

উমাইয়া শাসকদের মধ্যে সাহাবী ছিলেন এমন দু' এক জনের শাসন ছাড়া অন্য প্রায় সবাই (তাদের মধ্যেও ওমর বিন আব্দুল আজিজ ছাড়া) ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী দ্বারা খুব বেশী চালিত হয়েছেন। তাদের অনেকে এমনকি নামাজ আদায়ের ব্যাপারেও একনিষ্ঠ ছিলেন না বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। সুরাসক্তিও তাদের মাঝে বিস্তার লাভ করেছিল। তবে এই আমলগুলোতেও তারিক, মুসা ও মুহাম্মদ কাসিমের মত ন্যায়বান ও বীর সেনানীরা দিকে দিকে ইসলামের পতাকাই সগৌরবে উড্ডীন করে যেতে প্রাণপণ সচেষ্ট ছিলেন। বলা যায়, দিকে দিকে 'ইসলাম'কে বিজয়ী করার জন্য তারাই আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দাবড়ে বেড়িয়েছেন। আর রাজধানীতে ঐসব পরবর্তী খলিফারা অনেকটাই আরাম-আয়েশ ও আমোদ-ফূর্তি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

১০০. খলিফা আব্দুল মালিক ছিলেন খলিফা ওয়ালিদের পিতা। এখানে পাণ্ডুলিপি রচয়িতা ওয়ালিদের নাম ফেলে আব্দুল মালিকের নাম উল্লেখ করেছেন। পাণ্ডুলিপি রচয়িতা সম্ভবতঃ মোহাম্মদ কাসিমের প্রশাসনে যোগ দিতে রাজধানী থেকে আসার সময় খলিফা হিসাবে আব্দুল মালিককেই দেখে এসেছিলেন কিন্তু তার রাজধানী ত্যাগের পর আব্দুল মালিক ইন্তেকাল করেন- সে খবর তিনি সে সময় পাননি। তাই উমাইয়া রাজধানী (দামেশ্‌ক) থেকে অনেক দূরে হিন্দুস্তানে অবস্থান করার কারণে মুহাম্মদ কাসিমের মৃত্যুর সময় খলিফা হিসাবে কে মসনদে ছিলেন তা তিনি সঠিকভাবে উল্লেখ করতে পারেননি। এ ধরনের আরো কিছু অসামঞ্জস্য তার পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে।

১০১. মুহাম্মদ কাসিমের মৃত্যু সম্পর্কে এ কাহিনী নিয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। তবে সব ঐতিহাসিক একমত যে, খেলাফতের ক্ষমতার হাত বদলের সাথে সাথে পূর্বতন খলিফার অনুগত ও নিয়োগকৃত শাসনকর্তা, কর্মকর্তা ও সেনাপতিদের অনেকে প্রতিশোধমূলক হামলার শিকার হয়েছিলেন। মুহাম্মদ কাসিমও একইভাবে নতুন খলিফা সুলাইমানের কোপানলে পড়েছিলেন। তার গ্রেপ্তার ও মৃত্যু সম্পর্কে নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে অর্থ্যাৎ প্রায় সোয়া একশত বছর পর বহু সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অপর এক আরবীয় ঐতিহাসিক আহমাদ ইবনে ইয়াহয়্যা ইবনে জাবির আল বিলাদুরী তার 'ফুতুহ-উল-বুলদান' গ্রন্থে লিখেছেন, "এদিকে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক মারা যান এবং তার ভাই সুলাইমান খলিফা হন। তিনি সালিহ্ বিন আব্দুর রহমানকে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ইরাকে নিয়োগ দেন। ইয়াজিদ বিন আবু কাবশা আস-সাকসাকিকে সিন্দের প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমকে মুয়াবিয়া মুহাল্লাবের সাথে বন্দী

www.pathagar.com

করে ফিরিয়ে আনা হয়। হিন্দের লোকেরা মুহাম্মদের জন্য অশ্রুপাত করে এবং কিরাজে তার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ করে। তাকে সালিহ্ কর্তৃক ওয়াসিতে কয়েদ করে রাখা হয়। মুহাম্মদকে আবু উকাইলের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে একত্রে বন্দী অবস্থায় নির্যাতন চালায় সালিহ্ এবং তাদের মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত নির্যাতন চলে। মুহাম্মদের চাচা কোন এক সময় সালিহ্'র ভাই আদমকে মেরে ফেলেছিলেন। আদম খারিজীদের ধর্মমতের পক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন। হামজা বিন বাইজ হানাফী বলেন (কবিতার ভাষায়) :

"প্রকৃতই সাহস ও উদারতা ও সংস্কারমুক্ত মন
ছিল মুহাম্মদ বিন কাসিম বিন মুহাম্মদের,
সতের বছর বয়সে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সৈন্যবাহিনীর,
জন্মেরদিন থেকেই মনে হয় নেতৃত্ব তার ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছিল।"

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Fatehnama

Adventure stories of Muhammad Qasim
in Sind & Hind in Bengali
Translated by Mohammad Mamunur Rashid

Price : Tk 125.00 only

www.studentways.info
e-mail : studentways@hotmail.com

A STUDENT WAYS
PUBLICATION

ISBN 984-406-607-7

9 789847 840116